Peace বাংলাদেশে এই প্রথম

মহিলা বিষয়ক হাদীস সংকলন

মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication

মহিলা বিষয়ক
হাদীস সংকলন

মহিলা বিষয়ক
হাদীস সংকলন

সংকলনে

মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মহিলা বিষয়ক

হাদীস সংকলন

মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম

প্রকাশনায়

নারী প্রকাশনী

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা - ১১০০

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯

ফোন : ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : আগস্ট - ২০১৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : বাকো প্রেস

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

মূল্য : ২০০ টাকা।

ISBN : 978-984-8885-36-9

মুখবন্ধ

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِىْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ.

পুরুষরা যেমন আল্লাহ তায়ালার বান্দা নারীরাও তেমন আল্লাহ তাআলার বান্দী। কুরআন মাজীদের বহু জায়গায় হে মানুষ জাতি, হে ঈমানদাররা ইত্যাদি সম্বোধনের পাত্র নারী পুরুষ সবাই। শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে নারী পুরুষের মাঝে হুকুমের তেমন কোন পার্থক্য নেই দু'চারটি ক্ষেত্রে ছাড়া।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর অমীয় বাণী- طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -ইলেম অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ। এখানে মুসলিম দ্বারা শুধু পুরুষ মুসলিমই উদ্দেশ্যে নয় বরং পুরুষ মুসলিম ও নারী মুসলিম উভয় উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমাদের সমাজে নারীকে সর্বক্ষেত্রে খাটো করে দেখা হয়। অথচ নারী জাতিকে বিশ্বনবী ﷺ সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করে ঘোষণা দিলেন- মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। আল কুরআনেও বেশ কয়েকটি সূরা নারী কেন্দ্রিক আলোচনায় ভরপুড়। যেমন- সূরা নিসা, সূরা নূর, সূরা আহযাব, সূরা তালাক, সূরা তাহরীম ইত্যাদি।

কুরআনের ৪নং সূরা, সূরা নিসা বা মহিলাদের সূরা কিন্তু কুরআনের কোন সূরার নাম কি সূরা রিজাল বা পুরুষের সূরা আছে?

এ সব দিক বিবেচনা করে আমরা নারী কেন্দ্রিক যতগুলো হাদীস আছে তার কিছু অংশ নিয়ে নারী বিষয়ক হাদীস নামক গ্রন্থটি সংকলন করেছি।

অচিরেই আমাদের প্রকাশনা থেকে নারীকেন্দ্রিক কুরআনের ১০ সূরা এ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে এর দ্বারা সকল মহিলাকে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থের হাদীসগুলোর নাম্বার মাকতাবাতুশ শামেলা থেকে নেওয়া হয়েছে।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

পৃষ্ঠা নং

পৃষ্ঠা নং

পৃষ্ঠা নং

পৃষ্ঠা নং

পৃষ্ঠা নং

পৃষ্ঠা নং

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلٰى امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যাবতীয় কর্মের প্রতিফল নিয়তের ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে তাই সে পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়ার সুখ-শান্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে।

[সহীহ আল বুখারী (আরবী-বাংলা) : ১/১৯, হাদীস নং-১ (আধুনিক প্রকাশনী)]

ব্যাখ্যা : এটা বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস এবং এ হাদীসটি একই অর্থে বুখারী শরীফে মোট ৬ বার আছে।

٢. عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَاتَجْعَلُ فِىْ فَمِ امْرَاَتِكَ ـ

২. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোনো খরচ করলে তার পুরস্কার তোমাকে অবশ্যই দেয়া হবে, এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দেবে (তারও সওয়াব পাবে)। (বুখারী-হাদীস ৫৬)।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা

٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرِيْتُ النَّارَ فَاِذَا اَكْثَرُ اَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيْلَ اَيَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ

أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ۔

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমাকে দোযখ পরিদর্শন করানো হলো। আমি সেখানে দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারা কি আল্লাহর প্রতি কুফরী করে?' তিনি বললেন, 'তারা স্বামী এবং কারো উপকারের প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যদি তুমি এক যুগ ধরে তাদের কারও উপকার কর, তারপরও সে তোমার কোনো ত্রুটি দেখালে বলে, 'আমি তোমার কাছে থেকে কখনও ভালো কিছু পাইনি, (বুখারী-হাদীস : ২৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহকে অবিশ্বাস করাকে যেমন কুফ্‌রী বলা হয়, তেমনি অকৃতজ্ঞতা অর্থেও কুফরী শব্দ ব্যবহৃত হয়। এখানে এ শব্দটি দ্বারা দ্বিতীয় অর্থ বুঝানো হয়েছে! কেউ আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে সে কাফের হয়ে যায়। কিন্তু স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে অথবা কারো উপকারের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ইসলামের পরিভাষায় কাফের হয়ে যায় না। তবু এটাও একটা কুফরী পর্যায়ের গুনাহ তা এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। এভাবে কুফরী বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

ঈমানের পরিপূর্ণতা ও হ্রাস-বৃদ্ধি

٤. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ إِمْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ يَعْنِىْ وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيْرَ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَّدِيْنٍ أَغْلَبَ لِذَوِى الْأَلْبَابِ وَذَوِى الرَّأْىِ مِنْكُنَّ قَالَتْ إِمْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ وَمَا نَاقِصَاتُ عَقْلِهَا وَدِيْنِهَا قَالَ شَهَادَةُ إِمْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَّنُقْصَانُ دِيْنِكُنَّ الْحَيْضَةُ فَتَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ لَا تُصَلِّىْ۔

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনতার উদ্দেশ্যে নসীহতপূর্ণ এক ভাষণ দান করেন তিনি বলেন, হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা বেশি পরিমাণে দান-খয়রাত কর। কেননা দোযখে তোমাদের নারীদের সংখ্যাই বেশি হবে। তাদের মধ্যকার এক মহিলা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কি? তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে অভিশাপ দানের অধিক প্রবণতার কারণে অর্থাৎ তোমরা তোমাদের স্বামীদের অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে।

তিনি আরো বলেন, আমি তোমাদের স্বল্পবুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান বিচক্ষণদের উপর বিজয়ী হতে পারদর্শী আর কাউকে দেখিনি। জনৈক স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করল, তার বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে স্বল্প হলো কি করে? তিনি বলেন, তোমাদের দুজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। এটা হলো বুদ্ধির স্বল্পতা। আর তোমাদের হায়েয (ঋতুস্রাব) হলে তিন-চার দিন তোমরা সালাত আদায় করো না। এটাই হলো দ্বীনের স্বল্পতা। তিরমিযী-হা: ২৬১৩

ইলম (জ্ঞান) গোপন করার শাস্তি

٥. عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا اَوَانٌ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتّٰى لاَ يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلٰى شَىْءٍ فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيْدِ الْاَنْصَارِىُّ كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَاْنَا الْقُرْاٰنَ فَوَاللّٰهِ لَنَقْرَئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَاَبْنَاءَنَا فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لَاَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْاِنْجِيْلُ عِنْدَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى فَمَاذَا تُغْنِىْ عَنْهُمْ قَالَ جُبَيْرٌ فَلَقِيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقُلْتُ اَلاَ تَسْمَعُ اِلَى مَا يَقُوْلُ اَخُوْكَ اَبُو الدَّرْدَاءِ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ صَدَقَ اَبُو الدَّرْدَاءِ اِنْ شِئْتَ لَاُحَدِّثَنَّكَ بِاَوَّلِ عِلْمٍ يُّرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوْعُ يُوْشِكُ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَامِعِ فَلاَ تَرٰى فِيْهِ رَجُلاً خَاشِعًا .

৫. আবুদ দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, অতঃপর বলেন, এ সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো সামর্থ্যই থাকবে না। যিয়াদ ইবনে লাবীদ আল-আনসারী (রা) বলেন, ইলম কি করে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, অথচ আমরা কুরআন তেলাওয়াত করি? আল্লাহর শপথ! আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরও তা শিখাচ্ছি। তিনি বলেন, হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারাক, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম!

এই তো ইয়াহুদী-নাসারাদের নিকট তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কি কাজে লেগেছে? জুবাইর (রা) বলেন, অতঃপর আমি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনার ভাই আবুদ দারদা (রা) কি বলছেন তা আপনি শুনতে পাননি? আবুদ দারদা (রা) যা বলেছেন, তা আমি তার কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বলেন, আবু দারদা (রা) যা বলেছেন ঠিকই বলছেন। তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। সর্বপ্রথম ইলমের যে বস্তুটি মানুষের কাছে থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে তা হলো বিনয়। অচিরেই তুমি কোনো জামে মসজিদে প্রবেশ করে হয়ত দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়। (তিরমিযী-হাদীস : ২৬৫৩)

জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

٦. عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ ـ

৬. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন, ইলম অনুসন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয– অবশ্য কর্তব্য। আর অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে যে ইলম দান করে, সে যেন শুকরের গলায় স্বর্ণমুক্তা– হীরা, জহরতের মালা ঝুলিয়ে দিল। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২২৪)

উত্তম চরিত্র শিক্ষা দান

৭. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ ـ

৭. আবূ আইয়ুব ইবনে মূসা তাঁর পিতার কাছ হতে, তিনি তাঁর দাদার কাছে হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে উত্তম চরিত্র শিক্ষাদানের চেয়ে অধিক ভালো কোনো জিনিসই দিতে পারে না। (তিরমিযী-হাদীস : ১৯৫২)

মানুষের মৃত্যুর পরও তিনটি আমল অব্যাহত থাকে

৮. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُّنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَّدْعُوْ لَهٗ ـ

৮. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার যাবতীয় কাজকর্মের সময় এবং সুযোগও হয়ে যায়। অবশ্য তখনো তিন রকমের কাজের ফল সে লাভ করতে পারে–

১. সাদকায়ে জারিয়া,
২. এমন ইলম বা জ্ঞান, যার ফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে,
৩. এমন সচ্চরিত্রবান সন্তান, যে তার জন্য অনবরত দোয়া করতে থাকে।

(মুসলিম-হাদীস : ৪৩১০)

সালাত না পড়ার শাস্তি

৯. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ـ

৯. আমর ইবনে শোআইব, তাঁর পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সন্তান যখন সাত বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন তাদেরকে সালাত পড়বার জন্য আদেশ কর এবং দশ বছর বয়সে (সালাত না পড়লে) শারীরিকভাবে শাস্তি প্রদান কর এবং তাদের জন্য আলাদা-আলাদা বিছানার ব্যবস্থা কর। (আবু দাউদ-হাদীস : ৪৫৯)

সদকা আদায়ের নির্দেশ

١٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ عَطَاءُ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَظَنَّ اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتِمَ وَبِلاَلٌ يَاْخُذُ فِىْ طَرَفِ ثَوْبِهِ .

১০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে সাক্ষী রেখে বলছি; অথবা বর্ণনাকারী ‘আতা বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, নবী করীম ﷺ বেলালকে সাথে নিয়ে বের হলেন। তিনি ভাবলেন যে, নারীদেরকে তিনি তাঁর বাণী শুনাননি। তাই তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং সদকা আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। নারীগণ এতে তাদের কানের অলংকার ও হাতের আংটি খুলে ফেলতে লাগল, আর বেলাল অলংকারগুলো তার কাপড়ের অগ্রভাগে নিতে লাগলেন। বুখারী-হা:৯৮

জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

١١. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَّفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ اِمْرَاَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِّنْ وَّلَدِهَا اِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَيْنِ .

১১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীগণ নবী করীম ﷺ-কে বলল, (আপনার নিকট থেকে সুবিধা আদায় করার ব্যাপারে) পুরুষেরা আমাদেরকে পরাজিত করে রেখেছে। কাজেই আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটা দিন ধার্য করে দিন।

তিনি তাদেরকে একটা দিনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেই দিনটিতে তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে উপদেশ ও আদেশ প্রদান করতেন। (একবার) তিনি তাদেরকে বললেন তোমাদের যে-কোনো মহিলার তিনটি সন্তান হলে তা তার জন্য দোযখের আগুন থেকে (বাঁচবার) পর্দাস্বরূপ হবে।" এতে একজন মহিলা বলল, 'যদি দুটি সন্তান হয়?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "দুটি হলেও।"
(বুখারী-হাদীস : ১০১)

যার হিসাব নেয়া হবে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত

١٢. اَنَّ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَيْئًا لاَ تَعْرِفُهُ اِلاَّ رَاجَعَتْ فِيْهِ حَتّٰى تَعْرِفَهُ وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوْسِبَ عُذِّبَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ اَوَ لَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا . قَالَتْ فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ الْعَرْضُ وَلٰكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ .

১২. (ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন) নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়েশা (রা) কোনো অজানা বিষয় শুনে তা (ভালো করে) না জানা পর্যন্ত বার বার সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন। (একবার) নবী করীম বললেন, "যে ব্যক্তির কাছ থেকে হিসাব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।" আয়েশা (রা) বললেন, "আমি (এ কথা শুনে) বললাম, মহামহীম আল্লাহ তায়ালা কি এ কথা বলেননি যে, তার কাছ থেকে সহজ হিসাব নেয়া হবে।" তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সেটা হচ্ছে (গুনাহ মাফ করে দেয়ার জন্য তার হিসাব) প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু যার হিসাব পুংখানুপুংখরূপে কঠোরভাবে ধরা হবে তার ধ্বংস অনিবার্য।'
(বুখারী-হাদীস : ১০৩)

প্রত্যেক অবস্থায় বিসমিল্লাহ পড়া উচিত এমনকি স্ত্রী সহবাসের সময়ও

١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِىَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ .

১৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের সময় এই দোয়া পাঠ করে, "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব না ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা-রাযাকতানা।" তাহলে শয়তান তাদের দ্বারা উৎপাদিত সন্তানের কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী-হা :১৪১

একই পাত্রের পানি দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রী অযু করা অথবা নারীর উদ্বৃত্ত অযুর পানি দিয়ে পুরুষের অযু করা

١٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ اَوْ لِيَتَوَضَّاْ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ الْمَاءُ لاَ يُجْنِبُ .

১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর এক স্ত্রী একটি বড় পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল অথবা অযু করতে আসলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপবিত্র ছিলাম (এবং এই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেছি)। তিনি বলেন, পানি অপবিত্র হয় না। (ইবনে মাজাহ-হাদীস: ৩৭০)

١٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ امْرَاَةً مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ اِغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَتَوَضَّا وَاغْتَسَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِهَا .

১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ-এর এক স্ত্রী নাপাকির গোসল করেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে অযু ও গোসল করেন। (ইবনে মাজা-হা : ৩৭১)

١٦. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.

১৬. নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাপাকির গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করেন। (ইবনে মাজাহ)

١٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَّتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.

১৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কোনো এক স্ত্রী একটি পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে অবশিষ্ট পানি দ্বারা অযু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি (স্ত্রী) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নাপাক ছিলাম। তিনি বললেন : (নাপাক ব্যক্তির স্পর্শে) পানি নাপাক হয় না (যদি তার হাতে ময়লা না থাকে)। (তিরমিযী-হাদীস : ৬৫)

রক্ত প্রদর রোগগ্রস্তা নারীর অযু

١٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِىْ حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَاِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّىْ ثُمَّ تَوَضِّىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ حَتّٰى يَجِىَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ.

১৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমি একজন রক্ত-প্রদর রোগগ্রস্তা নারী। আমি তখনো পবিত্র হই নি। এমতবস্থায় আমি কি সালাত আদায় থেকে বিরত থাকব? তিনি বললেন, না। কেননা এটা রক্ত শিরা ঋতু নয়। ঋতু আসলে সালাত ছাড়বে এবং ঋতু চলে গেলে রক্ত ধুয়ে সালাত পড়তে থাকবে। তারপর পুনরায় ঋতু না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু করবে। (বুখারী-হাদীস : ২২৮)

অযু অবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা

٢٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

২০. আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের কাউকে কাউকে চুমু খেতেন, অতঃপর আর অযু না করেই সালাত আদায় করতেন। (তিরমিযী-হাদীস: ৮৬, ইবনে মাজাহ-হাদীস : ৫০২)

٢١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلاَىَ فِىْ قِبْلَتِهِ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ ـ

২১. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ রাতে সালাত পড়ার সময় আমি শুয়ে থাকতাম। আমার পা তাঁর সিজদার জায়গায় চলে যেত। তিনি সিজদায় যাবার কালে আমার পায়ে টোকা দিতেন। তখন আমি পা সরিয়ে নিতাম। (বুখারী-হা : ৩৮২ ও মুসলিম-হাদীস : ১১৭৩)

দুগ্ধপায়ী শিশুর পেশাবের বর্ণনা

٢٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَاُتِىَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ـ

২২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শিশুদেরকে নিয়ে আসলে। তিনি তাদের জন্য বরকত ও কল্যাণের দোয়া করতেন এবং 'তাহনীক' (কিছু চিবিয়ে মুখে পুরে দেয়া) করতেন। একদিন একটি শিশুকে আনা হলো, (তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন) শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল, পরে তিনি পানি চেয়ে নিলেন এবং পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন, (তবে তা ভালোভাবে ধুইলেন না।) (মুসলিম-হাদীস : ৬৮৮)

٢٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ أُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِىْ حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ـ

২৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু আনা হলো, তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলে তিনি পানি এনে পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন। (মুসলিম-হা: ৬৮৯)

٢٤. عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ (رضى) اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِىْ حَجْرِهِ فَبَالَ قَالَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى اَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ ـ

২৪. উম্মে কাইস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার শিশুপুত্রসহ, যে তখনও খাদ্য খাওয়া ধরেনি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। তার শিশু পুত্রটি তখনও শক্ত খাদ্য খেতে শুরু করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে তিনি পানি ছিটিয়ে দেয়া ছাড়া অধিক কিছুই করলেন না। (মুসলিম-হাদীস : ৬৯১)

٢٥. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) اَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاَوَّلِ الّٰاتِىْ بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ اَحَدُ بَنِىْ اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ اَنْ يَاْكُلَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اخْبَرَتْنِىْ اَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ

بَالَ فِىْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلاً ـ

২৫. 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন 'উতবা ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বনী আসাদ ইবনে খুযাইমা সম্প্রদায়ের জনৈক 'উককাশা ইবনে মিহ্সানের বোন মুহাজির মহিলাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রথম বাইআতকারিণী মহিলা উম্মে কাইস বিনতে মিহ্সান থেকে বর্ণনা করেছেন।

তিনি (উম্মে কাইস) বলেছেন যে, একদিন তিনি তার দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গিয়ে তাঁর কোলে দিলে শিশুটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোলে পেশাব করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি এনে কাপড়ের উপরে শুধু ছিটিয়ে দিলেন। কিন্তু কাপড় ভালো করে ধুইলেন না। শিশুটি তখন পর্যন্ত দুধ ছাড়া অন্য কোনো কঠিন খাবার খেতো না। (মুসলিম-হাদীস : ৬৯৩)

ব্যাখ্যা : দুগ্ধপোষ্য শিশু ছেলে হলে পেশাবের স্থানে পানি ছিটিয়ে দিলেই চলবে, আর কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে ঐ স্থান ধুয়ে নিতে হবে। শিশু যখন শক্ত খাবার খাটবে তখন পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে সবার পেশাবের স্থান ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। একাধিক সাহাবা, তাবিঈ ও তাদের পরবর্তীগণ, যেমন ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ) এই অভিমতটি সমর্থন করেছেন।

বীর্য সম্পর্কীয় বিধান

٢٦. عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ (رضى) اَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَاَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ اِنْ رَاَيْتَهُ اَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَاِنْ لَمْ تَرَى نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَاَيْتُنِى اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرْكًا فَيُصَلِّىْ فِيْهِ ـ

২৬. আলকামা ও আল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন জনৈক ব্যক্তি আয়েশা (রা)-এর গৃহে মেহমান হলেন। অতপর আয়েশা দেখলেন, ভোরে সে তার কাপড় পরিষ্কার করছে (অর্থাৎ রাতে তার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। তা দেখে আয়েশা (রা) বললেন, মূলত তোমার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট হত যে, তুমি নাপাক

বস্তুটি দেখে থাকলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে নিতে। আর যদি তা দেখে না থাক, তাহলে (মনের সন্দেহ দূর করার জন্যে) স্থানটিতে পানি ছিটিয়ে হালকাভাবে ধুয়ে নিতে পারবে। কেননা এমনও হয়েছে আমি নিজে নবী করীম ﷺ এর কাপড় থেকে শুকানো বীর্য রগড়িয়ে ফেলেছি, আর তিনি সে কাপড় পরেই সালাত আদায় করেছেন। (মুসলিম)

٢٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) فِى الْمَنِيِّ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৭. আয়েশা (রা) থেকে বীর্য সম্পর্কিত বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে বীর্য রগড়িয়ে ফেলতাম। (মুসলিম-হা:৬৯৪)

٢٨. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ (رضى) قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ اَيَغْسِلُهُ اَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ فَقَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِىَّ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ فِىْ ذٰلِكَ الثَّوْبِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى اَثَرِ الْغُسْلِ فِيْهِ -

২৮. আমর ইবনে মাইমুন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সুলাইমান ইবনে ইয়াসারকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো ব্যক্তির কাপড়ে বীর্য পতিত হলে সে কি শুধু ঐ স্থানটি ধুয়ে নেবে, না সম্পূর্ণ কাপড়টাই ধুতে হবে। উত্তরে তিনি বললেন, আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলমাত্র বীর্য লাগার স্থানটিই ধুতেন। অতঃপর তিনি ঐ কাপড় পরেই সালাতে যেতেন, আর আমি তাঁর কাপড়ের ঐ স্থানটুকু ধোয়ার চিহ্ন দেখতে পেতাম। (মুসলিম-হাদীস : ৬৯৮)

٢٩. عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ (رضى) كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَمَّا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ فَحَدِيْثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِىَّ وَاَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِىْ حَدِيْثِهِمَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৯. ইবনুল মুবারক ও ইবনে আবূ যায়েদা উভয়ে 'আমর ইবনে মাইমুন থেকে একই সনদে এই সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে আবূ যায়েদা বর্ণিত হাদীসটি ইবনে বিশর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বীর্য লাগলে ধুয়ে নিতেন। কিন্তু ইবনুল মুবারক ও আবদুল ওয়াহিদের বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড় থেকে তা ধুয়ে দিতাম। (মুসলিম-হাদীস-৬৯৯)

٣٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شِهَابِ الْخَوْلاَنِيِّ (رضى) قَالَ كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِىْ ثَوْبَىَّ فَغَمَسْتُهُمَا فِى الْمَاءِ فَرَأَتْ جَارِيَةٌ لِّعَائِشَةَ فَاَخْبَرَتْهَا فَبَعَثَ اِلَىَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ قَالَ قُلْتُ رَاَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِىْ مَنَامِهِ قَالَتْ هَلْ رَاَيْتَ فِيْهِمَا شَيْئًا قُلْتُ لاَ قَالَتْ فَلَوْ رَاَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ وَاِنِّىْ لاَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِىْ.

৩০. আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব আল খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি আয়েশা (রা)-র গৃহে অবস্থান করলাম। রাত্রে আমার স্বপ্নদোষ হলে উভয় কাপড় অপবিত্র হয়ে গেল। (একখানা পরনের কাপড় অপরখানা বিছানার চাদর) তাই আমি কাপড় দু'খানা পানিতে ধুতে গেলে, আয়েশার এক দাসী তা দেখে তাঁকে জানিয়ে দিল। পরে আয়েশা আমাকে বলে পাঠালেন যে, কে তোমাকে কাপড় দু'খানা এভাবে ধুতে বলেছে? আমি বললাম, ঘুমন্ত ব্যক্তি যা দেখে আমিও তা দেখেছি, (অর্থাৎ আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে) তিনি বললেন, তুমি কি কিছু (বীর্য) দেখতে পেয়েছ? আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, যদি তুমি কিছু দেখতে পেতে, তাহলে ধুয়ে ফেলতে (অন্যথায় কি প্রয়োজন ছিল)। আমি নিজে অনেক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শুকনো কাপড় থেকে নখ দিয়ে অপবিত্র বস্তু চিমটে তুলে ফেলে দিয়েছি। (মুসলিম-হাদীস: ৭০০)

চুমা দিলে অযু করতে হবে না

٣١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هِيَ اِلاَّ اَنْتِ قَالَ فَضَحِكَتْ .

৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো এক স্ত্রীকে চুমু খেলেন। অতঃপর সালাত পড়তে গেলেন, কিন্তু তিনি (পুনরায়) অযু করলেন না। উরওয়া বলেন, আমি বললাম, তা আপনি (আয়েশা) ছাড়া আর কেউ নয়। এতে তিনি হেসে দিলেন– (তিরমিযী-হাদীস : ৮৬)।

গোসলের পূর্বে অযু

٣٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَاَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا اُصُوْلَ الشَّعْرِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهٖ كُلِّهٖ .

৩২. নবী করীম ﷺ এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ যখন পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করতেন, তখন প্রথমে হাত দুটি ধুতেন। তারপর সালাতের অযুর মতো অযু করতেন। তারপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে তা দিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। তারপর দুহাত দিয়ে তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। অবশেষে সে পানি সারা শরীরে ঢালতেন। (বুখারী-হা: ২৪৮)

٣٣. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا اَصَابَهُ مِنَ الْاَذٰى ثُمَّ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحّٰى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هٰذِهٖ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৩৩. নবী করীম ﷺ এর স্ত্রী মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সালাতের অযুর মতো অযু করলেন, তবে দু'পা ধুলেন না এবং লজ্জাস্থান ও যে অঙ্গ অপবিত্র হয়েছিল, তা ধুয়ে ফেললেন। তারপর নিজের (শরীরে) উপর পানি প্রবাহিত করলেন। অতপর পা দুটি সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে ধুয়ে ফেললেন। এটাই ছিল তাঁর জানাবতের (অপবিত্রতার) গোসল।
(বুখারী-হাদীস : ২৪৯)

স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে গোসল

٣٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ وَّاحِدٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.

৩৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী করীম ﷺ একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। সেটি ছিল পিতল বা তামার পাত্র। যাকে ফারাক বলা হয়। (বুখারী-হাদীস : ২৫০)

٣٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَمَيْمُوْنَةَ كَانَا يَغْتَسِلاَنِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ.

৩৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ও মায়মূনা (রা) উভয়ে একই পাত্রের পানি হতে গোসল করতেন। (বুখারী-হা:২৫৩)

ফরজ গোসলের পর অযুর প্রয়োজন নেই

٣٦. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهٖ ثُمَّ ذٰلِكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهٖ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

৩৬. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করলেন। হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধুলেন, তারপর তা (হাত) দেয়ালে রগড়ে ধুয়ে ফেললেন। তারপর সালাতের অযুর ন্যায় অযু করলেন। তারপর গোসল শেষে পা দুটি ধুয়ে নিলেন। (বুখারী-হাদীস : ২৬০)

৩৭. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ تَخْتَلِفُ اَيْدِيْنَا فِيْهِ ـ

৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী আকরাম ﷺ একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম এবং আমাদের উভয়ের হাত তাতে পড়ত। (বুখারী-হাদীস : ২৬১)

ফরজ গোসলের পদ্ধতি

৩৮. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضى) قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً فَاَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى الْاَرْضِ فَمَسَحَهُ بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَاَفَاضَ عَلَى رَاْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ اُتِيَ مِنْدِيْلٌ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا ـ

৩৮. মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি তুলে রাখলাম। তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত ধুয়ে ফেললেন। তারপর পুরুষাঙ্গ ধুলেন। তারপর হাত দুটি মাটিতে রগড়ালেন এবং ধুয়ে ফেললেন। তারপর তিনি কুলি করলেন ও নাকে পনি দিলেন। অতপর মুখমণ্ডল ধুলেন এবং মাথায় পানি ঢাললেন এবং সে স্থান থেকে সরে গিয়ে পা দু'টি ধুলেন। অতঃপর তাঁকে গা মোছার জন্য এক টুকরা কাপড় দেয়া হলো। কিন্তু তিনি তা ব্যবহার থেকে বিরত থাকলেন। (বুখারী-হাদীস : ২৫৯)

৩৯. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَاُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّاُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَاْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِىْ اُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتّٰى اِذَا رَاَى اَنْ قَدِ

اسْتَبْرَاَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ -

৩৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবাত বা পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করতেন, তখন প্রথমে হাত দু'খানা ধুতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুতেন। এরপর সালাতের অযুর মতো অযু করতেন এবং পানি নিয়ে আঙ্গুলগুলো চুলের গোড়ায় প্রবেশ করে দিতেন। যখন দেখতেন যে, পরিষ্কার হয়ে গেছে তখন তিন আঁজলা পানি নিয়ে মাথার উপর ঢালতেন। পরে সারা শরীরে প্রবাহিত করতেন এবং পরিশেষে পা দু'খানা ধুয়ে নিতেন । (মুসলিম-হাদীস : ৭৪৪)

٤٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَاَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّاَ مِثْلَ وُضُوْئِهِ لِلصَّلاَةِ -

৪০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করতেন, তখন পানির পাত্রে হাত ঢুকাবার আগে উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধুয়ে নিতেন। তারপর সালাতের অযুর ন্যায় অযু করে নিতেন। মুসলিম-হা: ৭৪৭

অযুর পর রুমাল দ্বারা হাত ও মুখমণ্ডল ধোঁয়া বা না ধোঁয়া উভয়ই জায়েয

٤١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ حَدَّثَتْنِىْ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ اَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ اَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْاَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيْدًا ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَّقَامِهِ ذٰلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ -

৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালা মায়মূনা আমাকে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাবাতের গোসলের জন্যে পানির পাত্র এগিয়ে দিলাম। তিনি প্রথমে দু'হাতের কবজি পর্যন্ত দু'বার অথবা তিনবার ধুয়ে নিলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বাম হাতে লজ্জাস্থান ধুয়ে পরিষ্কার করলেন। পরে বাম হাতখানা মাটিতে খুব করে রগড়ালেন, এরপর সালাতের অযুর মতো অযু করলেন।

পরিশেষে মাথার ওপর পূর্ণ তিন আঁজলা ভর্তি পানি ঢেলে দিয়ে পরে সারা শরীর ধুয়ে নিলেন। অতঃপর ঐস্থান থেকে একটু সরে গিয়ে পা দু'খান ধৈত করলেন। তখন আমি তাঁর পা মোছার জন্যে (রুমাল) নিয়ে আসলে তিনি তা ব্যবহার করলেন না বরং ফেরৎ দিলেন। (মুসলিম-হাদীস : ৭৪৮)

ব্যাখ্যা : অযুর পরে রুমাল বা অন্য কিছু দিয়ে পানি মোছা বা না মোছা উভয়টিই বৈধ। কেননা নবী করীম ﷺ কখনো রুমাল ব্যবহার করেছেন কখনো করেননি। ইবন আব্বাস (রা)-এর মতে পানি না মোছাই উত্তম।

নাপাক ব্যক্তির ঘুমানো

٤٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ اَنْ يَّنَامَ ـ

৪২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুনুবী বা নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে সালাতের অযুর মতো অযু করে ঘুমাতেন। (মুসলিম-হাদীস৭২৫)

٤٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنُبًا فَاَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ اَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ـ

৪৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুনুবী বানাপাক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু খেতে বা ঘুমাতে চাইলে অযু করে নিতেন। (মুসলিম-হা :৭২৬

٤٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيَرْقُدُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ ـ

৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ কি

জুনুবী বা নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে পারবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অযু করে ঘুমাতে পারবে। (মুসলিম-হাদীস : ৭২৮)

٤٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ (رضى) قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِى الْجَنَابَةِ اَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ اَنْ يَّنَامَ اَمْ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً .

৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিতর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে এ প্রসঙ্গে তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জুনুবী বা নাপাক অবস্থায় তিনি কি করতেন? তিনি কি ঘুমানোর পূর্বে গোসল করে নিতেন? না কি গোসল না করে ঘুমাতেন? তিনি বললেন, তিনি উভয়টি করতেন। কখনো তিনি গোসল করে ঘুমিয়ে পড়তেন আবার কখনো শুধু অযু করে ঘুমিয়ে পড়তেন। আবদুল্লাহ ইবনে কাইস বলেন, একথা শুনে আমি বলে উঠলাম, আলহামদুলিল্লাহ। সব প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি আমাদের জন্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহজতা দান করেছেন। (মুসলিম-হাদীস : ৭৩১)

٤٦. عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَّاحِدٍ .

৪৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ সব স্ত্রীর কাছে গিয়ে (সঙ্গম করে) একবার মাত্র গোসল করতেন। (মুসলিম-হাদীস : ৭৩৪)

স্বপ্নে বীর্যপাত হলে নারীদেরও গোসল করা ফরয

٤٧. عَنْ اُمِّ سُلَيْمٍ (رضى) حَدَّثَتْ اَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِىْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَتْ ذٰلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ

أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُوْنُ هٰذَا فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَمِنْ اَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ اِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَمِنْ اَيِّهِمَا عَلاَ اَوْ سَبَقَ يَكُوْنُ مِنْهُ الشَّبَهُ.

৪৭. উম্মে সুলাইম (রা) (আনাসের মাতা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর নবী ﷺ-কে নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, স্বপ্নে পুরুষরা যেমন দেখে থাকে (স্বপ্ন দোষ হয়), নারীরাও যদি তেমন দেখে, তাহলে কি করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নারী যদি এরূপ দেখে তাহলে তাকে গোসল করতে হবে। নবী ﷺ এর স্ত্রী উম্মে সালামা বলেন, এতে আমি খুব লজ্জাবোধ করলাম। কিন্তু সুলাইম আবার প্রশ্ন করলেন, মেয়েদেরও কি এরূপ হয়? (অর্থাৎ তাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়?) জবাবে আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ হয়। যদি নারীদের যদি বীর্যপাত নাই হয় তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে সন্তান তাদের আকৃতির অনুরূপ হয় কেমন করে? পুরুষের বীর্য গাঢ় এবং সাদা। আর মেয়েদের বীর্য পাতলা ও হলুদাভ। সুতরাং মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যার বীর্য প্রাধান্য বিস্তার করে কিংবা যার পানির (রতির) প্রাবল্য হয় অথবা বলেছেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আগে নির্গত হয়, সন্তান তার মতো হয়ে জন্মগ্রহণ করে। (মুসলিম-হা: ৭৩৬

٤٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِىْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِىْ مَنَامِهِ فَقَالَ اِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُوْنُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ.

৪৮. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন। জনৈকা নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো মেয়ে স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা পুরুষেরা দেখে থাকে (স্বপ্নে রেত:পাত হয়), তাহলে সে কী করবে? নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন, পুরুষদের যা হয় মেয়েদেরও যদি তা হয় তাহলে তাকে গোসল করতে হবে। (মুসলিম-হাদীস : ৭৩৭)

٤٩. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ

فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ نَعَمْ اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ فَقَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ـ

৪৯. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে সুলাইম নাম্নী এক মহিলা নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জিত হন না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। যদি বীর্য দেখতে পায় তাহলে গোসল করতে হবে। সালামা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মেয়েদেরও কি স্বপ্নে রেত:পাত হয়? তিনি বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক, যদি তাই না হবে তাহলে সন্তান কি করে তার মায়ের মতো আকৃতি লাভ করে? (বুখারী ও মুসলিম-হা:৭৩৪)

৫০. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْاَةُ اِذَا احْتَلَمَتْ وَاَبْصَرَتِ الْمَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرِبَتْ يَدَاكِ وَاُلَّتْ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعِيْهَا وَهَلْ يَكُوْنُ الشَّبَهُ اِلَّا مِنْ قِبَلِ ذٰلِكَ اِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ اَشْبَهَ الْوَلَدُ اَخْوَالَهُ وَاِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا اَشْبَهَ اَعْمَامَهُ ـ

৫০. আয়েশা (রা) থেকে বির্ণত। (তিনি বলেছেন) এক মহিলা এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, কোনো মেয়ের যদি স্বপ্নদোষ হয় এবং সে বীর্যও দেখতে পায় তাহলে কি তাকে গোসল করতে হবে? তিনি [নবী ﷺ] বললেন, হ্যাঁ। একথা শুনে আয়েশা উক্ত মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি আহত হও। আয়েশা বলেন, আমার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা! তাকে বলতে দাও। এভাবেই তো সন্তান পিতা-মাতার আকৃতি লাভ করে। নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলে সন্তান তার মায়ের আকৃতি পায়। আর পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলে সন্তান তার চাচাদের আকৃতি পায়। (মুসলিম-হাদীস : ৭৪১)।

٥١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ وَهِىَ جَدَّةُ اِسْحَاقَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَايَرَى الرَّجُلُ فِى الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَقَالَ لِعَائِشَةَ بَلْ اَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِيْنُكِ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ اِذَا رَأَتْ ذَاكِ.

৫১. আনাস ইবন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন ইসহাক ইবনে আবু তালহার দাদী উম্মে সুলাইম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এ সময় আয়েশা (রা) ও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষ যেমন স্বপ্নে (রেতঃপাত) দেখে, নারীও যদি তা দেখে এমতাবস্থায় সে কি করবে? তখন আয়েশা (রা) বললেন, উম্মে সুলাইম, তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি তো মেয়েদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়লে। ['তোমার অকল্যাণ হোক' কথাটি আয়েশা ভালো অর্থেই বলেছেন।] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা! বরং তোমার অকল্যাণ হোক (কেননা সে তো দ্বীনের একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় জানতে চেয়েছে।) অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ হে উম্মে সুলাইম! স্বপ্নে এরূপ দেখলে তাকে গোসল করতে হবে। (মুসলিম-হাদীস : ৭৩৫)

ঋতুর বা হায়েজের গোসলে নারীদের চুলের বেনী প্রসঙ্গে

٥٢. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِىْ اَفَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لاَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِىْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ.

৫২. উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মাথার চুলের বেন বেঁধে রাখি। সুতরাং জানাবাতের তথা পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসলের সময় কি আমি তা

খুলে ফেলব? তিনি বললেন, না। বরং তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট হবে যে, তুমি মাথার ওপর তিন আঁজলা পানি ঢেলে দেবে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে পবিত্রতা অর্জন করবে। (মুসলিম-হাদীস : ৭৭০)

٥٣. عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَاْمُرُ النِّسَاءَ اِذَا اغْتَسَلْنَ اَنْ يَّنْقُضْنَ رُؤُوْسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هٰذَا يَاْمُرُ النِّسَاءَ اِذَا اغْتَسَلْنَ اَنْ يَّنْقُضْنَ رُؤُوْسَهُنَّ اَفَلاَ يَاْمُرُهُنَّ اَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوْسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَّلاَ اَزِيْدُ عَلَى اَنْ اُفْرِغَ عَلَى رَأْسِيْ ثَلاَثَ اِفْرَاغَاتٍ ـ

৫৩. উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) জানতে পারলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) স্ত্রীলোকদেরকে গোসলের সময় তাদের মাথার চুল (বেনী) খুলে ফেলার আদেশ দিয়ে থাকেন। একথা জানার পর আয়েশা (রা) বললেন, আশ্চর্য লাগে ইবনে উমরের মতো লোক মেয়েদেরকে গোসলের সময় মাথার চুল খোলার আদেশ করেন। তাহলে তো তিনি তাদেরকে মাথার চুল মুড়ে ফেলারও আদেশ দিতে পারেন। অথচ আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একসাথে একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের তথা পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করেছি। এ সময় আমি আমার মাথায় তিন অঞ্জলির অধিক পানি ঢালিনি। (মুসলিম-হাদীস :৭৭৩)

٥٤. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ امْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفْرِ رَأْسِىْ اَفَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لاَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِيْنَ عَلٰى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ اَوْ قَالَ فَاِذَا اَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ ـ

৫৪. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। আমি কি নাপাকির গোসলের সময় তা খুলে দেব? উত্তরে তিনি বললেন– না, তুমি তোমার মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢাল, তারপর তোমার পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত কর এবং এভাবে পবিত্রতা অর্জন করা। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বললেন, এভাবে তুমি পবিত্র তা অর্জন করলে। (বুখারী-হাদীস : ৭৭০ ও তিরমিযী-হাদীস : ১০৫)

স্বামী-স্ত্রীর লজ্জাস্থান একত্রে মিলিত হলে গোসল ফরজ

٥٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ فَعَلْتُهُ اَنَا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৫৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পুরুষাঙ্গের খাতনার স্থান স্ত্রীর (যৌনাঙ্গের) খাতনার স্থান অতিক্রম করলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। আমি (আয়েশা) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছি, অতঃপর আমরা গোসল করেছি। (তিরমিযী-হাদীস : ১০৮)

٥٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ .

৫৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক লজ্জাস্থান অপর লজ্জাস্থান অতিক্রম করলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। (তিরমিযী-হাদীস : ১০৯)

ব্যাখ্যা : রাসূলে করীম ﷺ-এর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবা যেমন, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী ও আয়েশা (রা) এবং তাদের পরবর্তী যুগের প্রখ্যাত ফিকহবিদ যেমন, সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যৌনাঙ্গ একত্রে মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়। বীর্যপাত হোক বা না হোক। ইমাম আবু হানীফাও একই মত পোষণ করেন।

ফরয গোসলের পর স্ত্রীর শরীরের সঙ্গে মেশা

٥٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِىْ فَضَمَمْتُهُ اِلَىَّ وَلَمْ اَغْتَسِلْ .

৫৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো নাপাকির গোসল করে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতেন শরীর গরম করার জন্য। আমি তাঁকে আমার সাথে জড়িয়ে নিতাম (ঠাণ্ডা দূর করার জন্য) অথচ আমি তখনও নাপাক অবস্থায় থাকতাম। (তিরমিযী-হাদীস : ১২৩)

ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ-এর একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈদের মতে, কোনো ব্যক্তি নাপাকির গোসল করে এসে নাপাক স্ত্রীকে জড়িয়ে নিয়ে শরীর গরম করলে এবং তার সাথে ঐ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে কোনো দোষ নেই। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাকও এইমত ব্যক্ত করেছেন।

ঋতু বা রক্তস্রাবের সূত্রপাত

٥٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ خَرَجْنَا لاَ نَرَى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَالَكِ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاَقْضِىْ مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ -

৫৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (সবাই মদিনা থেকে) একমাত্র হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বের হলাম। সারেফ নামক স্থানে এসে আমার মাসিক ঋতু শুরু হলো। আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদছ? মাসিক ঋতু হয়েছে? আমি বললাম– হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আদমের মেয়েদের জন্য এটা নির্ধারিত করেছেন। তুমি কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ ব্যতীত অন্যান্য হাজীদের মতো হজ্জব্রত পালন করতে থাক। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গাভী কুরবানী করেছিলেন। (বুখারী-হাদীস : ২৯৪)

ঋতু অবস্থায় স্বামীর মাথা ধোয়া, চুল আঁচড়ানো এবং ঋতুবতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত

٦٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَاْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ -

৬০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসিক ঋতু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতাম। (বুখারী-হাদীস : ২৯৫)

٦١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا تُرَجِّلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ حَائِضٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِى الْمَسْجِدِ يُدْنِىْ لَهَا رَأْسَهُ وَهِىَ فِىْ حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِىَ حَائِضٌ ـ

৬১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মাসিক ঋতু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতেন। এমনতাবস্থায় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে এ'তেকাফ করতেন, তিনি তাঁর মাথা আয়েশার দিকে বাড়িয়ে দিতেন এবং আয়েশা মাসিক অবস্থায় নিজের ঘর থেকে তাঁর চুল আঁড়চে দিতেন। (বুখারী-হাদীস : ২৯৬)

٦٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِىْ حَجْرِىْ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ـ

৬২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার মাসিক ঋতু অবস্থায় আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। (বুখারী-হাদীস : ২৯৭)

কাপড় পরা অবস্থায় ঋতুবতী নারীর সাথে মেলামেশা

٦٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ وَكَانَ يَاْمُرُنِىْ فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِىْ وَاَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَاْسَهُ اِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ ـ

৬৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী করীম ﷺ অপবিত্র অবস্থায় একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তাঁর নির্দেশ (ঋতুবতী অবস্থায় আমি ইজার) ঋতুর কাপড় পরতাম এবং তিনি আমার সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তিনি এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ হতে আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন এবং আমি ঋতু অবস্থায় তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম। (বুখারী-হাদীস : ২৯৫)

٦٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَاَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّبَاشِرَهَا اَمَرَهَا اَنْ تَتَّزِرَ فِىْ

فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ أَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ .

৬৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ ঋতুবতী হলে এবং সে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গে মেলা মিশা করতে চাইলে, তিনি তাকে ঋতু প্রবাল্যের সময় ঋতুর কটিকেশ পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তিনি তার সঙ্গে মেলা মিশা করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কে নবী ﷺ-এর মতো নিজের কাম প্রবৃত্তি দমন করতে সমর্থ্য? (বুখারী-হাদীস৭০৬)

٦٥. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُّبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِّسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ .

৬৫. মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোনো স্ত্রীর সঙ্গে ঋতু অবস্থায় মেলামেশা চাইলে, তাকে ঋতুর কটিবেশ পরার নির্দেশ দিতেন। (বুখারী-হাদীস : ৭০৭)

٦٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

৬৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের (রাসূল ﷺ এর স্ত্রীদের) কেউ ঋতুবতী হলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কটিবাস পরার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তার সঙ্গে মেলামেশা করতেন। (মুসলিম-হাদীস : ৭০৫)

ব্যাখ্যা : ঋতু অবস্থায় সঙ্গম করা হারাম। তবে এছাড়া তার সাথে উঠা, বসা, খাওয়া, শোয়া ও মেলামেশা ইত্যাদি যাবতীয় আচরণ জায়েয।

ঋতুবতী নারীর সঙ্গে একই বিছানায় শোয়া

٦٨. عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ .

৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এর আযাদকৃত গোলাম কুরাইব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মুনাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে একই বিছানায় ঘুমাতেন। এ সময় আমার ও তাঁর মাঝে কেবলমাত্র একখানা কাপড়ের আড়াল থাকত। (মুসলিম-হাদীস : ৭০৮)

ব্যাখ্যা : অনেক সময় মেলামেলার দরুণ সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাই এমন ধরনের মেলামেশা না করাই বাঞ্ছনীয়।

٦٩. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمِيْلَةِ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِىْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِى فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ قَالَتْ وَكَانَتْ هِىَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ فِى الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ ـ

৬৯. উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একই বিছানায় শুয়েছিলাম। এমন সময় আমার ঋতু দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে আমার মাসিকের ন্যাকড়া পরলাম। তিনি রাসূল (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি ঋতু দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিলেন। আমি তাঁর সাথে একই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তিনি (উম্মে সালামা) একথাও বলেছেন যে, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ (নাপাক অবস্থায়) এক সাথে একই পাত্র হতে পানি নিয়ে পবিত্রতার জন্য গোসল করতেন। (মুসলিম-হাদীস : ৭০৯)

٧٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِىْ اَنْ اَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنِىْ ـ

৭০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ঋতুবতী হতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিতেন, 'তুমি শক্ত করে পাজামা বেঁধে নাও।' তারপর তিনি আমাকে আলিঙ্গন করতেন। (তিরমিযী-হাদীস : ১৩২)

ব্যাখ্যা : একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈর মতে ঋতুবতীর সাথে একত্রে ঘুমানো জায়েয। ইমাম শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাকও এই মত পোষণ করেন।

ঋতুবতী নারীর উচ্ছিষ্ট বা এঁটে খাবার পবিত্র

٧١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضَعِ فِيَّ.

৭১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে নবী করীম ﷺ-কে অবশিষ্ট পানিটুকু প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম তিনিও পাত্রের সেই স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আবার আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড় খেয়ে তা নবী করীম ﷺ-কে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়েছিলাম তিনি সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন।

(মুসলিম-হাদীস : ৭১৮)

٧٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ وَاكِلْهَا.

৭২. আবদুল্লাহ ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে পানাহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি তার সাথে একত্রে পানাহার করতে পারো।

(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ৬৫১)

ঋতুবতী নারীর সঙ্গে সঙ্গম করলে কাফফারা

٧٣. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِامْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ.

৭৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করে অথবা স্ত্রীর বাহ্যদ্বারে সংগম

করে অথবা গণক ঠাকুরের কাছে যায় সে মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হওয়া জিনিসের প্রতি অবিশ্বাস করে। (তিরমিযী-হাদীস : ১৩৫)

ব্যাখ্যা : কোনো ব্যক্তি যদি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে জায়েয মনে করে সঙ্গম লিপ্ত হয় তবে সে বাস্তবিকপক্ষেই কাফের হয়ে যাবে। অথবা নবী করীম ﷺ-এর আদেশটি একটি কড়া নির্দেশ বলে পরিগণিত হবে। কেননা অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে দান-খয়রাত করার হুকুম দিয়েছেন। এমন ঋতু অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করা যদি কুফরী হতো নবী (সা) ﷺ এমন ব্যক্তিকে শুধু দান-খয়রাত করা হুকুম কেন দিলেন। কারণ কাফেরের উপর দান খয়রাত করা ওয়াজিব নয়। ইমাম বুখারীর মতে এ হাদীসে ব্যবহৃত 'কুফর' শব্দটি অকৃতজ্ঞতা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

٧٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الرَّجُلِ يَقَعُ عَلٰى اِمْرَاَتِهٖ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ۔

৭৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হায়েয চলাকালীন সময়ে সঙ্গম করে তার সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "সে অর্ধ দীনার সদকা করবে"। (তিরমিযী-হাদীস : ১৩৬)

٧٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ دَمًا اَحْمَرَ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا كَانَ دَمًا اَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ۔

৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন রক্ত লাল থাকে তখন (সঙ্গম করলে) এক দীনার, আর যখন রক্ত পীতবর্ণ ধারণ করে তখন অর্ধ দীনার। (তিরমিযী-হাদীস : ১৩৭)

ব্যাখ্যা : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে কোনো বর্ণনায় অর্ধ দীনার, কোনো বর্ণনায় দুই-তৃতীয়াংশ দীনার এবং কোনো বর্ণনায় এক দীনার দান করার হুকুম এসেছে। ইমাম আবূ হানীফার মতে দান করার এ হুকুম মুস্তাহাব পর্যায়ের, ওয়াজিব অর্থে নয়। দানকারী ইচ্ছা করলে এক দীনারও দান করতে পারে। আবার সে ইচ্ছা করলে তিন দীনারও দান করতে পারে। কারণ এ বিষয়ে শরীয়াত কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়নি। যে সকল আলেম দান করার হুকুমকে ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত করেছেন তারা বলেন, ঋতুর প্রথমে অথবা

মধ্যভাবে সঙ্গম করলে এক দীনার দান করতে হবে। আর মাসিকের শেষভাগে সঙ্গম করলে এক দীনারের অর্ধেক দান করতে হবে।

ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈ (রহ) অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তবে শাফিঈ (রহ) অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করার সাথে তাওবা করা উত্তম বলেছেন।

কাপড় থেকে ঋতুর রক্ত ধুয়ে ফেলা

٧٦. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضى) اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيْبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيْهِ وَصَلِّىْ فِيْهِ.

৭৬. আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী করীম ﷺ-এর কাছে হায়েযের রক্ত মাখা কাপড়ের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আঙ্গুল দিয়ে খুঁটে খুঁটে তা তুলে ফেল, অতঃপর পানি দিয়ে তা আঙ্গুলের সাহায্যে মলে নাও, তারপর তাতে পানি গড়িয়ে দাও এবং তা পরিধান করে সালাত পড়। তিরমিযী-হা: ১৩৮

ব্যাখ্যা : কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে তা না ধুয়ে সালাত পড়া যাবে কি না এ ব্যাপারে মনীষীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাবিঈদের মধ্যে কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেছেন, যদি কাপড়ের রক্ত এক দিরহাম পরিমাণ হয় এবং তা না ধুয়ে ঐ কাপড় পরেই সালাত পড়া হয় তাহলে পুনরায় সালাত পড়তে হবে। অপর দল বলেছেন, রক্তের পরিমাণ এক দিরহামের বেশি হলেই পুনরায় সালাত পড়তে হবে। সুফিয়ান সাওরী, (আবু হানীফা) ও ইবনুল মুবারক একথা বলেছেন। আহমদ ও ইসহাকের মতে রক্তের পরিমাণ এক দিরহামের অধিক হলেও পুনরায় সালাত পড়তে হবে না। ইমাম শাফিঈর মতে, কাপড়ে এক দিরহামের কম পরিমাণ রক্ত লাগলেও তা ধুলে নেয়া ওয়াজিব।

ঋতু থেকে গোসল করার পর লজ্জাস্থানে সুগন্ধি মাখানো বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার

٧٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ سَاَلَتِ امْرَاَةٌ النَّبِىَّ ﷺ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتْ اَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ

ثُمَّ تَاْخُذُ فِرْصَةً مِّنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِيْهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرِيْهَا قَالَ تَطَهَّرِيْ بِهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاسْتَتَرَ وَاَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلٰى وَجْهِهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاجْتَذَبْتُهَا اِلَيَّ وَعَرَفْتُ مَا اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ تَتَبَّعِيْ بِهَا اَثَرَ الدَّمِ -

৭৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মহিলা এসে নবী করীম ﷺ-কে ঋতুর শেষে পবিত্রতার গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। বর্ণনাকারী মানসুর বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, ঋতুর শেষে পবিত্র হওয়ার জন্য কীভাবে গোসল করতে হয়। নবী ﷺ তাকে তা বুঝিয়ে বললেন, এরপর মৃগনাভী (বা সুগন্ধি) মাখানো একখণ্ড কাপড় দ্বারা পবিত্র হবে।

মহিলাটি বলল, তা দিয়ে আমি কীরূপে পবিত্র হব? নবী করীম ﷺ আবার বললেন, উক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। এবার নবী ﷺ বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! একথাও বুঝতে পারছ না? এ কথা বলে, নবী করীম ﷺ মুখ ঢাকলেন। বর্ণনাকারীগণ বলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, তাঁর হাতে নিজের মুখ ঢেকে আমাদেরকে দেখালেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাকে একান্তে ডেকে বুঝিয়ে দিলাম নবী করীম ﷺ কি বলতে চেয়েছিলেন। আমি তাকে বললাম, সেটি দিয়ে রক্তের চিহ্ন মুছে ফেলবে। (মুসলিম-হাদীস : ৭৭৪)

٧٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ اَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيْضِ فَقَالَ تَاْخُذُ اِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلٰى رَاْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيْدًا حَتّٰى تَبْلُغَ شُؤُنَ رَاْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَاْخُذُ فِرْصَةً مُّمَسَّكَةً فَتَطَهَّرِيْهَا فَقَالَتْ اَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرِيْهَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِيْنَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَاَنَّهَا تُخْفِيْ ذٰلِكَ تَتَبَّعِيْنَ اَثَرَ الدَّمِ وَسَاَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَاْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ اَوْ تُبْلِغُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلٰى

رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتّٰى تَبْلُغَ شُؤُنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ اَنْ يَّتَفَقَّهْنَ فِى الدِّيْنِ -

৭৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) আসমা নবী করীম ﷺ-কে ঋতুর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢালবে এবং উত্তমরূপে ঘষে ঘষে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছাবে এবং সারা শরীরে পানি ঢেলে দিবে। পরে কস্তুরী মাখানো এক টুকরো কাপড় দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করবে।

একথা শুনে আসমা বললেন, কস্তুরী মাখানো কাপড় দিয়ে কীরূপে পবিত্রতা হাসিল করব? তখন নবী ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি তা দিয়েই পবিত্রতা হাসিল করবে। আয়েশা চুপিসারে তাকে বললেন, রক্ত চিহ্নিত স্থানে উক্ত (কস্তুরী মিশ্রিত) কাপড় দ্বারা ঘষে মুছে ফেল। এবার আসমা নবী করীম ﷺ-কে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, পানি নিয়ে খুব ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো, অথবা তিনি বললেন, যথাস্থানে পানি পৌঁছিয়ে পবিত্র হবে।

অতঃপর মাথায় পানি ঢেলে ভালোভাবে রগড়িয়ে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছিয়ে দাও। এরপর সারা শরীরে পানি ঢেলে দাও। আয়েশা (রা) বলেন, আনসারী মহিলা কতইনা উত্তম! দ্বীন ইসলামের গভীর জ্ঞান লাভের ব্যাপারে লজ্জা শরম তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। (মুসলিম-হাদীস : ৭৭৫)

ঋতুবতী নারী ছুটে যাওয়া সালাত কাযা করবে না, রোযা কাযা করবে

৭৯. عَنْ مُعَاذَةَ (رضى) اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ اَتَقْضِىْ اِحْدَانَا الصَّلاَةَ اَيَّامَ مَحِيْضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قَدْ كَانَتْ اِحْدَانَا تَحِيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ لاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ -

৭৯. মু'আযা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন একজন মহিলা এসে আয়েশাকে জিজ্ঞেস করল, ঋতুকালে আমাদের যে সালাত কাযা হয় তা কি আদায় করতে হবে? আয়েশা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হারুরার অধিবাসী? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে আমাদের মধ্যে কেউ ঋতুবতী হলে (সালাত ছেড়ে দিত) কিন্তু পরে তাকে তা কাযা করার হুকুম দেয়া হতো না। (মুসলিম-হাদীস : ৭৮৭)

٨٠. عَنْ مُعَاذَةَ (رضى) قَالَتْ سَاَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُوْرِيَّةٍ وَلٰكِنِّىْ اَسْاَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيْبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

৮০. মুআযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদিন আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতী মহিলা তার রোযার কাযা করবে অথচ তাকে সালাত কাযা করতে হবে না এটা কেমন কথা। একথা শুনে আয়েশা (রা) বললেন, তুমি কি হারুরীয়ার অধিবাসীণী? মুআযা বলেন, আমি বললাম, না আমি হারুরীয়ার অধিবাসিণী নই। বরং আমি শুধু ব্যাপারটি জানতে চাচ্ছি। আয়েশা (রা) বললেন, নবী করীম ﷺ-এর সময়ে আমরা ঐ অবস্থায় পতিত হলে আমাদেরকে রোযা কাযা করার হুকুম দেয়া হতো কিন্তু সালাত কাযা আদায়ের জন্য আদেশ করা হতো না। (মুসলিম-হাদীস : ৭৮৯)

٨١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّىْ.

৮১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, ঋতু আসলে সালাত ছেড়ে দেবে এবং ঋতু চলে গেলে শরীর হতে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় করবে। (বুখারী-হাদীস : ৩৩১)

ঋতু গোসলের নিয়ম-মাথার চুল খোলা ও আঁচড়ানো

٨٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ امْرَاَةً مِّنَ الاَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيْضِ قَالَ خُذِىْ فِرْصَةً مُّمَسَّكَةً وَتَوَضِّىْ ثَلاَثًا ثُمَّ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَحْىٰ

فَاَعْرَضَ بِوَجْهِهٖ وَقَالَ تَوَضِّئِىْ بِهَا فَاَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَاَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيْدُ النَّبِىُّ ﷺ ـ

৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার গোত্রের একজন স্ত্রীলোক নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, আমি কীভাবে ঋতুর গোসল করব? তিনি জবাবে তিনবার বললেন, কস্তুরী মিশ্রিত এক টুকরো কাপড় নাও এবং পাক পবিত্র হও। অতপর নবী করীম ﷺ (খোলাখুলি বলতে) লজ্জাবোধ করলেন। তিনি নিজের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন অথবা বললেন, তা দিয়ে পরিচ্ছন্ন হও। (এ অবস্থা দেখে) আমি তাকে নিজের দিকে টেনে আনলাম এবং তাকে নবী করীম ﷺ-এর উদ্দেশ্য ভালোরূপে বুঝিয়ে দিলাম।

(বুখারী-হাদীস : ৩১৫)

٨٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلْ فَاِنِّىْ لَوْلاَ اَنِّىْ اَهْدَيْتُ لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَاَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ وَاَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ وَكُنْتُ اَنَا مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَاَدْرَكَنِىْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ دَعِىْ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِىْ رَاْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّىْ بِحَجٍّ فَفَعَلْتُ حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ اَرْسَلَ مَعِىْ اَخِىْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ فَخَرَجْتُ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِىْ قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلاَصَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةٌ ـ

৮৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা দেয়ার কাছাকাছি সময় (পাঁচ দিন পূর্বে) মদীনা থেকে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি উমরায় ইহরাম বাঁধতে ইচ্ছা পোষণ করে, সে উমরার ইহরাম বাঁধবে। আমি যদি কুরবানীর পশু সঙ্গে করে না আনতাম, তাহলে আমি উমরার ইহরাম বাঁধতাম। ফলে কেউ কেউ উমরার এবং কেউ

কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম এবং আরাফার দিন আমার মাসিক দেখা দিল।

আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন, তুমি উমরা ত্যাগ কর, মাথার বেনী খুলে ফেল, চুল আঁচড়াও এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধ। আমি সেরূপ করলাম। তারপর হাসবার রাতে তিনি আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে আমার সাথে পাঠালেন এবং মাকামে তানয়ীমে গিয়ে আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম, যে উমরার ইহরাম আমি ইতোপূর্বে বেঁধেছিলাম। হেশাম বলেন, এ কারণে কুরবানীর পশু কিংবা রোযা অথবা সদকা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি। (আহমদ-হাদীস : ২৫৬২৪)

ঋতুবতী নারীর চুলে কলপ (খেযাব) ব্যবহার

٨٤. عَنْ مُعَاذَةَ (رضى) اَنَّ اِمْرَاَةً سَاَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ.

৮৪. মুআযা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, ঋতুবতী নারী কি খেযাব লাগাতে পারে? তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট অবস্থানকালে খেযাব লাগাতাম। তিনি আমাদের তা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেননি। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ৬৫৬)

ঋতুবতী নারীর হজ্ব ও উমরাহ

٨٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ وَمَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَاَهْدَى فَلاَ يُحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قَالَ فَحِضْتُ فَلَمْ اَزَلْ حَائِضًا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ اُهْلِلْ اِلاَّ بِعُمْرَةٍ فَاَمَرَنِى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ اَنْقُضَ رَاْسِىْ وَاَمْتَشِطَ وَاُهِلَّ بِالْحَجِّ وَاَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ حَتّٰى

قَضَيْتُ حَجَّتِي قَضَيْنَا فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ -

৮৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে নবী করীম ﷺ-এর সাথে মদীনা হতে বের হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ উমরার ও কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধল। আমরা মক্কা এসে পৌছলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং কুরবানীর পশু সাথে আনেনি তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আর যারা উমরার ইহরাম বেধেছে ও কুরবানীর পশু সাথে করে এনেছে, তারা যেন কুরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম না খোলে।

উপরন্তু যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে, তারা যেন হজ্জ সম্পূর্ণ করে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ঋতুবতী হলাম এবং আরাফার দিন পর্যন্ত আমার ঋতুস্রাব চলতে থাকল। আমি কেবল উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। নবী করীম ﷺ আমাকে মাথার বেনী খেলার, চুল আঁচড়াবার, হজ্জের ইহরাম বাঁধার এবং উমরা ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম।

এমনকি আমার হজ্জ সমাধা করলাম। তারপর তিনি আমার সাথে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে পাঠালেন এবং হুকুম দিলেন, তিনি যেন আমাকে মাকামে তানয়ীম থেকে বদলী উমরা করার ব্যবস্থা করেন। (বুখারী-হাদীস : ৩১৯)

ইস্তিহাযা বা রক্তপ্রদর রোগগ্রস্তা নারীর গোসল ও সালাত

٨٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ إِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيْثِهِ وَقَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ -

৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুবাইশের কন্যা ফাতিমা (রা) নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন ইস্তিহাযার রোগিনী, কখনও পবিত্র হই না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? তিনি বললেন, "না, এটা একটা শিরার রক্ত, হায়েয নয়।

যখন তোমার হায়েয শুরু হবে, সালাত ছেড়ে দেবে। যখন হায়েযের সময়সীমা শেষ হবে, তোমার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলবে (গোসল করে নেবে) এবং সালাত পড়বে।" আবূ মুআবিয়া তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, তিনি (মহানবী) বললেন, (হায়েযের মুদ্দত শেষ হওয়ার পর) প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু কর (সালাত পড়), যতক্ষণ পরবর্তী (হায়েযের) সময় না আসে। (তিরমিযী-হাদীস : ২২৮)

ব্যাখ্যা : আবূ ঈসা বলেন, আয়েশা (রা)-এর এই মত। হাদীসটি হাসান এবং সহীহ্। এ প্রসঙ্গে উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। মহানবী ﷺ-এর একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা এবং তাবিঈনের এই মত। যেমন সুফিয়ান সাওরী, মালিক, ইবনুল মুবারক ও শাফিঈ বলেন, ইসতিহাযার রোগিণী হায়েযের সময়সীমা অতিক্রম হলে গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য (নতুন করে) অযু করবে।

٨٧. عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي .

৮৭. আদী ইবনে সাবিত (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিহাযার রোগিণী সম্পর্কে ইরশাদ করেন, যে কয়দিন সে নিয়মিত ঋতুবতী থাকবে ততদিন সালাত ছেড়ে দেবে; অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের সময় নতুন করে অযু করবে এবং রোযা রাখবে ও সালাত আদায় করবে। (তিরমিযী-হাদীস : ১২৬)

ব্যাখ্যা : ইমাম আহমদ ও ইসহাক বলেন, যদি ইস্তিহাযার রোগিণী প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করে তাহেল এটা উত্তম। আর যদি শুধু অযু করে নেয় তবে তাও জায়েয। সে যদি এক গোসলে দুই ওয়াক্ত সালাত পড়ে তবে তাও যথেষ্ট (অর্থাৎ এক গোসলে যোহর-আসর, দ্বিতীয় গোসলে মাগরিব-এশা এবং তৃতীয় গোসলে ফজরের সালাত পড়)।

٨٨. حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا قَدْ

مَنَعَتْنِى الصِّيَامَ وَالصَّلاَةَ قَالَ اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَانَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَاَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِى قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِى ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ سَاَمُرُكِ بِاَمْرَيْنِ اَيُّهُمَا صَنَعْتِ اَجْزَاَ عَنْكِ فَاِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ رَكْضَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِى سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ ثُمَّ اغْتَسِلِى فَاِذَا رَاَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنَقَاْتِ فَصَلِّى اَرْبَعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ ثَلاَثًاوَّ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَاَيَّامِهَا وَصُوْمِى وَصَلِّى فَاِنَّ ذٰلِكَ يُجْزِاُكِ وَكَذٰلِكَ فَافْعَلِى كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءَ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ فَاِنْ قَوِيْتِ عَلَى اَنْ تُؤَخِّرِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِى وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّيْنَ وَكَذٰلِكَ فَافْعَلِى وَصُوْمِى اِنْ قَوِيْتِ عَلَى ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ .

৮৮. হামনা বিনতে জাহ্‌শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গুরুতরভাবে ও অত্যধিক পরিমাণে ইসতিহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। আমি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এর হুকুম জানতে চাইলাম এবং ব্যাপারটা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। আমি আমার বোন যয়নব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে তাঁর সাক্ষাত পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমি গুরুতররূপে ও অত্যধিক পরিমাণে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? এটা আমাকে রোযা-সালাতে বাধা দিচ্ছে।

তিনি বললেন, আমি তোমাকে তুলা ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছি; এটা রক্ত শোষণ করবে। তিনি (হামনা) বলেন, এটা তদপেক্ষাও বেশি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি (নির্দিষ্ট স্থানে কাপড়ের) লাগাম বেঁধে নাও। তিনি (হামনা) বললেন, এটা তদপেক্ষাও বেশি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কাপড়ের পট্টি বেঁধে নাও। তিনি বললেন, এটা আরো অধিক গুরুতর, আমি পানি প্রবাহের মতো রক্তক্ষরণ করি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে দু'টো নির্দেশ দিচ্ছি, এর মধ্যে যেটাই তুমি অনুসরণ করবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

আর যদি তুমি উভয়টিই করতে সক্ষম হও তাহলে তুমিই অধিক জান (কোনটি অনুসরণ করবে)। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, এটা শয়তানের একটা আঘাত ছাড়া আর কিছু নয় (অতএব চিন্তার কোনো কারণ নেই)।

এক. তুমি হায়েযের সময়সীমা ছয় দিন অথবা সাত দিন ধরবে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। অতঃপর তুমি গোসল করবে। তুমি যখন মনে করবে যে, তুমি পবিত্র হয়ে গেছ তখন (মাসের অবশিষ্ট) চব্বিশ দিন অথবা তেইশ দিন সালাত আদায় করবে এবং রোযা রাখবে। এটা তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি প্রতি মাসে এরূপ করবে, যেভাবে অন্য মেয়েরা তাদের হায়েযের সময়ে এবং তোহরের (পবিত্রতার) সময়ে নিজেদের হায়েযের সময়সীমা ও তোহরের সময়সীমা গণনা করে থাকে।

দুই. যদি তুমি যোহরের সালাত বিলম্ব করতে এবং আসরের সালাত এগিয়ে আনতে সক্ষম হও তবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করে যোহর ও আসর উভয় সালাত একত্রে আদায় করে নাও। এভাবে মাগরিবের সালাত বিলম্ব করতে এবং এশার সালাত এগিয়ে আনতে সক্ষম হলে এবং গোসল করে উভয় সালাত একত্রে পড়তে পারলে সেটাই করবে। তুমি যদি ফজরের সালাতের জন্যও গোসল করতে সক্ষম হও তবে তাই করবে এবং রোযাও রাখবে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দু'টি বিকল্প নির্দেশের মধ্যে শেষোক্তটিই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

ব্যাখ্যা : ইমাম আহমদ ও ইসহাক বলেন, যদি ইস্তিহাযার রোগিণী হায়েযের শুরু এবং শেষ বুঝতে পারে, তবে রক্তস্রাব যখন আরম্ভ হয় তখন তার রঙ হয় কালো এবং শেষে দিকে তা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এ ধরনের মহিলাদের জন্য ফাতিমা বিনতে জাহশ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের নির্দেশ প্রযোজ্য।

পূর্বে নিয়মিত ঋতুস্রাব হয়েছে এবং পরে ইস্তিহাযার রোগ দেখা দিয়েছে এরূপ মহিলার কর্তব্য হচ্ছে, হায়েযের নির্দিষ্ট দিন কয়টির সালাত ছেড়ে দেবে; অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য পৃথকভাবে অযু করে সালাত আদায় করবে। কোনো মহিলার যদি রক্তস্রাব হতে থাকে এবং পূর্ব থেকেই কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বা অভ্যাসও না থাকে যে, কত দিন হায়েয হয়; এরূপ মহিলার ক্ষেত্রে হামনা বিনতে জাহ্‌শ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের হুকুম প্রযোজ্য।

ইমাম শাফিঈ বলেন, ইস্তিহাযা রোগিণীর যদি প্রথম হায়েয হয়ে থাকে এবং তা পনের দিন অথবা তার কম সময়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার এ দিনগুলো হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে। এ কয়দিন সে সালাত পড়বে না। পনের দিনের পরও যদি রক্তস্রাব চলতে থাকে তবে (উক্ত পনের দিনের মধ্যে) চৌদ্দ দিনের সালাত কাযা হিসেবে আদায় করবে এবং এক দিনের সালাত ছেড়ে দিবে। কেননা (ইমাম শাফিঈর মতে) হায়েযের নিম্নতম মুদ্দত এক দিন।

আবূ ঈসা বলেন, হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মুদ্দত নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেছেন, হায়েযের সর্বনিম্ন সীমা তিন দিন এবং সর্বোচ্চ সীমা দশ দিন। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীগণ (ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ) এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ইবনুল মুবারক এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। অপর এক দল মনীষী, যাদের মধ্যে আতা ইবনে আবূ বরাহ্‌ও রয়েছেন, তারা বলেছেন, হায়েযের নিম্নতম মুদ্দত একদিন একরাত এবং সর্বোচ্চ মুদ্দত পনের দিন (ও রাত)। ইমাম আওযাঈ, মালিক, শাফিঈ, আহমদ-হাদীস : ২৭৫১৪, ইসহাক ও আবূ উবাইদ এ মত ব্যক্ত করেছেন।

৯৯. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ الَّتِيْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا امْكُثِيْ قَدْرَ مَاكَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْسِلِيْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔

৮৯. নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফের স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তার রক্তপ্রদরের অসুবিধার কথা জানালেন। তিনি তাকে বললেন : তুমি তোমার মাসিক ঋতুর মেয়াদ পরিমাণ অপেক্ষা করো (অর্থাৎ) এই সময়ে সালাত পড়বে না। এই সময় অতিক্রান্ত হলে তুমি গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে। তাই তিনি প্রত্যেক সালাতের সময়ই গোসল করতেন। (মুসলিম-হাদীস : ৭৮৬)

٩٠. عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ (رضى) أَنَّهَا اسْتُحِيْضَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّىْ اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُّنْكَرَةً شَدِيْدَةً قَالَ لَهَا احْتَشِىْ كُرْسُفًا قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ إِنِّىْ أَثُجُّ ثَجًّا قَالَ تَلَجَّمِىْ وَتَحَيَّضِىْ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ غُسْلاً فَصَلِّىْ وَصُوْمِىْ ثَلاَثَةً وَّعِشْرِيْنَ أَوْ أَرْبَعَةً وَّعِشْرِيْنَ وَأَخِّرِى الظُّهْرَ وَقَدِّمِى الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِىْ لَهُمَا غُسْلاً وَأَخِّرِى الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِى الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِىْ لَهُمَا غُسْلاً وَهٰذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَىَّ .

৯০. হামনা বিনতে জাহশ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তার ইস্তিহাযা শুরু হলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমার প্রচুর পরিমাণে হায়েযের রক্ত আসে। তিনি তাকে বললেন, তুমি তুলার পট্টি ব্যবহার করো। হামনা (রা) তাকে বলেন, তা অত্যধিক। আমার সারাক্ষণই স্রাব হতে থাকে।

তিনি বললেন : তাহলে স্রাব নির্গত স্থানে কাপড়ের পট্টি বাঁধো এবং প্রতি মাসের ছয় বা সাত দিন হায়েযের মেয়াদ গণ্য কারো, যোহরের সালাত বিলম্বে ওয়াক্তের শেষ দিকে) ও আসরের সালাত জলদি (ওয়াক্তের প্রথমভাগে) পড় এবং এই সালাতদ্বয়ের জন্য একবার গোসল কর। অনুরূপভাবে মাগরিবের সালাত বিলম্বে ও এশার সালাত জলদি পড় এবং এই দুই সালাতের জন্য একবার গোসল কর। এই পন্থা আমর নিকট অধিকতর প্রিয়। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ৬২৭)

নেফাস ও নেফাসের সময়কাল

٩١. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَجْلِسُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِىْ وُجُوْهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ.

৯১. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নিফাসগ্রস্ত নারীরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। আমরা তখন আমাদের মুখমণ্ডলে ওয়ারস ঘাস থেকে নিসৃত হলদে বর্ণের রস কলপ হিসাবে ব্যবহার করতাম। (ইবনে মাজাহ–হাদীস : ৬৪৮)

٩٢. عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اِلاَّ اَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذٰلِكَ.

৯২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিফাসগ্রস্ত নারীদের নিফাসকাল চল্লিশ দিন নির্ধারণ করতেন। এই মেয়াদের আগেই কেউ পবিত্র হলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : 'নিফাস' সেই রক্তকে বলা হয়, যা সন্তান প্রসবের পর মেয়েদের বিশেষ অঙ্গ থেকে নির্গত হয়। সুতরাং কোনো মহিলা যদি সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান বের করে নেয় এবং তার বিশেষ অঙ্গ দিয়ে রক্ত আসে তবে সে নুফাসা (نُفَسَاءُ) বলে গণ্য হবে। নিফাসের রক্ত সংক্রান্ত বিধানও তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। অবশ্য সন্তান এভাবে প্রসব হলেও ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে।

কোনো মহিলার যদি গর্ভপাত হয়, তবে প্রসবকৃত সন্তানের মধ্যে যদি স্পষ্ট মানবাকৃতি দেখা যায়, আঙ্গুল, নখ এবং চুল গজিয়ে থাকে, তবে সেটা সন্তান বা মানব শিশু বলে গণ্য হবে এবং এরূপ গর্ভপাতের পর নির্গত রক্ত নিফাস বলে গণ্য হবে। কিন্তু তাতে যদি মানবাকৃতি পরিস্ফুট না হয়ে থাকে, যদি কেবল রক্তের পিণ্ড কিংবা মাংসপিণ্ড হয়ে থাকে, তবে এরূপ গর্ভপাতের পর রক্ত দেখা দিলে তাকে হায়েয বলা যেতে পারে।

নেফাস বিশিষ্ট মৃত নারীদের জানাযার সালাত

٩٣. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضى) اَنَّ اِمْرَاَةً مَاتَتْ فِىْ بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَامَ وَسَطَهَا .

৯৩. সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন স্ত্রীলোক পেটের রোগে (সন্তান প্রসবের কারণে) মারা যায়। নবী ﷺ তার শরীরের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়ান। (বুখারী-হাদীস : ৩৩২)

তায়াম্মুমের নির্দেশ

٩٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ اِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِّىْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ فَاَتَى النَّاسُ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا اَلاَ تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ

مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِيْ قَدْ نَامَ فَقَالَ جَلَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِيْ أَبُوْبَكْرٍ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَّقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِيْ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ فَلَا يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فَخِذِيْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا فَقَالَ أُسَيْدُ ابْنُ الْحُضَيْرِ مَاهِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ ـ

৯৪. নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে কোনো এক সফরে বের হই। বাইদা অথবা যাতুল-জাইশ নামক স্থানে এসে আমার গলার হার ছিঁড়ে পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হারের তালাশে অবস্থান করলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে রয়ে গেল। সেখানে পানি ছিল না। লোকেরা আবু বকরের কাছে এসে বলল, আয়েশা কী করেছেন, দেখছেন না? রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদের এমন এক জায়গায় আটকে দিয়েছেন, যেখানে পানি নেই এবং লোকদেরকে সাথেও পানি নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন, এমন সময় সেখানে আবু বকর আসলেন এবং বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদের এমন এক জায়গায় আটকে রেখেছ, যেখানে পানি নেই এবং লোকদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন, আবু বকর আমাকে তিরস্কার করলেন এবং এতোকিছু বললেন, যা আল্লাহ চান।

এমনকি তার হাত দ্বারা আমার কোমরে খোঁচা মারতে লাগলেন। কিন্তু আমার উরুর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা থাকায় আমি সরতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি না থাকা অবস্থায় তখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন মহা মহিম আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। সবাই তায়াম্মুম করল। উসাইদ ইবনে হুযাইর বললেন, হে আবু বকরের পরিবার, এটিই কি

তোমাদের প্রথম বরকত নয়? অতঃপর আমি যে উটের উপর ছিলাম সেটি উঠে দাঁড়ালে তার নিচে হারটি পেলাম। (বুখারী-হাদীস : ৩৩৪)

٩٥. عَنْ عَمَّارٍ (رضى) اَنَّهُ قَالَ ضَرَبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ـ

৯৫. আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর হাত মাটিতে মেরে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করেছিলেন। (বুখারী-হাদীস : ৩৪৩)

٩٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ فِىْ كِتَابِهِ حِيْنَ ذَكَرَ الْوُضُوْءَ (فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ) وَقَالَ فِى التَّيَمُّمِ (فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ) وَقَالَ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا) فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِى الْقَطْعِ الْكَفَّيْنِ اِنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ يَعْنِى التَّيَمُّمَ ـ

৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, অযুর বিধান উল্লেখপূর্বক আল্লাহ তাআলা তাঁর মহান কিতাবে বলেছেন, "তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর"– (সূরা মায়িদা : ৬)। তিনি তায়াম্মুম সম্পর্কে বলেছেন, "(মাটির ওপর হাত মেরে তা দিয়ে) নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করে নাও"– (সূরা মায়িদা : ৬)। তিনি (চোরের শাস্তি সম্পর্কে) বলেছেন, "চোর পুরুষ হোক আর নারী– উভয়ের হাত কেটে দাও"– (সূরা মায়িদা : ৩৮)। অতএব চোরের হাত কাটার সুন্নাত তরীকা হল 'হাতের কব্জি পর্যন্ত কাটা।' এ থেকে জানা গেল হাত বলতে হাতের কব্জি পর্যন্তও বুঝায়। এজন্য তায়াম্মুমে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। (তিরমিযী-হাদীস : ১৪৫)

কাপড় পড়ে সালাত পড়া ফরয-তা এক কাপড়ে হলেও

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ "তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সৌন্দর্য লাভ (অর্থাৎ পোশাক পরিধান ও সাজসজ্জা)

কর" (সূরা আ'রাফ : ৩১)। আর একটি মাত্র কাপড় পরে সালাত পড়া জায়েয। সালামা ইবনে আ'কওয়া থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা) বলেছেন, তোমার তহবন্দটি কাঁটা দিয়ে হলেও সেলাই করে নিও। যে কাপড় পরে স্ত্রী-সহবাস করা হয়েছে, তা পরে সালাত পড়া জায়েয, যদি তাতে নাপাকি না দেখা যায়। নবী (সা) উলঙ্গ ব্যক্তিকে কাবাগৃহে প্রদক্ষিণ করতে নিষেধ করেছেন।

৯৭. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ قَالَتْ اِمْرَأَةٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

৯৭. উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমাদের ঈদের দিন আদেশ দেয়া হতো যে, আমরা যেন ঋতুবতী নারী ও পর্দানশীল মহিলাদেরকে বাইরে নিয়ে আসি, যাতে তারা মুসলমানদের মজলিস ও দু'আয় শরীক হতে পারে। কিন্তু ঋতুবতী নারীরা নামায থেকে দূরে থাকতো, একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে যার ওড়না নেই সে কি করবে? তিনি জবাবে বললেন, তার সাথীর উচিত তাকে ওড়না ধার দেওয়া।

(বুখারী-হাদীস : ৩৫১)

৯৮. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (رضى) قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِىْ اِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوْعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّىْ فِىْ اِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ اِنَّمَا صَنَعْتُ ذٰلِكَ لِيَرَانِىْ اَحْمَقُ مِثْلَكَ وَاَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৯৮. মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জাবির নিজের পিঠে তহবন্দ বেঁধে সালাত পড়েন। অথচ গিঁটের ওপর তাঁর কাপড় উঠেছিল। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি একই তহবন্দে সালাত আদায় করলেন? তিনি বললেন, আমি এরূপ এ জন্য করলাম, যাতে তোমার মত বেওকুফ জানতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমাদের কারো দুটো কাপড় ছিল না। (বুখারী-হাদীস : ৩৫২)

٩٩. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (رضى) قَالَ رَاَيْتُ جَابِرًا يُّصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَقَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ـ

৯৯. মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবিরকে একটি মাত্র কাপড় পরে সালাত পড়তে দেখেছি। তিনি (আরো) বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত পড়তে দেখেছি। (বুখারী-হাদীস : ৩৫৩)

١٠٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ اَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سَاَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ اِذَا وَسَّعَ اللّٰهُ فَاَوْسِعُوْا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلّٰى رَجُلٌ فِىْ اِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِىْ اِزَارٍ وَقَمِيْصٍ فِىْ اِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِىْ سَرَاوِيْلَ وَرِدَاءٍ فِىْ سَرَاوِيْلَ وَقَمِيْصٍ فِىْ سَرَاوِيْلَ وَقُبَاءٍ فِىْ تُبَّانٍ وَقُبَاءٍ فِىْ تُبَّانٍ وَّقَمِيْصٍ قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ فِىْ تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ ـ

১০০. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক দাঁড়াল এবং নবী ﷺ-এর এক কাপড়ে সালাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দুটো করে কাপড় আছে? তারপর একজন লোক উমরকে একই প্রশ্ন করল। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গতি দিলে, তোমরাও নিজেদের সঙ্গতি প্রকাশ কর। কেউ ইচ্ছা করলে একাধিক কাপড় পরতে পারে। যেমন একজন লোক লুঙ্গি ও চাদর, লুঙ্গি ও জামা, লুঙ্গি ও কুবা, পায়জামা ও চাদর, পায়জামা ও জামা, পায়জামা ও কুবা, তুব্বান ও কুবা, তুব্বান ও জামা একসঙ্গে পরে সালাত পড়তে পারে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার মনে হয় উমর (রা) এও বলেছেন, তুব্বান ও চাদর। (বুখারী-হাদীস : ৩৬৫)

١٠١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَايَلْبِسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لاَ يَلْبِسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ

وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ـ

১০১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, মোহরেম (যে ব্যক্তি ইহরাম বেঁধেছে) কি পরবে? তিনি জবাবে বললেন, জামা, পায়জামা, বোরকা এবং এমন কাপড় যাতে যা'ফরান বা গোলাপের রং মেশান হয়েছে তা পরবে না। আর জুতা না পেলে মোজা কেটে পরবে, যাতে তা গোড়ালীর নীচে আসে। (বুখারী-হাদীস : ৩৬৬)

١٠٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِىْ مُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ اِلٰى بُيُوْتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ ـ

১০২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায পড়তেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছু সংখ্যক মুসলিম মহিলা শরীরে চাদর জড়িয়ে সালাতে শরীক হতো। তারা এত অন্ধকার থাকতে সালাত থেকে বাড়ী ফিরত যে কেউ তাদেরকে চিনতে পারতো না। (বুখারী-হাদীস : ৩৭২)

ছবিযুক্ত কাপড় পড়ে সালাত পড়া নিষেধ

١٠٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ خَمِيْصَةٍ لَّهَا اَعْلاَمٌ فَنَظَرَ اِلٰى اَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هٰذِهِ اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ وَأْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةِ اَبِىْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِىْ اٰنِفًا عَنْ صَلاَتِىْ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُنْتُ اَنْظُرُ اِلٰى عَلَمِهَا وَاَنَا فِى الصَّلٰوةِ فَاَخَافُ اَنْ يُّفْتِنَنِىْ ـ

১০৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একদা একটি নকশা খঁচিত চাদরে সালাত আদায় করলেন। একবার নকশার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি সালাত শেষ করে বললেন, এ চাদরটি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার থেকে

নকশাবিহীন চাদরটি নিয়ে এস। কেননা চাদরটি এইমাত্র আমাকে সালাত থেকে অমনোযোগী করেছিল। হিশাম তার পিতার মাধ্যমে 'আয়েশা থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি সালাতের মধ্যে চাদরটির নকশার প্রতি তাকাচ্ছিলাম এবং আমার ভয় হচ্ছিল এটি আমাকে ফেতনায় ফেলে না দেয়।
(বুখারী-হাদীস : ৩৭৩)

١٠٤. عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمِيْطِيْ عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ فِيْ صَلاَتِيْ.

১০৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশার একটি চাদর ছিল। সেটি দিয়ে তিনি ঘরের এক দিকে পর্দা করেছিলেন। নবী ﷺ একদিন বললেন, তোমার এ চাদরটি সরিয়ে ফেল। কেননা সালাতের সময় এর নকশাগুলো সর্বদা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে।' (বুখারী-হাদীস : ৩৭৪)

সালাতরত অবস্থায় স্বামীর কাপড় ও দেহ স্ত্রীর দেহে লাগা

١٠٥. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَأَنَا حِذَائَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ.

১০৫. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করতেন এবং আমি ঋতু অবস্থায় তাঁর বরাবর বসে থাকতাম। কখনো কখনো সিজদার সময় তাঁর কাপড় আমার দেহ স্পর্শ করত, অথচ তিনি জায়নামাযে সালাতরত থাকতেন। (বুখারী-হাদীস : ৩৭৯)

١٠٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلاَيَ فِيْ قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ.

১০৬. নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ঘুমাতাম এবং আমার পা দুটি তাঁর কিবলার দিকে (সিজদার জায়গায়) থাকতো। তিনি সিজদার সময় আমাকে টিপতেন। আমি আমার পা দু'টি গুটিয়ে নিতাম, তিনি দাঁড়ালে আমি পা দুটি প্রসারিত করতাম। তিনি (আয়েশা) বলেন, সে সময় ঘরে বাতি ছিল না। (বুখারী-হাদীস : ৩৮২)

١٠٧. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ وَاَنَافِىْ جَنْبِهِ نَائِمَةٌ فَاِذَا سَجَدَ اَصَابَنِىْ ثَوْبُهُ وَاَنَا حَائِضٌ۔

১০৭. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাত পড়তেন। অথচ তাঁর পাশে (বরাবর) ঘুমিয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন, তাঁর কাপড় আমার শরীর স্পর্শ করত। আমি সে সময় ঋতুবতী ছিলাম। বুখারী-হা: ৫১৮

মসজিদে বিচার-আচার ও পুরুষ-নারীর মধ্যে লে'আন

١٠٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَاَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَلاَعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَاَنَا شَاهِدٌ۔

১০৮. সাহল ইবনে সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। একজন লোক বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! যদি কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে?" তারা দু'জনে (স্বামী-স্ত্রী) মসজিদে লে'আন করতে থাকতো এবং আমি (বর্ণনাকারী) তা প্রত্যক্ষ করলাম। (বুখারী-হাদীস : ৪২৩)

সালাতরত অবস্থায় ইমামকে সতর্ক করার পদ্ধতি

١٠٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ، زَادَ حَرْمَلَةُ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَدْ رَاَيْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُوْنَ وَيُشِيْرُوْنَ۔

১০৯. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং মহিলাদের জন্য তাসফীহ (তাসফীক)। হারমালা

তার বর্ণনায় আরো বলেছেন, ইবনে শিহাব বলেছেন, আমি কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ আলেমকে দেখেছি তারা তাসবীহ্ বলতেন এবং ইশারা করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : 'তাসবীহ্' শব্দের অর্থ আল্লাহর গুণগান এবং 'তাসফীহ্' ও তাসফীক' শব্দদ্বয়ের অর্থ হাততালি। নামাযের মধ্যে কোনো ব্যাপারে ইমামকে সতর্ক করতে হলে পুরুষ মুক্তাদীরা সশব্দে সুবহানাল্লাহ্ বলবে এবং মহিলা মুক্তাদীরা ডান হাতের তালু বাঁ হাতের পিঠের ওপর সশব্দে মারবে, অর্থাৎ তালি বাজাবে। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী এবং আহমদের এই মত। কিন্তু ইমাম মালিকের মতানুযায়ী মহিলা মুক্তাদীরাও সশব্দে সুবহানাল্লাহ্ বলবে। (৯৮২)

١١٠. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

১১০. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (ইমাম যখন নামাযে ভুল করে তখন সতর্ক করার জন্য) পুরুষ মুক্তাদীগণ সুবহানাল্লাহ্ বলবে এবং স্ত্রীলোকেরা 'হাততালি' দেবে। (তিরমিযী-হাদীস : ৩৬৯)

মহিলাদের মসজিদে যাবার অনুমতি

١١١. عَنْ سَالِمٍ (رضى) عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.

১১১. সালেম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো স্ত্রী তার স্বামীর কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে নিষেধ না করে। (মুসলিম-হাদীস : ১০১৬)

١١٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَمْنَعُوْا نِسَائَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.

১১২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদের বাধা দিও না। রাবী (সালেম) বলেন, বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দিব। রাবী (সালেম) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) তার দিকে ফিরে অকথ্য ভাষায় তাকে তিরষ্কার করলেন। আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করছি, আর তুমি বলছ, আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দেব। (মুসলিম-হাদীস : ১০১৭)

١١٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ.

১১৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর বাঁদীদের আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিও না। (মুসলিম-হাদীস : ১০১৮)

١١٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَمْنَعُوْا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لاَ نَدْعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً قَالَ فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ لاَ نَدْعُهُنَّ.

১১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহিলাদেরকে রাতের বেলা মসজিদে যেতে বাধা দিও না। আবদুল্লাহ ইবনে উমরের এক ছেলে (বিলাল) বলল, আমরা তাদেরকে বের হতে দেব না। কেননা লোকেরা এটাকে ফ্যাসাদের রূপ দেবে। রাবী বলেন, ইবনে উমর তার বুকে ঘুষি মেরে বললেন, আমি বলছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আর তুমি বলছ, আমরা তাদেরকে (বাইরে যেতে) ছেড়ে দেব না! (মুসলিম-হাদীস : ১০২০)

সুগন্ধি মেখে বের না হওয়া

١١٥. عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ (رضى) اَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

১১৫. বুসর ইবনে সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। সাকীফ গোত্রের যয়নাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের (মহিলাদের) কেউ যখন এশার সালাতে উপস্থিত হতে চায়, সে যেন ঐ রাতে সুগন্ধি ব্যবহার না করে।
(মুসলিম-হাদীস : ১০২৪)

١١٦. عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَتَمَسَّ طِيْبًا ـ

১১৬. আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে উপস্থিত হয়, সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে (আসে)। (মুসলিম-হাদীস : ১০২৫)

١١٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ـ

১১৭. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো স্ত্রীলোক সুগন্ধি দ্রব্যের ধোঁয়া গ্রহণ করল, সে যেন আমাদের সাথে এশার নামাযে উপস্থিত না হয়। (মুসলিম-হাদীস : ১০২৬)

পুরুষ ও নারী দু'ধরনের মুক্তাদী ইমামের সঙ্গে থাকলে

١١٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلِنُصَلِّ بِكُمْ قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَنَا قَدْ اِسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَالُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ـ

১১৮. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নানী মুলাইকা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরি করলেন। তিনি তা খেলেন, অতঃপর বললেন, উঠো, তোমাদের সাথে সালাত পড়ব।

আনাস (রা) বলেন, সালাত পড়ার জন্য আমি একটি কালো পুরোনো চাটাই নিলাম। এটাকে পরিষ্কার ও নরম করার জন্য পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর দাঁড়ালেন। আমি এবং ইয়াতীম (ছেলে)ও তার পেছনে দাঁড়ালাম। বুড়ো নানী আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের নিয়ে এভাবে দুই রাকআত নামায পড়ার পর চলে গেলেন। (তিরমিযী-হাদীস : ২৩৪)

ব্যাখ্যা : বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি ইমাম ছাড়া মুক্তাদীর সংখ্যা স্ত্রী মিলিয়ে দু'জন হয় তবে পুরুষ লোকটি ইমামের ডান পাশে এবং স্ত্রীলোকটি তাদের পেছনে দাঁড়াবে। কতিপয় আলেম এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে কোনো ব্যক্তি নামায পড়লে তার নামায জায়েয হবে। কেননা আনাস (রা) মহানবী ﷺ-এর পেছনে একা দাঁড়িয়েছিলেন।

যেসব বালক তার সাথে দাঁড়িয়েছিল তাদের ওপর তো সালাত ফরযই হয়নি। (তিরমিযী বলেন) কিন্তু এ দলীল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী। কেননা আনাসের সাথে বাচ্চাদের দাঁড় করানো এটাই প্রমাণ করে যে, মহানবী ﷺ বালকদের জন্যও সালাতের ব্যবস্থা করেছেন। অন্যথায় তিনি আনাসকে তাঁর ডান পাশেই দাঁড় করাতেন। মূসা ইবনে আনাস থেকে আনাসের সূত্রে বর্ণিত আছে।

তিনি (আনাস) মহানবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করলেন। তিনি তাকে নিজের ডান পাশে দাঁড় করালেন। এ হাদীসের দ্বারা এটাও প্রমাণ হয় যে, তাদের ঘরে বরকত নাযিল হওয়ার জন্য নবী ﷺ নফল নামায পড়েছিলেন। (এ হাদীস থেকে জামায়াতে নফল সালাত পড়া জায়েয প্রমাণিত হয়)।

রুকু ও সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে পিঠ সোজা রাখা

١١٩. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضى) قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاِذَا سَجَدَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

১১৯. বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের নিয়ম ছিল, যখন তিনি রুকু করতেন, যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন, যখন সিজদা করতেন এবং সিজদা থেকে মাথা তুলতেন তখন এ কাজগুলোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় সমানই হতো। (তিরমিযী-হাদীস : ২৭৯)

ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ রুকূতে যতক্ষণ থাকতেন, রুকূ থেকে উঠে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং প্রথম সিজদায় যতক্ষণ থাকতেন, পরবর্তী সিজদায় যাওয়ার পূর্বে ততক্ষণ বসতেন।

সালাত না পড়ে শুয়ে থাকা

١٢٠. عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) قَالَ ذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ صَلاَةً اَوْ نَامَ فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا ـ

১২০. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী ﷺ-এর কাছে 'নামাযের কথা ভুলে গিয়ে' ঘুমিয়ে থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, ঘুমন্ত ব্যক্তির কোনো অপরাধ নেই, জাগ্রত অবস্থায় দোষ হবে। যখন তোমাদের কেউ নামাযের কথা ভুলে যায় অথবা তা না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়ে নেবে। (তিরমিযী-হাদীস : ১৭৭)

ব্যাখ্যা : আবূ ঈসা বলেন, আবু কাতাদার হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। যদি কোনো ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমে অচেতন থাকে, অতঃপর এমন সময় তার নামাযের কথা স্মরণ হয় অথবা ঘুম ভাংগে যখন নামাযের ওয়াক্ত চলে গেছে, অথবা সূর্য উঠছে কিংবা ডুবছে– এরূপ অবস্থায় সে নামায পড়বে কি না, সে সম্পর্কে মনীষীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইসহাক, শাফিঈ এবং মালিক বলেছেন, এরূপ ক্ষেত্রে সে নামায পড়ে নেবে, চাই সেটা সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্ত যাওয়ার সময়ই হোক না কেন। অপর দলের (ইমাম আবূ হানীফার) মতে, সূর্যোদয় ও সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় সালাত আদায় করবে না, উদয় বা অস্ত সমাপ্ত হলেই সালাত পড়তে হবে।

সালাতের কথা ভুলে গেলে

١٢١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا ـ

১২১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত পড়ার কথা ভুলে গেছে সে যেন (নামাযের কথা) স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করে নেয়। (তিরমিযী-হাদীস : ১৭৮)

١٢٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي .

১২২. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী ﷺ] বলেছেন, কেউ কোনো সালাতের কথা ভুলে গেলে তা যখনই স্মরণ হবে তখন আদায় করে নেবে। উক্ত সালাতের এছাড়া আর কোনো কাফফারা নেই। কেননা আল্লাহ বলেছেন, "আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম কর।"
(বুখারী-হাদীস : ৫৯৭)

কাযা সালাতসমূহ ধারাবাহিকভাবে আদায় করা

١٢٣. عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ فَقَالَ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَنَزَلْنَا بَطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ .

১২৩. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় (একদিন সন্ধ্যায়) উমর (রা) কুরাইশ কাফেরদেরক গালি দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, তাদের কারণে সূর্যাস্তের পূর্বে আমি আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি। জাবির বলেন, পরে আমরা বাতহান নামক স্থানে গেলাম এবং নবী ﷺ সেখানে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করলেন। বুখারী-হা: ৫৯৮

١٢٤. عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللّٰهُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ .

১২৪. আবু উবাইদা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বললেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ

ﷺ-কে (যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত রেখে) চার ওয়াক্ত নামায থেকে বিরত রাখে। পরিশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় যখন কিছু রাত অতিবাহিত হল তখন তিনি বিলালকে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আযান দিলেন এবং ইক্বামত বললেন। তিনি (মহানবী) যোহরের সালাত পড়ালেন। অতঃপর বিলাল ইক্বামত দিলে তিনি আসরের সালাত পড়ালেন। অতঃপর বিলাল ইকামত দিলে তিনি মাগরিবের সালাত পড়ালেন। অতঃপর বিলাল ইকামত দিলে তিনি এশার সালাত পড়ালেন। (তিরমিযী-হাদীস : ১৭৯)

١٢٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاكِدْتُّ اُصَلِّى الْعَصْرَ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ اِنْ صَلَّيْتُهَا قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَتَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

১২৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। খন্দকের যুদ্ধের দিন উমর (রা) কুরাইশ কাফিরদের গালি দিতে দিতে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সূর্য ডুবে গেল অথচ আমি আসরের সালাত আদায়ের সুযোগ পেলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমিও তা পড়ার সুযোগ পাইনি। উমর (রা) বললেন, আমরা বাতহান নামক উপত্যকায় গিয়ে অবতরণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অযু করলেন, আমরাও অযু করলাম। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন (পড়ালেন), অতঃপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। (তিরমিযী-হাদীস : ১৮০)

সালাতে ভুল করলে সিজদায়ে সাহু

١٢٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّىْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لاَيَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার কাছে এসে তাকে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দেয়। এমনকি সে কয় রাকআত সালাত পড়লো তাও স্মরণ করতে পারে না। তোমাদের কারো এরূপ অবস্থা হতে দেখলে সে যেন বসে বসেই দুই (অতিরিক্ত) সিজদা করে নেয়। (মুসলিম-হাদীস : ১২৯৩)

ব্যাখ্যা : সালাতের মধ্যে ভুল করলে সিজদায়ে সাহু করতে হবে। তা এই হাদীস থেকে বুঝা যায়। সিজদায়ে সাহুতে দুটি সিজদা করতে হবে, তাও এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। সিজদা দুটি কখন করতে হবে তা এ হাদীসে বলা হয়নি। তবে সিজদায়ে সাহু সম্পর্কে এখানে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সহ অন্যান্য রাবী থেকে জানা যায় যে, সালাম ফেরানোর আগেই সিজদা দুটি করতে হবে।

١٢٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نُوْدِىَ بِالْاَذَانِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَ يَسْمَعَ الْاَذَانَ فَاِذَا قُضِىَ الْاَذَانُ اَقْبَلَ فَاِذَا ثُوِّبَ بِهَا اَدْبَرَ فَاِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ اَنْ يَّدْرِىَ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا لَمْ يَدْرِ اَحَدُكُمْ كَمْ صَلّٰى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

১২৭. আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সালাতের আযান শুরু হলে শয়তান পিঠ ফিরে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে এবং এত দূরে চলে যায় যে, আর আযান শুনতে পায় না। অতঃপর আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। কিন্তু যে সময় তাকবীর দেওয়া হয় তখন পুনরায় পিঠ ফিরে পালায়। কিন্তু তাকাবীর শেষ হলে আবার ফিরে আসে এবং মানুষের (মুসল্লী) মনে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে বলে, এই কথা এবং সেই কথা স্মরণ করো, যে-সব কথা কখনো তার স্মরণ করার নয়। অবশেষে সে (মুসল্লী) কত রাকাআত পড়লো তা স্মরণ করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় তোমরা কেউ যখন স্মরণ করতে পারবে না কত রাকা'আত পড়েছো তখন বসে বসেই দুটি সিজদা করবে। (মুসলিম-হাদীস : ১২৯৫)

١٢٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ (رضى) قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ثُمَّ سَلَّمَ ـ

১২৮. আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত পড়লেন। দ্বিতীয় রাক'আতে) তিনি না বসে উঠে দাঁড়ালে লোকজন সবাই তার সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালো। তিনি সালাত শেষ করলে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত প্রায় শেষ করলে) আমরা তার সালাম ফেরানোর অপেক্ষায় ছিলাম। এ সময় তিনি তাকবীর বললেন এবং সালাম ফেরানোর আগেই বসে বসে দুটি সিজদা করলেন। এরপর তিনি সালাম ফেরালেন। (মুসলিম-হাদীস : ১২৯৭)

١٢٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيِّ حَلِيْفِ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِىْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا اَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوْسِ ـ

১২৯. বনী 'আবদুল মুত্তালিব মিত্র আসাদ গোত্রের 'আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা আসাদী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন, একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাতে (দুই রাক'আতের পর) না বসেই দাঁড়িয়ে গেলেন। সালাত শেষ করে অর্থাৎ সালাতের শেষ পর্যায়ে তিনি সালাম ফেরানোর আগে ভুলে যাওয়া বৈঠকের পরিবর্তে বসে বসেই দুটি সিজদা করলেন এবং প্রতিটি সিজদাতেই তাকবীর বললেন। লোকজন সবাই তার সাথে সাথে সিজদা দুটি করলো। মুসলিম-হা: ১২৯৮

١٣٠. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّٰى ثَلَاثًا اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلٰى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ

سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ فَاِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهٗ صَلَاتَهٗ وَاِنْ كَانَ صَلّٰى اِتْمَامًا لِاَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِّلشَّيْطَانِ ـ

১৩০. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন রাক'আত পড়া হলো না চার রাকআত পড়া হলো– সালাতের মধ্যে তোমাদের কারো এরূপ সন্দেহ হলে সে যে কয় রাক'আত পড়েছে বলে নিশ্চিত হবে সেই কয় রাকা'আতকে ভিত্তি ধরে বাকী কাজ শেষ করবে। এরপর সালাম ফেরানোর আগেই দুটি সিজদা করবে। (এখন) সে যদি আগে পাঁচ রাক'আত পড়ে থাকে তাহলে এ দুই সিজদা দ্বারা তার সালাতের জোড়া পূর্ণ হয়ে (ছয় রাকআত হয়ে) যাবে। আর যদি তার সালাত চার রাকআত হয়ে থাকে তাহলে (এই) সিজদা দুটি শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের শামিল হবে। (মুসলিম-হাদীস : ১৩০০)

সালাতে কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা

১৩১. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ فَيَقْرَاُ سُوْرَةً فِيْهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهٗ حَتّٰى مَايَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهٖ ـ

১৩১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ (নামাযে) কুরআন মাজীদ পড়তেন। এ সময় তিনি এমন সব সূরাও পড়তেন যাতে সিজদার আয়াত আছে। তখন তিনি সিজদা করতেন, আমরাও তার সাথে সিজদা করতাম। এমনকি (এই সময়) আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তা কপাল স্থাপনের (সিজদা করার) জায়গাটুকু পর্যন্ত পেতো না। (মুসলিম-হাদীস : ১৩২৩)

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে কুরআন তিলাওয়াতের সময় কতকগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় সিজদা করতে হয়। ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে ও অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে এই সিজদা করা সুন্নাত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার (র) মতে এই সিজদা ওয়াজিব।

১৩২. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ رُبَّمَا قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا حَتّٰى اِزْدَحَمْنَا عِنْدَهٗ حَتّٰى مَايَجِدُ اَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيْهِ فِىْ غَيْرِ صَلَاةٍ ـ

১৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোনো সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করলে যখন তিনি সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখন আমাদের সাথে নিয়ে সিজদা করতেন। এই সময় খুব ভিড় বা জটলা হতো। এমনকি আমাদের অনেকেই (কপাল স্থাপন করে) সিজদা করার মত জায়গাটুকু পর্যন্ত পেতো না। আর এ অবস্থার সৃষ্টি হতো নামাযের বাইরেও। (মুসলিম-হাদীস : ১৩২৪)

তাহাজ্জুদ সালাতের ফযীলত

١٣٣. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمِ وَاَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ .

১৩৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযান মাসের সিয়ামের পর সর্বোৎকৃষ্ট সিয়াম হল আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা। ফরয সালাতের পর সর্বোৎকৃষ্ট সালাত হল রাতের (তাহাজ্জুদের) সালাত। (তিরমিযী-হাদীস : ২৮১২)

١٣٤. عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَالَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهٖ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلَا تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلَاتَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَايَنَامُ قَلْبِيْ .

১৩৪. আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের বৈশিষ্ট্য কি বা ধরণ কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে ও অন্যান্য সময়ে (রাতের বেলা)

এগার রাকআত সালাতের অধিক পড়তেন না। তিনি চার রাকআত করে মোট আট রাকআত পড়তেন। এর সৌন্দর্য এবং দৈর্য্য সম্পর্কে তুমি আমাকে আর প্রশ্ন কর না। অতঃপর তিনি তিন রাকআত সালাত পড়তেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর পড়ার পূর্বে ঘুমান? তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

(তিরমিযী-হাদীস : ৪৩৯)

ঘুমের কারণে অথবা ভুলে বিতরের সালাত ছুটে গেলে

١٣٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ .

১৩৫. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিতরের সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল অথবা তা পড়তে ভুলে গেল, সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে অথবা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তা পড়ে নেয়। (তিরমিযী-হাদীস : ৪৬৫)

١٣٦. عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ (رضى) عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ .

১৩৬. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি বিতরের সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে গেল সে যেন সকাল বেলা তা পড়ে নেয়।

(তিরমিযী-হাদীস : ৪৬৬)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস ইমাম আবূ হানীফার মতের সহায়ক। কেননা নবী ﷺ বিতর সালাত কাযা করার হুকুম দিয়েছেন।

সালাতুত্ তাসবীহ

١٣٧. عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَا عَمِّ اَلاَ اَصِلُكَ اَلاَ اَحْبُوكَ اَلاَ اَنْفَعُكَ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَا عَمِّ صَلِّ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ تَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ

الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَاِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً قَبْلَ اَنْ تَرْكَعَ ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِىَ ثَلاَثُ مِائَةٍ فِىْ اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللّٰهُ لَكَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَقُوْلَهَا فِىْ يَوْمٍ قَالَ اِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ اَنْ تَقُوْلَهَا فِىْ يَوْمٍ فَقُلْهَا فِىْ جُمُعَةٍ فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ اَنْ تَقُوْلَهَا فِىْ جُمُعَةٍ فَقُلْهَا فِىْ شَهْرٍ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ لَهُ حَتّٰى قَالَ فَقُلْهَا فِىْ سَنَةٍ .

১৩৭. আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস (রা)-কে বললেন, হে চাচা! আমি কি আপনার সাথে সদ্ব্যবহার করব না, আমি কি আপনাকে ভালবাসব না, আমি কি আপনার উপকার করব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন, হে চাচা! চার রাকআত সালাত পড়ুন, প্রতি রাক'আতে সূরা আল ফাতিহা ও এর সাথে একটি করে সূরা পাঠ করুন। কিরাআত পাঠ শেষ করে রুকু করার পূর্বে পনের বার বলুন, আল্লাহু আকবার ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।"

অতঃপর রুকুতে গিয়ে দশবার, রুকু থেকে মাথা তুলে দশবার, সিজদায় গিয়ে দশবার, সিজদা থেকে মাথা তুলে দশবার, পুনরায় সিজদায় গিয়ে দশবার, এবং সিজদা থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর পূর্বে দশবার এটা পাঠ করুন। এভাবে প্রতি রাক'আতে পঁচাত্তর বার পাঠ করা হবে, চার রাকআতে সর্বমোট তিনশো বার হবে। আপনার পাহাড় পরিমাণ গুনাহ হলেও আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দৈনিক এরূপ নামায পড়তে কে সক্ষম হবে? তিনি বললেন : প্রতিদিন পড়তে সক্ষম না হলে প্রতি শুক্রবারে (সপ্তাহে একবার) পড়ুন। যদি প্রতি জুমআয় পড়তে না পারেন তবে প্রতি মাসে পড়ুন। (রাবী বলেন), তিনি এভাবে বলতে বলতে শেষে বললেন, বছরে একবার পড়ে নিন।

(তিরমিযী-হাদীস : ৪৮২)

সালাতুল হাজাত– (প্রয়োজন পূরণের সালাত)

١٣٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفَى الْاَسْلَمِيِّ (رضى) قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلَى اللّٰهِ اَوْ اِلَى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّاْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ (لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ اَسْاَلُكَ اَلاَّ تَدَعَ لِىْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَهَمًّا فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا لِىْ) ثُمَّ يَسْاَلُ اللّٰهَ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَاشَاءَ فَاِنَّهُ يُقَدَّرُ.

১৩৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বের হয়ে এসে বলেন, আল্লাহর নিকট অথবা তাঁর কোনো মাখলুকের নিকট কারো কোন প্রয়োজন থাকলে, সে যেন অযু করে দুই রাকআত সালাত পড়ে, অতঃপর বলে: "পরম সহনশীল ও দয়ালু আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মহান আরশের রব আল্লাহ অতীব পবিত্র। সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি অবধারিত রহমত, অফুরন্ত ক্ষমা, সকল সদাচারের ভাণ্ডার এবং প্রতিটি পাপাচার থেকে নিরাপত্তা। আমি তোমার কাছে আরো প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দাও, আমার দুশ্চিন্তা দূর করে দাও, তোমার সন্তুষ্টিমূলক প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করে দাও।"

অতঃপর সে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য যা চাওয়ার আছে তা প্রার্থনা করবে। কারণ তা আল্লাহই নির্ধারিত করেন। (ইবনে মাজাহ-১৩৮৪)

মহিলাদের ঘরেই সালাত পড়া উত্তম

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইবনে খুযাইমা হযরত উম্মে হুমাইদ (রা) [আবু হুমাইদ (রা)-এর স্ত্রীর] থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী

কারীম (সা)-এর নিকট আরয করেছিলাম, "ওগো আল্লাহর রাসূল! আমার বড় স্বাদ আপনার পেছনে সালাত পড়ি!" তিনি জবাব দেন–

١٣٩. قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلاَةَ مَعِي وَصَلاَتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلاَتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلاَتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي مَسْجِدِي.

১৩৯. আমি জানি, আমার পেছনে [মসজিদের জামায়াতে] সালাত পড়ার বড় ইচ্ছে তোমার। কিন্তু তুমি ঘরের অভ্যন্তরীণ কক্ষে যে সালাত পড়বে, তা ঐ সালাতের চেয়ে উত্তম, যা পড়বে ঘরের ভেতরের উন্মুক্ত জায়গায়। ঘরের ভেতরে যে সালাত পড়বে, তা ঐ সালাতের চেয়ে উত্তম, যা পড়বে ঘরের আঙ্গিনায়। ঘরের আঙ্গিনায় যে সালাত পড়বে, তা ঐ সালাতের চেয়ে উত্তম, যা পড়বে আমার এই মসজিদে।" (আহমাদ-হাদীস : ২৭১৩৫)

বর্ণনাকারী বলেন, অত:পর উম্মে হুমাইদ (রা) নিজ ঘরে নিভৃততম কোণে নিজের সালাত আদায়ের স্থান নির্ধারণ করে নেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি ঐ স্থানেই সালাত আদায় করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে এবং তাবরাণী তার মু'জিমুল কবীর গ্রন্থে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা) বলেছেন–

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ.

"মহিলাদের সর্বোত্তম মসজিদ হলো তাদের ঘরের নিভৃততম কোণ।"

তাবরাণী তার মু'জিমুল আওসাত গ্রন্থে উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, "কোনো মহিলা তার ঘরের নিভৃততম কোণে যে সালাত পড়ে, তা ঐ সালাতের চেয়ে উত্তম যা পড়ে ঘরের খোলা জায়গায়। ঘরে যে সালাত পড়ে তা ঐ সালাতের চেয়ে উত্তম, যা পড়ে আঙ্গিনায়। আর ঘরের আঙ্গিনায় যে সালাত পড়ে তা ঐ সালাতের চেয়ে উত্তম যা পড়ে মহল্লার মসিজদে।"

সুনানে আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী কারীম (সা) বলেছেন–

لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

"তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করো না। কিন্তু ঘরে সালাত পড়াই তাদের জন্য উত্তম।"

তাবরাণী তার মু'জিমুল কবীর গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন,

"মহিলাদের সমস্ত সালাতের মধ্যে ঐ সালাতই আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক পছন্দ করেন, যা তারা নিজ ঘরের নিভৃততম কোণে পড়ে।"

জামায়াতে মহিলাদের দাঁড়ানোর স্থান

١٤٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلٰى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

১৪০. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নানী মুলাইকা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরি করলেন। তিনি তা খেলেন, অতঃপর বললেন, উঠো, তোমাদের সাথে নামায পড়ব। আনাস (রা) বলেন, নামায পড়ার জন্য আমি একটি কালো পুরনো চাটাই নিলাম। এটাকে পরিষ্কার ও নরম করার জন্য পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর দাঁড়ালাম। আমি এবং ইয়াতীম (ছেলে)ও তার উপর তাঁর পেছনে দাঁড়ালেন। বুড়ো নানী আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের নিয়ে এভাবে দুই রাকআত সালাত আদায়ের পর চলে গেলেন। তিরমিযী-হাদীস : ২৩৪

ব্যাখ্যা : যদি ইমাম ছাড়া মুক্তাদীর সংখ্যা স্ত্রী মিলিয়ে দু'জন হয় তবে পুরুষ লোকটি ইমামের ডান পাশে এবং স্ত্রীলোকটি তাদের পেছনে দাঁড়াবে। কতিপয় আলেম ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে কোন ব্যক্তি নামায পড়লে তার নামায জায়েয হবে। কেননা আনাস (রা) মহানবী ﷺ-এর পেছনে একা দাঁড়িয়েছিলেন। যেসব বালক তার সাথে দাঁড়িয়েছিল তাদের ওপর তো নামায ফরযই হয়নি।

এ হাদীসের দ্বারা এটাও প্রমাণ হয় যে, তাদের ঘরে বরকত নাযিল হওয়ার জন্য নবী ﷺ নফল নামায পড়েছিলেন। (এ হাদীস থেকে জামাআতে নফল পড়া জায়েয প্রমাণিত হয়)।

মহিলাদের ইমামতী

পুরুষের উপস্থিতিতে মহিলার ইমামতী করা জায়েয নয়। কারণ নবী কারীম (সা) বলেছেন–

١٤١. لَاتَؤُمَّنَّ اِمْرَاَةٌ رَجُلاً ـ

১৪১. "কখনো কোন মহিলা পুরুষের ইমামতী করবে না" [ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১০৮১]

বুখারী, আহমদ ইবনে হাম্বল, তিরমিযী এবং নাসায়ী হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে এবং তাবরাণী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ প্রায় বলতেন–

١٤٢. لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً ـ

১৪২. "সেই জাতি কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে না যারা তাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব মহিলাদের ওপর অর্পণ করে।" (বুখারী-হাদীস : ৪৪২৫)

মহিলাদের ঈদের সালাত

١٤٣. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ اُمِرْنَا اَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ حَفْصَةَ زَادَتْ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلّٰى ـ

১৪৩. উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ঈদের উদ্দেশ্যে) আমাদেরকে সাবালিকা পর্দানশীল মেয়েদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হতো। হাফসা থেকে বর্ণিত অন্য কোন বর্ণনায় তিনি বাড়িয়ে বলেছেন যে, ঈদগায় ঋতুবতী মহিলাদেরকে পৃথক রাখা হত। (বুখারী-হাদীস : ৯৭৪)

١٤٤. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْاَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضَ فِى الْعِيْدَيْنِ فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلّٰى وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ

قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْتَعِرْهَا اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ـ

১৪৪. উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন কুমারী, তরুণী, প্রাপ্তবয়স্ক, পর্দানশীন এবং ঋতুবতী সব মহিলাদেরকে (সালাতের জন্য) বের হওয়ার (ঈদের মাঠে যাওয়ার) নির্দেশ দিতেন। ঋতুবতী মহিলারা সালাতের জামায়াত থেকে এক পাশে সরে থাকতো কিন্তু তারা মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হতো। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কোনো নারীর কাছে (শরীর ঢাকার মত) চাদর না থাকে? তিনি বললেন, তার (মুসলিম) বোন 'তার অতিরিক্ত চাদর তাকে ধার দেবে।

(সুনানুল কুবরা-হাদীস : ১৭৭১)

ব্যাখ্যা : আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

একদল মনীষী এ হাদীসের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অপর একদল মনীষী মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়া মাকরূহ বলেছেন। ইবনুল মুবারক বলেছেন, আজকাল মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়াকে আমি মাকরূহ মনে করি। যদি কোনো মহিলা ঈদের মাঠে যাওয়ার পীড়াপীড়ি করে, তবে তার স্বামী তাকে পুরাতন কাপড় পরিধান করে যাওয়ার অনুমতি দেবে, কিন্তু সাজসজ্জা করে বের হতে দেবে না।

যদি স্ত্রী এতে রাজী না হয় তবে স্বামী তাকে মাঠে যাওয়ার অনুমতি দেবে না। আয়েশা (রা) বলেছেন, বর্তমান মহিলারা যেরূপ বিদআতি সাজসজ্জা উদ্ভাবন করে নিয়েছে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো দেখতেন তবে তাদেরকে তিনি মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন, যেভাবে বনী ইসরাঈলের মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছিল (বুখারী ও মুসলিম)। সুফিয়ান সাওরীও মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়া মাকরূহ বলেছেন।

١٤٥. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ اُمِرْنَا تَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ اَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَاَمَرَ الْحُيَّضَ اَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ ـ

১৪৫. উম্মে আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নবী ﷺ আদেশ করেছেন, আমরা যেন পরিণত বয়স্কা মেয়েদেরকে ও পর্দানশীল মেয়েদেরকে ঈদের সালাতে বের করে দেই এবং তিনি ঋতুবতী নারীদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন মুসলমানদের মুসাল্লা থেকে কিছু দূরে থাকে।

(মুসলিম-হাদীস : ২০৯১)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে প্রাপ্তবয়স্কা ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশিষ্ট সাহাবী আবু বকর, আলী, ইবনে উমর (রা) মহিলাদের ঈদের জামায়াতে উপস্থিত হওয়া জায়েয বলেছেন। উরওয়া, কাসেম, ইয়াহইয়া (রা), ইমাম মালিক ও আবু ইউসুফ (রা) নাজায়েয ঘোষণা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রা) কখনও জায়েয কখনও নাজায়েয বলেছেন।

পরবর্তী অধিকাংশ আলেমদের মতে, আধুনিক যুগে মহিলাদের প্রকাশ্যে পুরুষদের এ ধরনের জামায়াতে উপস্থিত হওয়া উচিৎ নয়। কেননা বর্তমানে ফিৎনার সম্ভাবনা খুবই বেশি। ইসলামের প্রথম যুগে যেহেতু ফিৎনার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল তাই তখন অনুমতি ছিল। তবে আজকের যুগেও যদি মহিলাদের জন্য এমন আলাদা ব্যবস্থা থাকে যাতে তাদের পর্দা ক্ষুণ্ন না হয়, তাহলে অবশ্যই তা জায়েয।

١٤٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحٰى أَوْ فِطْرٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِىْ خُرْصَهَا وَتُلْقِىْ سِخَابَهَا.

১৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের দিন বের হলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। এর পূর্বে ও পরে কোনো সালাত পড়েননি। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট আসলেন। এ সময় তাঁর সাথে বিলাল (রা) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দান সদকা করার আদেশ করলেন। মহিলারা নিজ নিজ কানের রিং ও গলার হার বিলিয়ে দিতে লাগলেন। (মুসলিম-হাদীস : ২০৯৪)

জানাযায় মহিলাদের অংশগ্রহণ

١٤٧. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) أَنَّهَا قَالَتْ نُهِيْنَا عَنْ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا ـ

১৪৭. উম্মে আতীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে (মেয়েদেরকে) জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের ওপর কড়াকাড়ি করা হয়নি। (বুখারী-হাদীস : ১২১৯)

١٤٨. عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا نِسْوَةٌ جُلُوْسٌ فَقَالَ مَا يُجْلِسُكُنَّ قُلْنَ نَنْتَظِرُ الْجَنَازَةَ قَالَ هَلْ تَغْسِلْنَ قُلْنَ لاَ قَالَ هَلْ تَحْمِلْنَ قُلْنَ لاَ قَالَ هَلْ تُدْلِيْنَ فِيْمَنْ يُدْلِيْ قُلْنَ لاَ قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُوْرَاتٍ غَيْرَ مَأْجُوْرَاتٍ ـ

১৪৮. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে এসে মহিলাদের বসা দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কেন বসে আছো? তারা বললেন, আমরা লাশের অপেক্ষা করছি। তিনি বলেন, তোমরা কি লাশের গোসল করাবে? তারা বললেন, না। তিনি বলেন, তোমরা কি লাশ বহন করবে? তারা বললেন, না। তিনি বলেন, যারা লাশ কবরে রাখবে তাদের সাথে তোমরাও কি লাশ কবরে রাখবে? তারা বললেন, না। তিনি বলেন, তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের গুনাহ ব্যতীত কোনো সওয়াব নেই। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৫৭৮)

ব্যাখ্যা : ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মতে জানাযায় মেয়েদের উপস্থিত হওয়া অনুচিত।

মহিলাদের কবর যিয়ারত

١٤٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِيْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ قَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّىْ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِىْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا اِنَّهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى ـ

১৪৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এমন একটি মেয়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে একটি কবরের কাছে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। সে (বিরক্তির সাথে) বলল, তুমি আমার নিকট থেকে সরে যাও, তুমি তো আর আমার মতো বিপদে পড়নি? অবশ্য সে মেয়েটি নবী ﷺ-কে চিনতো না, পরে তাকে বলা হল, তিনি তো ছিলেন নবী ﷺ। সে নবী ﷺ-এর দ্বারে উপস্থিত হল। সেখানে এসে কোন প্রহরী পেল না, ক্ষমার সুরে আরয করল, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। উত্তরে নবী ﷺ বললেন, প্রথম আঘাতে ধৈর্যধারণ করাই হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য। (বুখারী-হাদীস : ৭১৫৪)

١٥٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ.

১৫০. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিণীদের বদদোয়া করেছেন। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৫৭৬)

١٥١. عَنْ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ (رضى) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ.

১৫১. হাসসান ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিণীদের অভিসম্পাত করেছেন। [ইবনে মাজাহ-হা : ১৫৭৪]

١٥٢. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ.

১৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিণীদের অভিসম্পাত করেছেন। [ইবনে মাজাহ-হা : ১৫৭৫]

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে (নারী-পুরুষ) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ানো

١٥٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

১৫৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তালকীন দাও। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৪৪৪)

١٥٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ (رضى) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ

سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لِلْاَحْيَاءِ قَالَ اَجْوَدُ وَاَجْوَدُ ـ

১৫৪. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হাকীমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন"–এর তালকীন দাও। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীবিত (সুস্থ) ব্যক্তিদের বেলায় এ দোয়া কেমন হবে? তিনি বললেন, অধিক উত্তম, অধিক উত্তম। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৪৪৬)

মৃত ব্যক্তিকে চুমা দেওয়া

١٥٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى دُمُوْعِهِ تَسِيْلُ عَلٰى خَدَّيْهِ ـ

১৫৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ইবনে মাযউন (রা)-র লাশ চুম্বন করেন। আমি যেন এখনো তাঁর দুই গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখছি। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৪৫৬)

١٥٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ (رضى) اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ ـ

১৫৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বকর (রা) নবী ﷺ-এর লাশ চুম্বন করেন। (ইবনে মাজা-হাদীস : ১৪৫৭)

মৃত মহিলাকে মহিলা দিয়ে গোসল দেয়া

١٥٧. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ اِبْنَتَهُ اُمَّ كُلْثُوْمٍ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ

كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ ـ

১৫৭. উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের গোসল দেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে বলেন, তোমরা তাকে তিন বা পাঁচ অথবা ততোধিক বার কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও। শেষবারে কর্পূর বা কিছু কর্পূর জাতীয় জিনিস লাগিয়ে দাও। তোমরা গোসল দেওয়া শেষ করে আমাকে ডাকবে। অতএব আমরা তার গোসল দেয়া শেষ করে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি তাঁর জামা আমাদের দিকে নিক্ষেপ করে বলেন, এটি দিয়ে ভালো করে আবৃত করো।

(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৪৫৮)

١٥٨. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِىْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ اِغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيْهِ اِغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا وَكَانَ فِيْهِ اِبْدَءُوْا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيْهِ اِنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ ـ

১৫৮. উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে এই সনদসূত্রে উপর্যুক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাফসা (রা)-এর বর্ণনায় আছে, "তোমরা তাকে বেজোড় সংখ্যায় গোসল দাও"। তার বর্ণনায় আরো আছে, "তোমরা তাকে তিন বা পাঁচবার গোসল দাও।" তার বর্ণনায় আরো আছে, "তোমরা তার ডান দিকে থেকে তার উযুর অঙ্গগুলো থেকে গোসল শুরু করো।" এই বর্ণনায় আরো আছে, উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন, "আমরা তার মাথার চুল তিন গোছায় বিভক্ত করে আঁচড়িয়ে দিলাম। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৪৫৯)

স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে গোসল দেয়া

١٥٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ لَوْ كُنْتُ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النَّبِىَّ ﷺ غَيْرُ نِسَائِهِ ـ

১৫৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যা আমি পরে অবগত হয়েছি তা যদি পূর্বে অবহিত হতে পারতাম, তাহলে নবী ﷺ-কে তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত আর কেউ গোসল দিতে পারতো না। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৪৬৪)

١٦٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَنِيْ وَاَنَا اَجِدُ صُدَاعًا فِيْ رَأْسِيْ وَاَنَا اَقُوْلُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ بَلْ اَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَاضَرَّكِ لَوْمِتِّ قَبْلِيْ فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ -

১৬০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (জান্নাতুল) বাকী থেকে ফিরে এসে আমাকে মাথা ব্যথায় যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় পেলেন। তখন আমি বলছিলাম, হে আমার মাথা! অতঃপর তিনি বলেন, তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যেতে, তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি হতো না। কেননা আমি তোমাকে গোসল করাতাম, কাফন পরাতাম, তোমার জানাযা সালাত পড়তাম এবং তোমাকে দাফন করতাম। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৪৬৫)

বিলাপ করে কান্নাকাটি করা নিষেধ

١٦١. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ قَالَ النَّوْحُ -

১৬১. উম্মে সালামা (রা) নবী ﷺ-এর সূত্রে বলেন, "তারা উত্তম কাজে তোমাদের অমান্য করবে না" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২), এর অর্থ 'বিলাপ করবে না" (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৫৭৯)

١٦٢. عَنْ جَرِيْرٍ مَوْلٰى مُعَاوِيَةَ (رضى) قَالَ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصٍ فَذَكَرَ فِيْ خُطْبَتِهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّوْحِ -

১৬২. জারীর (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) হিমস নামক স্থানে ভাষণ দানকালে তার ভাষণে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৫৮০)

١٦٣. عَنْ أَبِىْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللّٰهُ لَهَا ثِيَابًا مِّنْ قَطِرَانَ وَدِرْعًا مِّنْ لَهَبِ النَّارِ ـ

১৬৩. আবু মালিক আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিলাপকারিণী তওবা না করে মারা গেলে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে আলকাতরাযুক্ত কাপড় এবং লেলিহান শিখার বর্ম পরাবেন। (ইবনে মাজাহ-১৫৮১)

١٦٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُتَّبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ ـ

১৬৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন লাশের সাথে বিলাপকারিণী থাকেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৫৮৩)

মহিলাদের কবরস্থানে গমন

অধিকাংশ আলিমের মতে, কোনো প্রকার ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকলে মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া জায়েয। তাদের মতের সপক্ষে দলীল হলো আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম (সা)-এর নিকট নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমি কবরস্থানে গেলে কি বলবো? নবী করীম (সা) জবাব দিলেন, তুমি বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ـ

হে মু'মিন ও মুসলিম ঘরবাসী! তোমাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক। (মুসলিম) বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম (সা) এক কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দেখলেন, এক মহিলা কবরের উপর বসে বসে কাঁদছে। তিনি মহিলার কণ্ঠ থেকে কিছু অপছন্দনীয় কথা শুনে তাকে বললেন–

اِتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ ـ

"আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো।" কিন্তু মহিলাটির কবরে আসার ব্যাপারে কিছু বলেননি। (বুখারী-হাদীস : ১২৫২)

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশ

١٦٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اُدْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِىْ فُقَرَائِهِمْ -

১৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুয়ায (রা) -কে ইয়ামান দেশে পাঠান এবং তাঁকে বলেন, তুমি (প্রথম) তাদেরকে এ সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে, আল্লাহ প্রত্যেহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তবে তাদের জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তাদের ওপর তাদের ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। ঐ যাকাত তাদের মধ্যকার ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে। (বুখারী-হাদীস : ১৩৯৫)

١٦٩. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رضى) اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُّدْخِلُنِى الْجَنَّةَ قَالَ مَالَهُ مَالَهُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرَبٌ مَالَهُ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ -

১৬৯. আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, আমাকে জান্নাতে যাওয়ার উপায় স্বরূপ একটি কাজের কথা বলে দিন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল : 'চমৎকার প্রশ্ন তো!' নবী ﷺ বললেন, সে জরুরী প্রশ্ন করেছে, চমৎকার প্রশ্ন তার। (তারপর তাকে বললেন) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, (যথারীতি) সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে। (বুখারী-হাদীস : ১৩৯৬)

١٧٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلَى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا ـ

১৭০. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল আপনি আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। নবী ﷺ বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত পরিশোধ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। বেদুইন বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, এর অতিরিক্ত আমি কিছুই করব না। (আবু হুরায়রা বলেন) লোকটি চলে গেলে নবী ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতবাসীকে দেখে আনন্দ লাভ করতে চায় সে যেন এ লোকটিকে দেখে। (বুখারী-হা: ১৩৯৭)

ব্যাখ্যা : হজ্জ তখনো ফরয হয়নি। তাই বেদুইন লোকটিকে হজ্জের কথা বলা হয়নি।

যে পরিমাণ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব

١٧١. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ـ

১৭১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, পাঁচ উকিয়ার কমে (রূপার মধ্যে) যাকাত নেই, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কমে (শস্যের মধ্যে) কোনো যাকাত নেই। বুখারী-হা: ১৪০৫

ব্যাখ্যা : পাঁচ ওয়াসাক এ দেশীয় ওজনে প্রায় আটশ মন। হানাফী মতে পাঁচ ওয়াসাকের কমেও উশর দিতে হয়।

١٧٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ـ

১৭২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, উটের মধ্যে পাঁচটির কমে যাকাত নেই, (রূপার মধ্যে) পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই এবং (শস্যের মধ্যে) পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে কোনো যাকাত নেই। (বুখারী-হাদীস : ১৪৪৭)

١٧٣. عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ وَلٰكِنْ هَاتُوْا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ـ

১৭৩. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দিলাম। তবে তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম (যাকাত) দিবে। (ইবনে মাজাহ-১৭৯০)

١٧٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَاْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِيْنَارٍ وَمِنَ الْاَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا ـ

১৭৪. ইবনে উমর ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ প্রতি বিশ দিনার বা তার চেয়ে কিছু বেশি হলে অর্ধ দিনার এবং চল্লিশ দিনারে এক দিনার (যাকাত) গ্রহণ করতেন। (ইবনে মাজাহ-১৭৯১)

সোনা-রূপার যাকাত

١٧٥. عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِىْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ـ

১৭৫. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি ঘোড়া ও গোলামের সদকা (যাকাত) মাফ করে দিয়েছি, কিন্তু রূপার প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম সদকা (যাকাত) আদায় কর। কিন্তু একশত নব্বই দিরহামে কোনো সদকা নেই। যখন তা দুইশত দিরহামে পৌঁছবে– তাতে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে। (তিরমিযী-হাদীস : ৬২০)

١٧٦. اِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. يَعْنِيْ فِي الذَّهَبِ. حَتّٰى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَاِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ وَلَيْسَ فِيْ مَالٍ زَكَاةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

১৭৬. "যখন তোমার কাছে দু'শ দিরহাম থাকবে এবং এ থাকার মেয়াদ এক বছর পূর্ণ হবে, তখন সেগুলো থেকে পাঁচ দিরহাম যাকাত দেবে। এছাড়া আর কিছু তোমার উপর ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে না, যদি তোমার কাছে বিশ দীনার পূর্ণ না হয়। যখন তোমার কাছে বিশ দীনার পূর্ণ হবে এবং এক বছর মেয়াদ অতিক্রান্ত হবে, তখন তা থেকে অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। এর চাইতে বেশী হলে এই হিসেবে যাকাত দিয়ে যেতে হবে। কোনো অর্থসম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়না, যদি তার বয়স এক বছর পূর্ণ না হয়।"

(তিরমিযী-হাদীস : ১৫৭৫)

যাকাত পরিশোধ না করার পরিণতি

١٧٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ لاَ يُؤَدِّيْ زَكَاةَ مَالِهِ اِلاَّ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ حَتّٰى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ ثُمَّ قَرَاَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ... اَلْاٰيَةَ.

১৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার মাপের যাকাত আদায় করে না, তার মালকে কিয়ামতের দিন বিষধর সাপে পরিণত করা হবে, এমনকি তা তার গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সমর্থনে আল্লাহর কিতাবের নিম্নোক্ত আয়াত আমাদের তিলাওয়াত করে শুনান (অনুবাদ) : "আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন, এতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গল-একথা যেন তারা মনে না করে ...." (৩ : ১৮০)। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৭৮৪)

١٧٨. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَلاَ غَنَمٍ وَلاَ بَقَرٍ لاَيُؤَدِّىْ زَكَاتَهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَاكَانَتْ وَاَسْمَنَهُ يَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفَدَتْ اُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ.

১৭৮. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন উট, ছাগল ও গরুর মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে এ গুলো কিয়ামতের দিন বিরাটকায় ও মোটাতাজা হয়ে উপস্থিত হবে এবং মালিককে এদের শিং ও ক্ষুর দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। শেষটির পালা শেষ হলে আবার প্রথমটি থেকে শুরু হবে এবং এভাবেই চলতে থাকবে, যে পর্যন্ত না বিচারকার্য শেষ হয়। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৭৮৫)

١٧٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَاْتِى الْاِبِلُ الَّتِىْ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا تَطَاُ صَاحِبَهَا بِاَخْفَافِهَا وَتَاْتِى الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَاُ صَاحِبَهَا بِاَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَيَاْتِى الْكَنْزُ شُجَاعًا اَقْرَعَ فَيَلْقِىْ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ فَيَقُوْلُ مَا لِىْ وَلَكَ فَيَقُوْلُ اَنَا كَنْزُكَ اَنَا كَنْزُكَ فَيَتَّقِيْهِ بِيَدِهٖ فَيَلْقَمُهَا.

১৭৯. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে উটের যাকাত দেয়া হয়নি, তা কিয়ামতের দিন তার মালিককে তার ক্ষুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে। তদ্রূপ গরু ও ছাগল এসে এদের ক্ষুর ও শিং দিয়ে এদের মালিককে আঘাত করতে থাকবে। তার সঞ্চিত সম্পদও বিষধর সাপে পরিণত হয়ে তার মালিকের সামনে উপস্থিত হবে। মালিক দু'বার তা দেখে পালাবে, কিন্তু সে আবার মালিকের সামনে এসে দাঁড়াবে। তখন মালিক পালাতে চেষ্টা করবে এবং বলবে, তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক? সে বলবে, আমি তোমার গচ্ছিত সম্পদ, আমি তোমার রক্ষিত ধন। মালিক তার হাত দিয়ে সাপ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে সে তার হাতটি গিলে ফেলবে। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৭৮৬)

ব্যবহারিক অলংকার ও গহনার যাকাত

١٨٠. عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْمِنْ حُلِيِّكُنَّ فَاِنَّكُنَّ اَكْثَرُ اَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

১৮০. আবদুল্লাহ (রা)-র স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, হে মহিলাগণ! তোমরা দান-খয়রাত কর তোমাদের গহনাপত্র দিয়ে হলেও। কেননা কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে তোমাদের সংখ্যাই বেশী হবে। (তিরমিযী-হাদীস : ৬৩৫)

١٨٢. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رضى) اَنَّ امْرَاَتَيْنِ اَتَتَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ وَفِىْ اَيْدِيْهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا اَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ قَالَتَا لاَ قَالَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتُحِبَّانِ اَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَّارٍ قَالَتَا لاَ قَالَ فَاَدِّيَا زَكَاتَهُ ـ

১৮১. আমার ইবনে শুআইব (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। দুইজন মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসে। তাদের উভয়ের হাতে ছিল সোনার বালা। তিনি তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি এর যাকাত আদায় কর? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা কি এটা

পছন্দ কর যে, আল্লাহ্ (কিয়ামতের দিন) তোমাদের আগুনের দু'টি বালা পরিয়ে দেবেন? তারা বলল, না। তিনি বলেন, তবে তোমরা এর যাকাত আদায় কর–

(তিরমিযী-হাদীস : ৬৩৭)

হানাফী মাযহাব : ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম ইবনে হাযমের (র) মতে, সোনা-রূপার অলংকারের ওজন যদি নিসাব অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ ও সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য পরিমাণ হয়, তবে যাকাত দেয়া ওয়াজিব। উভয় ইমামই তাদের মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছেন নবী করীম ﷺ-এর উপরিউক্ত হাদীস থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) কে তাঁর আংটির যাকাত দিতে বলেছেন। আসমা এবং তাঁর খালা (রা) কে তাদের সোনার বালার যাকাত দিতে বলেছেন। অপর দু'জন মহিলাকেও তাদের সোনার চুঁড়ির যাকাত দিতে বলেছেন।

মহিলাদের সোনা-রূপা ব্যবহারে সতর্কতা

١٨٣. يَافَاطِمَةُ اَيُغَرُّكِ اَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ اِبْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِّنَ النَّارِ -

১৮৩. "হে ফাতিমা! তুমি কি এই ভেবে গর্ববোধ করছো যে, লোকেরা বলবে রাসূলুল্লাহর কন্যা আগুনের হার হাতে নিয়েছে?

একথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে যান। ফাতিমা হারটি বাজারে বিক্রি করে দেন এবং সেই অর্থ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে এলে তিনি বলে উঠেন,

١٨٤. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ -

১৮৪. "শোকর সেই আল্লাহর, যিনি ফাতিমাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন।"

(মুসনাদে আহমাদ-হাদীস : ২২৪৫১)

২. সুনানে আবু দাউদ এবং সুনানে নাসায়ীতে বিশুদ্ধ সূত্রে আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

١٨٥. اَيُّمَا امْرَاَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِىْ عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَيُّمَا امْرَاَةٍ جَعَلَتْ فِىْ اُذُنِهَا قُرْطًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِىْ اُذُنِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

১৮৫. "যে নারী তার গলায় সোনার হার পরবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় অনুরূপ একটি আগুনের হার পরানো হবে। আর যে নারী কানে সোনার দুল পরবে, কিয়ামতের দিন অনুরূপ একটি আগুনের দুল তার কানে পরানো হবে।"
(আবু দাউদ- হাদীস : ৪২৪০)

৩. আবু দাউদ এবং নাসায়ী রিবয়ী বিন হারাস থেকে, তিনি তাঁর স্ত্রী থেকে এবং তাঁর স্ত্রী হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বোনের কাছ থেকে শুনে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম ﷺ বলেছেন-

١٨٧. يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ! مَا لَكُنَّ فِى الْفِضَّةِ تَحَلِّيْنَ بِهَا اَمَّا اَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ اِمْرَاَةٌ تَتَحَلَّى ذَهَبًا وَتُظْهِرُهُ اِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ.

১৮৭. "হে মহিলা সমাজ! রূপার অলংকার পরাতে তোমাদের জন্যে ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমাদের মাঝে যে কোনো মহিলাই সোনার অলংকার পরবে এবং তা প্রদর্শন করে বেড়াবে, সে অবশ্যই এ কারণে শাস্তি ভোগ করবে। আবু দাউদ. হা : ৪২৩৯

ব্যাখ্যা : মহিলাদের সোনা-রূপার অলংকার পরা জায়েয। তবে উলঙ্গপনা ও প্রদর্শনী আকারে নয়। তবে যাকাত না দিলে তাহলে তার শাস্তি হবে।

রমযানের রোযা ফরয

١٨٨. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَائِعَ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ وَالَّذِىْ اَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ اَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ اَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ صَدَقَ.

১৮৮. তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার উপর কত ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন? তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। কিন্তু তুমি যদি নফল সালাত পড় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। লোকটি বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার উপর কতটা রোযা ফরয করেছেন? তিনি বললেন, গোটা রমযান মাস রোযা রাখা ফরয।

কিন্তু তুমি যদি নফল রোযা রাখ তবে তা স্বতন্ত্র কথা। লোকটি আবার বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার উপর কি পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন? এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইসলামের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান জানিয়ে দিলে সে বলল, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ আমার উপরে যা ফরয করেছেন আমি তার অধিকও কিছু করব না আর কমও কিছু করব না। লোকটির মন্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করল। (বুখারী-হাদীস : ১৮৯১)

রোযার মর্যাদা

١٨٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَاِنِ امْرُءٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ مَّرَّتَيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِىْ اَلصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ـ

১৮৯. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (গোনাহ হতে আত্মরক্ষার জন্য) রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং রোযাদার অশ্লীল কথা বলবে না বা জাহিলী আচরণ করবে না। কোন লোক তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হলে অথবা গালমন্দ করলে সে তাকে বলবে, "আমি রোযা রেখেছি।" কথাটি দু'বার বলবে। যার মুষ্ঠিতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! রোযাদারে মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও উৎকৃষ্ট।

কেননা (রোযাদার) আমার উদ্দেশ্যেই খাবার, পানীয় ও কামস্পৃহা পরিত্যাগ করে থাকে। তাই রোযা আমার উদ্দেশ্যেই। সুতরাং আমি বিশেষভাবে রোযার পুরস্কার দান করব। আর নেক কাজের পুরস্কার দশগুন পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে। (বুখারী-হাদীস : ১৮৯৪)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা সাধারণত নেক কাজের পুরস্কার কাজটির তুলনায় নূন্যপক্ষে দশগুণ দেবেন বলে কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। কিন্তু রোযার পুরস্কার শুধুমাত্র দশগুণ দেয়া হবে না। বরং রাসূলের যবানীতে আল্লাহ বলেছেন, রোযার পুরস্কার আমি নিজে বিশেষভাবে দান করব। আর তা দশগুণ নয়, তার অনেক বেশী। কত তা আমিই জানি। কেননা রোযা আমার উদ্দেশ্যেই রাখা হয়ে থাকে।

ঋতুবতী ও হায়েযগ্রস্ত মহিলার রোযার কাযা

١٩٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كُنَّا نَحِيْضُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ .

১৯০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাসিক ঋতুর পর যখন পবিত্র হতাম তখন তিনি আমাদের রোযার কাযা করতে নির্দেশ দিতেন কিন্তু সালাতের কাযা করতে বলতেন না। (তিরমিযী-হাদীস : ৭৮৭)

١٩١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدّٰى فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ اُدْنُ اُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ اَوِ الصِّيَامِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ اَوِ الصِّيَامَ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِىُّ ﷺ كِلْتَيْهِمَا اَوْ اِحْدَاهُمَا فَيَالَهِفَ نَفْسِىْ اَنْ لاَ اَكُوْنَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِىِّ ﷺ .

১৯১. আবদুল্লাহ ইবনে কাব গোত্রের আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের উপর অজান্তে চড়াও হল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। আমি তাঁকে সকালের খাবারে রত পেলাম। তিনি

বললেন, কাছে এস, তোমাকে আমি রোযার কথা বলব। আল্লাহ মুসাফিরের রোযা ও সালাত অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছেন আর গর্ভবর্তী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের রোযা মাফ করে দিয়েছেন। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ের অথবা একজনের কথা বলেছেন। আমার আক্ষেপ এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আহার করিনি। (তিরমিযী-হাদীস :৭১৫)

ব্যাখ্যা : 'মাফ করে দিয়েছেন' –এর অর্থ আপাতত : মাফ করা হয়েছে কিন্তু পরে কাযা করতে হবে।

রোযার কাফফারা

١٩٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِّسْكِيْنًا .

১৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এক মাসের রোযা বাকি রেখে মারা যায় তার পক্ষ থেকে প্রতি দিনের রোযার জন্য একজন করে মিসকীনকে যেন আহার করানো হয। (তিরমিযী-হাদীস : ৭১৮)

ব্যাখ্যা : রোযার পরিবর্তে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন গরীব লোককে দুই বেলা আহার করাতে হবে অথবা এক সের সাড়ে বার ছটাক (অর্ধ সা) গম বা তার মুল্য প্রদান করতে হবে।

রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু ও আলিঙ্গন করা

١٩٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ اِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ .

১৯৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। এ হাদীস বর্ণনা করার সময় আয়েশা (রা) হেসে দিলেন। (মুসলিম-হাদীস :২৬২৮)

١٩٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلٰكِنَّهُ اَمْلَكُكُمْ لِاِرْبِهِ .

১৯৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের চুমু দিতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। তিনি কামভাব নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে অধিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। (মুসলিম-হাদীস : ২৫৩২)

١٩٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِىْ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكُكُمْ لِارْبِهِ .

১৯৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা অবস্থায় আমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তবে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তোমাদের তুলনায় অনেক বেশী সক্ষম ছিলেন। (তিরমিযী-হাদীস : ৭২৮)

রোযার সময় রাতের বেলায় স্ত্রীর সাথে সহবাস

١٩٦. عَنِ الْبَرَاءِ (رضى) قَالَ كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْاِفْطَارَ فَنَامَ قَبْلَ اَنْ يُّفْطِرَ مَا يَأْكُلُ لَيْلَتَهُ وَلَايَوْمَهُ حَتّٰى يُمْسِىْ وَاِنَّ قَيْسِ بْنِ صِرْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْاِفْطَارُ اَتَى امْرَاَتَهُ فَقَالَ لَهَا اَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ اَنْطَلِقُ وَاَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْ اِمْرَاَتُهُ فَلَيْهِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ . اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ . فَفَرِحُوْا بِهَا فَرْحًا شَدِيْدًا وَنَزَلَتْ . وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ .

১৯৬. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবাদের কেউ রোযা রাখতেন, ইফতারের সময় উপস্থিত হলে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি আর কিছুই খেতেন না, পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই রোযা রাখতেন। এক সময়ের ঘটনা, কায়েস ইবনে সিরমা আনসারী (রা) রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় হলে তিনি স্ত্রীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খাওয়ার মত কিছু আছে কি? স্ত্রী জবাব দিলেন, না।

তবে আমি তালাশ করে দেখে আসি তোমার জন্য কিছু যোগাড় করতে পারি কি না। কায়েস ইবনে সিরমা আনসারী (রা) দিনের বেলা (ক্ষেত-খামারে) কর্মব্যস্ত থাকতেন (স্ত্রী খাবার তালাশে যাওয়ার পর) ঘুমে তাঁর চোখ মুদে আসলো। তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, তোমার জন্য আফসোস! ঘটনা নবী ﷺ এর নিকট পৌছলে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হল, "রমযানের রাতের বেলা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) হালাল করা হয়েছে ...." এ হুকুম অবহিত হয়ে সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর নাযিল হলো : "তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো"।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭); (বুখারী-হাদীস : ১৯১৫)

রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম ও তার কাফফারা

١٩٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) تَقُوْلُ اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَالَكَ قَالَ اَصَبْتُ اَهْلِىْ فِىْ (نَهَارِ) رَمَضَانَ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ يُّدْعَى الْعَرَقُ فَقَالَ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ اَنَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا .

১৯৭. আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, সে দোযখের আগুনে দগ্ধ হয়েছে। তিনি বললেন, কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি রমযানের রোযা রেখে স্ত্রীর কাছে গিয়েছি। ইতোমধ্যে নবী ﷺ-এর কাছে একটি ঝুড়ি বর্তি খেজুর আসল, যা (ঝুড়ি) আরাক নামে পরিচিত। নবী ﷺ বললেন, অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়? সে বলল, আমি উপস্থিত আছি। নবী ﷺ তাকে খেজুরগুলো দিয়ে বললেন, এগুলো সদকা করে দাও।

(বুখারী-হাদীস :১৯৩৫)

١٩٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَاَتِهٖ فِىْ رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ وَهَلْ تَسْتَطِيْعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا .

১৯৮. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রমযান মাসে (দিনের বেলা) তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বসল। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তুমি কি একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করার সামর্থ্য রাখো? সে বললো, না। তিনি পুনরায় বললেন, তাহলে তুমি কি দু'মাস রোযা রাখতে সক্ষম? সে এবারও বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দান করো। (মুসলিম-হাদীস : ২৬৫৩)

١٩٩. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (رضى) اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ رَجُلاً اَفْطَرَ فِىْ رَمَضَانَ اَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً اَوْ يَصُوْمَ شَهْرَيْنِ اَوْ يُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا .

১৯৯. হুমাইদ ইবনে আবদুর রাহমান বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি রমযান মাসে একটি রোযা ভেঙ্গে ফেলল। নবী ﷺ তাকে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দিতে বা দু'মাস রোযা রাখতে অথবা ষাটজন মিসকীনকে পানাহার করাতে নির্দেশ দিলেন। (মুসলিম-হাদীস :২৬৫৫)

রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানো

٢٠٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ .

২০০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন। (তিরমিযী-হাদীস :৭৭৫)

٢٠٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ .

২০২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা ও মদীনার মাঝে ইহরাম ও রোযা অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন। (তিরমিযী-হা: ৭৭৭)

ব্যাখ্যা : এই অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মহানবী ﷺ-এর একদল সাহাবী ও তাবিঈ এই হাদীস অনুসারে মত প্রকাশ করেছেন যে, রোযা অবস্থায় শিংগা লাগাতে কোন দোষ নেই। সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইবনে আনাস ও শাফিঈ (র)-এর এই মত।

٢٠٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ -

২০৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন এবং রোযা অবস্থায়ও শিংগা লাগিয়েছেন। বুখারী-হাদীস :১৯৩৮

রোযাদার বমি করলে রোজা নষ্ট হয় না

٢٠٤. عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ ٍالْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَیْءُ وَالاِحْتِلاَمُ -

২০৪. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি জিনিসে রোযাদারের রোযা ভঙ্গ হয় না : ১. শিংগা লাগানো, ২. বমি ৩. স্বপ্নদোষ। (তিরমিযী-হাদীস :৭১৯)

٢٠٥. عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَیْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اِسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ -

২০৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কারো রোযা অবস্থায় বমি হলে তাকে উক্ত রোযার কাযা করতে হবে না। কিন্তু কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে তাকে রোযার কাযা করতে হবে। (তিরমিযী-হাদীস :৭২০)

রোযাদারের নাপাক অবস্থায় ফজর হয়ে যাওয়া

٢٠٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِیْ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ -

২০৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে স্বপ্নদোষ অবস্থায় নয় বরং (সহবাস জনিত) অপবিত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভোর হয়ে যেতো। অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। (মুসলিম-হাদীস :২৬৪৬)

٢٠٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ الْحُمَيْرِيِّ (رضى) اَنَّ اَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ اَنَّ مَرْوَانَ اَرْسَلَهُ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا اَيَصُوْمُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لاَ مِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لاَيُفْطِرُ وَلاَ يَقْضِىْ ـ

২০৭. আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব আল হুমাইরী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বকর (ইবনে আবদুর রাহমান) তাঁর কাছে বর্ণনা করেন যে, মারওয়ান তাঁকে উম্মু সালমা (রা) এর কাছে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠালেন, যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হয় সে কি রোযা রাখবে? না (ঐ দিন) রোযা থেকে বিরত থাকবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নদোষ জনিত নাপাক নয় বরং সহবাসজনিত অপবিত্রতা নিয়ে ভোরে উপনীত হতেন এবং তিনি (ঐ দিনের) রোযা ভাঙ্গতেন না আর কাজাও করতেন না। (মুসলিম-হাদীস : ২৬৪৭)

٢٠٨. عَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ (رضى) زَوْجَى النَّبِيِّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُمَا قَالَتَا اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلاَمٍ فِىْ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُوْمُ ـ

২০৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানে স্বপ্নদোষ জনিত অপবিত্রতা নয় বরং সহবাস জনিত অপবিত্রতা নিয়ে ভোরে উপনীত হতেন এবং রোযা রাখতেন। (মুসলিম-হাদীস :২৬৪৮)

٢٠٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيْهِ وَهِىَ تَسْمَعُ مِنْ وَّرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَاَنَا جُنُبٌ اَفَاَصُوْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَصُوْمُ فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَاَخَّرَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمُكُمْ بِمَا اَتَّقِىْ ـ

২০৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন– এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অপবিত্র অবস্থায় আমি কি রোযা রাখবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সহবাস জনিত অপবিত্র অবস্থায় আমার ও সালাতের সময় হয়ে যায়, তারপরও আমি রোযা রাখি। একথা শুনে লোকটি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আর আমাদের মত নন, আল্লাহ আপনার জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ! আমি মনে করি, আমিই তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং তাকওয়া কিভাবে অবলম্বন করতে হয় তা জানি। (মুসলিম-হাদীস : ২৬৪৯)

٢١٠. عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (رضى) قَالَ أَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ.

২১০. আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন : (কোন কোন সময়) কোন স্ত্রীর কারণে নাপাক অবস্থায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফজর হয়ে যেত। এরপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। (তিরমিযী-হাদীস : ৭৭৯)

ব্যাখ্যা : আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ সাহাবী ও তাবিঈ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা

٢١١. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

২১১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ বলেছেন, স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন মহিলা যেন রমযান মাসের রোযা ছাড়া অন্য (নফল) রোযা না রাখে। (তিরমিযী-হাদীস : ৭৮২)

٢١٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النِّسَاءَ اَنْ يَصُمْنَ اِلاَّ بِاِذْنِ اَزْوَاجِهِنَّ ـ

২১২. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদেরকে তাদের স্বামীদের অনুমতি ছাড়া রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।
(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৭৬২)

ব্যাখ্যা : স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকলে তার সম্মতি নিয়ে নফল রোযা রাখা যায়। কারণ স্বামীর কারণে রোযাটি ভাঙতে বাধ্য হলে স্ত্রীর উপর অযথা একটি ওয়াজিব রোযার কাজা বর্তায়। কেননা, কোন কারণে নফল রোযা ভঙ্গ করলে পরে তা আদায় করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামীর অনুমতি নিতে বলেছেন।

সফরে রোযার হুকুম

٢١٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيِّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَصُوْمُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ ـ

২১৩. নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হামযা ইবনে আমার আসলামী (রা) অধিক মাত্রায় রোযা রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী ﷺ-কে বললেন, আমি সফরেও রোযা রেখে থাকি। নবী ﷺ বললেন, সফর অবস্থায় তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পার আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পার।
(বুখারী-হাদীস : ১৯৪৩)

আইয়ামে তাশরীকে ও সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা রাখা হারাম

٢١٤. عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ ـ

২১৪. নুবাইশা আল হাযলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আইয়ামে তাশরীক হচ্ছে পানাহার করার দিন। মুসলিম-হাদীস : ২৭৩৩

ব্যাখ্যা : ঈদুল আযহার পরবর্তী তিন দিনকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়। আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখা হারাম।

٢١٥. عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ (رضى) قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارَ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِىَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوْا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يَشُكُّ فِيْهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২১৫. সিলা ইবনে যুফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। একটি ভুনা বকরী (আহারের জন্য) হাযির করা হলে তিনি বলেন, সবাই খাও। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি দূরে সরে গিয়ে বলল, আমি রোযাদার। আম্মার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা রাখে সে আবুল কাসিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করে। (তিরমিযী-হাদীস : ৬৮৬)

ব্যাখ্যা : এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈদের মধ্যে অধিকাংশ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইবনে আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র)-এর এই অভিমত। তারা সন্দেহের দিন রোযা রাখা মাকরূহ বলেছেন। কেউ যদি উক্ত দিনে রোযা রাখে আর তা যদি রমযান মাস হয়, তবে অধিকাংশ আলেমের মতে তবুও তাকে এই দিনের স্থলে একটি রোযা করতে হবে।

ওজর বশতঃ রোযা ভেঙ্গে গেলে করণীয়

٢١٦. عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ كَانَ يَكُوْنُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِيَهُ اِلاَّ فِىْ شَعْبَانَ الشُّغُلِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২১৬. আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমার রমযান মাসের রোযা অবশিষ্ট থেকে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে আমি শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোন সময়ে তা আদায় করার সুযোগ পেতাম না।

(মুসলিম-হাদীস : ২৭৪৩)

٢١٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

২১৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আমাদের (রাসূলের স্ত্রীগণের) মধ্যে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে রোযা ভংগ করত তাহলে সে শা'বান মাস আসার পূর্বে কোন সময়ই রোযা কাজা করার সুযোগ পেতো না। (মুসলিম-হাদীস : ২৭৪৭)

ব্যাখ্যা : স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য নফল রোযা নাজায়েয। আর এটাই ইমামদের সর্বসম্মত অভিমত। দ্বিতীয়ত : শা'বান মাসে মহানবী ﷺ অধিক নফল রোযা রাখতেন। তাই এ সময় তাঁর স্ত্রীগণ রোযার কাজা করতেন বা নফল রোযা রাখতেন। যারা হায়েয, নিফাস, শারীরিক অসুস্থতা, সফর ইত্যাদি কারণে রোযা ভেঙ্গে থাকে তাদের জন্য পরবর্তী বছরের রমযান মাস আসার আগে যে কোন সময় এর কাজা করা জায়েয। তবে ঈদের পর পরই এক কাজা করে নেয়া মুস্তাহাব। এটাই ইমাম মালিক, আবূ হানিফা, শাফেয়ী, আহমাদ ও পরবর্তীকালের আলেমগণের অভিমত। কিন্তু দাউদ যাহেরীর মতো, ঈদের পর দিন থেকে কাযা আরম্ভ করা আবশ্যক।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা

٢١٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

২১৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন মৃত ব্যক্তির উপর কাজা রোযা থাকলে ঐ লোকের অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবে। (বুখারী-হাদীস : ১৯৫২)

٢١٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

২১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল হে আল্লাহ রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর এক মাসের রোযা কাযা আছে। আমি কি তার পক্ষ তা আদায় করব? নবী ﷺ বলেন, হ্যাঁ আল্লাহর ঋণ পরিশোধিত হওয়ার অধিক যোগ্য (বুখারী-হা: ১৯৫৩)

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক ও অন্যান্য ফকীহগণের মতে অভিভাবক কর্তৃক মৃত ব্যক্তির রোযার কাযা আদায় করার নিয়ম এই যে, ফিদইয়া অর্থাৎ প্রতি রোযার পরিবর্তে এক মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়াবে।

٢٢٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ اَفَاَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ اَرَاَيْتِ لَوْكَانَ عَلَى اُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيْهِ اَكَانَ يُؤَدِّى ذٰلِكَ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَصُوْمِى عَنْ اُمِّكِ۔

২২০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা তাঁর মানতের রোযা বাকি রেখেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে এটা পূর্ণ করব? তিনি বললেন : মনে করো তোমার মায়ের ওপর ঋণ বাকি ছিল। তুমি তা পরিশোধ করে দিলে। এতে কি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ হয়ে যেত? সে (মহিলা) বললো, হ্যাঁ। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে রোযা রেখে দাও। মুসলিম-হা: ২৭৫২

ভুলে পানাহার বা সঙ্গমকারীর রোযা

٢٢١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ۔

২২১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়েছে বা পান করেছে সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন। মুসলিম-হা: ২৭৭২

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ আলিমের মতে ভুলে পানাহার অথবা স্ত্রী সহবাস করলে তাতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং এর পরিবর্তে পুনরায় রোযা রাখতে হবে, তবে

কাফফারা দিতে হবে না। 'আতা' লাইস এবং আওযায়ীর মতে সংগমের ক্ষেত্রে রোযার কাজা করতে হবে, পানাহারের ক্ষেত্রে নয়। ইমাম আহমাদের মতে সংগমের ক্ষেত্রে পুনরায় রোযাও রাখতে হবে এবং কাফফারাও দিতে হবে, কিন্তু পানাহারের ক্ষেত্রে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। তবে প্রথম মতই শক্তিশালী।

শিশুদের রোযা রাখা

٢٢٢. عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ (رضى) قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُوْمُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يَكُوْنَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ .

২২২. রুবাই বিনতে মু'আওয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আশুরার দিন সকালে নবী ﷺ আনসারদের এলাকায় নির্দেশ পাঠালেন যে, যারা সকালে খেয়েছে তারা দিনের বাকী অংশে আর কিছু খাবে না। আর যারা রোযা রেখেছে তারা রোযা পূর্ণ করবে। হাদীসের বর্ণনাকারীণী বলেন, এরপর আমরাও রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদেরও রোযা রাখাতাম। তাদেরকে আমরা তুলা বা পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তারা কেউ খাওয়ার জন্য কাঁদলে আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত। (বুখারী-হাদীস : ১৯৬০)

ব্যাখ্যা : শিশুদের রোযা পালন সম্পর্কে অধিকাংশ উলামার মত হল, রোযা তাদের উপরে ফরয নয়। তবে অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে রোযা রাখতে বলা যাবে। তাহলে বড় হয়ে তারা সহজেই রোযা রাখতে পারবে।

মহিলাদের ই'তেকাফ

٢٢٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

২২৩. নবী-পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফে বসতেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর পত্নীগণও (শেষ দশকে) ই'তেকাফ করতেন। (বুখারী-হাদীস : ২০২৬)

٢٢٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

২২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছরই রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর স্ত্রীগণ ই'তেকাফ করেছেন। (মুসলিম-হাদীস : ২৮৪১)

٢٢٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِيْ مُعْتَكَفِهِ .

২২৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের নামায পড়ে ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। (তিরমিযী-হাদীস : ৭৯১)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি আওযায়ী ও সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস অনুসারে কোন কোন আলেমের মতে, কেউ ই'তিকাফের ইচ্ছা করলে সে যেন ফজরের নামায আদায়ের পর ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের এই মত। অপর একদল আলেম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যে দিন থেকে ই'তিকাফ শুরু করতে ইচ্ছুক তার আগের রাতের সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার আগে সে যেন ই'তিকাফে বসে। সুফিয়ান সাওরী [ইমাম আবু হানীফা] ও মালেক ইবনে আনাস (রা)-এর এই মত।

ই'তেকাফকারীর সাথে তার পরিবার পরিজনের সাক্ষাৎ

٢٢٦. عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَزُوْرُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِى الْمَسْجِدِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِّنَ

الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبِلُهَا حَتّٰى اِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَ مَسْكَنِ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ وَاِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يَّقْذِفَ فِىْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا ـ

২২৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। রমযান মাসের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ই'তিকাফ করেছিলেন। তখন সাফিয়্যা (রা) তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন এবং রাতের কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন। অতঃপর তিনি চলে যাওয়ার জন্য দাঁড়ান। সাফিয়্যা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-র ঘরের নিকটবর্তী মসজিদের দরজার কাছাকাছি পৌঁছলে দু'জন আনসারী তাদেরকে অতিক্রম করে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সালাম দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলেন : থামো! এ হচ্ছে সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই। তারা বলেন, সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল! বিষয়টি তাদের জন্য কঠিন মনে হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শয়তান আদম-সন্তানের শিরা-উপশিরায় রক্ত প্রবাহের মত ধাবিত হয়। আমি আশঙ্কা করছিলাম, শয়তান তোমাদের অন্তরে কোনরূপ কু-ধারণার সৃষ্টি করে কি না?

(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৭৭৯)

ঋতুবর্তী স্ত্রী কর্তৃক ই'তেকাফকারী স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া ও চুল আচড়ানো

٢٢٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصْغِىْ اِلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِى الْمَسْجِدِ فَاُرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ ـ

২২৭. নবী-পত্নী আয়েশা থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মসজিদে ই'তেকাফরত অবস্থায় নিজের মাথা আমার দিকে ঝুঁকিয়ে দিতেন। আমি হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম। (বুখারী-হাদীস : ২০২৮)

٢٢٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْنِىْ اِلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَاَغْسِلُهُ وَاُرَجِّلُهُ وَاَنَا فِىْ حُجْرَتِىْ وَاَنَا حَائِضٌ وَهُوَفِى الْمَسْجِدِ -

২২৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফরত অবস্থায় তাঁর মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিতেন। আমি তা ধৌত করে দিতাম এবং আঁচড়িয়ে দিতাম। তখন আমি হায়েয অবস্থায় ঘরে থাকতাম এবং তিনি মসজিদে থাকতেন। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৭৭৮)

রক্ত প্রদর রোগীর ই'তিকাফ

٢٢٩. عَنْ عِكْرِمَةَ (رضى) قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اِعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَاَةٌ مِنْ نِسَائِهِ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ -

২২৯. ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী তাঁর সাথে ই'তিকাফ করেন। তিনি লাল ও হলদে বর্ণের রং দেখতে পেতেন। তাই অধিকাংশ সময় তিনি তার নীচে একটি ছোট প্লেট পেতে রাখতেন। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৭৮০

٢٣٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ اِعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَاَةٌ مِنْ اَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِىَ تُصَلِّىْ -

২৩০. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর কোন এক স্ত্রী ইস্তেহাযা অবস্থায় ই'তেকাফ করেছিলেন। সেই স্ত্রী (স্রাবের রক্তের রঙ) লাল ও হলুদ দেখতেন। প্রায়ই আমরা তাঁর নীচে একখানা তস্তরী রেখে দিতাম (রক্ত যেন তাতেই পড়ে) আর এই অবস্থায় তিনি সালাত পড়তেন। (বুখারী-হা : ২০৩৭

হজ্জ ফরয হওয়া ও তার মর্যাদা

২৩১. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ .

২৩১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কিসে হজ্জ ওয়াজিব হয়? তিনি বললেন, পাথেয় ও বাহন (থাকলে)। (তিরমিযী-হাদীস : ৮১৩)

ব্যাখ্যা : এখানে ওয়াজিব শব্দটি ফরয অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হজ্জ ফরয এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ একমত। হজ্জের যাবতীয় খরচ এবং হজ্জে সফরে থাকাকালে পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করার মতো আর্থিক সামর্থ্য থাকলে এবং বাইতুল্লাহ পর্যনন্ত যাতায়াতের সুব্যবস্থা থাকলে কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়।

২৩২. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

২৩২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ সমাপন করলো এবং হজ্জ সমাপনকালে কোন প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজে কিংবা গোনাহের কাজে লিপ্ত হলো না, সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। বুখারী-হাদীস : ১৫২১

২৩৩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

২৩৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কোন আমল সবচাইতে উত্তম?' তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। আবার জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোন কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোন কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, 'হজ্জে মাবরূর' অর্থাৎ আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া হজ্জ। (বুখারী-হাদীস : ১৫১৯)

٢٣٤. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رضى) أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلُ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ لٰكِنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

২৩৪. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জিহাদকে আমরা (মেয়েরা) সবচাইতে উত্তম কাজ বলে জানি, আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না? তিনি বললেন, না বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'হজ্জে মাবরূর'। (বুখারী-হাদীস : ১৫২০)

٢٣٥. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ (رضى) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ. وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفِيْ كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفِيْ كُلِّ عَامٍ قَالَ لاَ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ. يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.

২৩৫. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হল, "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।" তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! প্রতি বছরই কি? তিনি চুপ করে রইলেন। তারা আবার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছরই কি? তিনি বললেন না। আমি যদি বলতাম হ্যাঁ, তবে তোমাদের উপর তা (প্রতি বছর) ফরয হয়ে যেত। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে।" (সূরা মায়েদা : ১০১] (তিরমিযী-হাদীস : ৮১৪)

٢٣٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْحَجُّ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنِ اسْتَطَاعَ فَتَطَوَّعَ.

২৩৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল-আকরা ইবনে হাবিস (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছর, না মাত্র একবার? তিনি বলেন, বরং একবার মাত্র। অতঃপর এর অধিক করার কারো সামর্থ্য থাকলে তা নফল।

(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৮৮৬)

হজ্জ ও উমরার মর্যাদা

٢٣٧. عَنْ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِى الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ ـ

২৩৭. উমর (রা) থেকে বর্ণিত মহানবী ﷺ বলেন, তোমরা ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও উমরা আদায় করো। কেননা এ দু'টি ধারাবাহিকভাবে আদায় করলে তা দারিদ্র্য ও গুনাহ দুরীভূত করে, যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে।

(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৮৮৭)

٢٣٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ ـ

২৩৮. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, এক উমরা থেকে অপর উমরা এর মাঝখানের সময়েরর জন্য কাফফারা স্বরূপ এবং জান্নাতই হলো মাবরূর (ত্রুটিমুক্ত) হজ্জের প্রতিদান। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৮৮৮)

٢٣٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتُ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ـ

২৩৯. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ করেছে এবং তাতে অশালীন কথাবার্তা বা আচরণ করেনি, সে এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে যেমন তার মা তাকে (নিষ্পাপ) প্রসব করেছে। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৮৮৯)

٢٤٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ اَعْتَمَرْ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِذْهَبْ بِاُخْتِكَ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَاَحْقَبَهَا عَلٰى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ ـ

২৪০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনারা উমরা আদায় করলেন, অথচ আমি উমরা আদায় করতে পারলাম না। একথা শুনে নবী ﷺ আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরকে বললেন, হে আবদুর রহমান! যাও, তোমার বোনকে নিয়ে তানঈম নামক জায়গা থেকে উমরা করাও। আবদুর রহমান তাঁকে সওয়ারীর ওপর হাওদার মধ্যে পিছনে বসিয়ে নিলেন এবং এভাবে তিনি (আয়েশা) উমরা সমাপ্ত করলেন।

(বুখারী-হাদীস : ১৫১৮)

٢٤١. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (رضى) اَنَّ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لاَ بَاْسَ قَالَ عِكْرَمَةَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَّحُجَّ ـ

২৪১. ইবনে জুরায়েজ (র) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) ইকরামা ইবনে খালিদ (র) ইবনে উমরকে হজ্জ আদায়ের পূর্বে উমরা আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই। ইকরামা বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর (রা) বলেছেন, নবী ﷺ হজ্জ আদায় করার আগে উমরা আদায় করেছিলেন। (বুখারী-হাদীস : ১৭৭৪)

হজ্জ পরিত্যাগকারী সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারী

٢٤٢. عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَّرَاحِلَةً تُبَلِّغَهُ اِلَى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ اَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا وَذٰلِكَ اَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ فِىْ كِتَابِهٖ ـ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ـ

২৪২. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার মত পাথেয় ও বাহনের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যদি হজ্জ না করে তবে সে ইহুদী হয়ে মরুক বা নাসারা হয়ে মরুক তাতে (আল্লাহর) কোন পরওয়া নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন : "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাবার স্বামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।" [সূরা আলে-ইমরান : ৯৭] (তিরমিযী-হাদীস : ৮১২)

হজ্জ ও ভ্রমণকালে মহিলাদের সাথে মুহরিম পুরুষ থাকা আবশ্যক

٢٤٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَسَافِرُ الْمَرْاَةُ سَفَرَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ مَعَ اَبِيْهَا اَوْ اَخِيْهَا اَوْ اِبْنِهَا اَوْ زَوْجِهَا اَوْ ذِىْ مَحْرَمٍ ـ

২৪৩. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মহিলা যেন তিন দিন বা তার অধিক দূরত্বের পথ তার পিতা, ভাই, ছেলে, স্বামী অথবা কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর না করে। (ইবনে মাজাহ-হা: ২৮৯৮)

٢٤٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَّاحِدٍ لَيْسَ لَهَا ذُوْ حُرْمَةٍ ـ

২৪৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে মহিলা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া তার জন্য এক দিনের পরিমাণ দুরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়। ইবনে মাজাহ-হা: ২৮৯৯

٢٤٥. عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُوْلُ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْاَةُ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اِمْرَاَتِىْ خَرَجَتْ حَاجَةً وَاِنِّىْ اكْتَتَبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ اِمْرَاَتِكَ ـ

২৪৫. আবু মা'বাদ বর্ণনা করেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) শুনেছি, আমি নবী ﷺ কে খুৎবা দান প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি যেন কোন স্ত্রীলোকের সাথে তার মুহরিমের উপস্থিত ছাড়া নির্জনে সাক্ষাত না করে। আর কোন মহিলাও যেন সাথে নিজের কোন মুহরিম ছাড়া সফর না করে। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে এবং আমার নাম অমুক সৈনিক দলের সাথে অমুক অভিযানের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।" (মুসলিম-হাদীস : ৩৩৩৬)

ব্যাখ্যা : পুরুষদের মত মহিলাদের উপর হজ্জ ফরয। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে। তবে ইমাম আবু হানিফা, আসহাবুর রায়, হাসান বসরী, নাখঈ ও একদল মুহাদ্দিসের মতে স্ত্রীলোকদের উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য তার সাথে তার মুহরিম পুরুষ থাকতে হবে। কিন্তু, আতা, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, ইবনে সীরীন, ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আওয়াঈর মতে নারীদের ওপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য মুহরিম থাকা শর্ত নয়। বরং শর্ত হচ্ছে– সে আত্মসম্ভ্রমের হেফাজত করতে পারবে কি না। একদল বিশেষজ্ঞের মতে, নির্ভরযোগ্য মহিলাদের কোন দলের জন্য সাথে মুহরিম ছাড়াও নফল হজ্জ এবং ব্যবসায় উপলক্ষে সফর করা জায়েয। কিন্তু জমহুরের মতো এটাও জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে, মক্কা ও তার আশাপাশের এলাকার মহিলাদের সাথে (হজ্জে আসার জন্য) মুহরিম পুরুষ থাকা শর্ত নয়।

শিশুদের হজ্জ

٢٤٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ رَفَعَتْ اِمْرَاَةٌ صَبِيًّا لَهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِىْ حَجَّةٍ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ ـ

২৪৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সময় এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই শিশুর জন্যও কি হজ্জ? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে সওয়াব হবে তোমার। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৯১০)

হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত মহিলাদের ইহরাম

٢٤٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ نُفِسَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يَاْمُرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ .

২৪৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাজারা (যুল হুলায়ফা) নামক স্থানে উমাইস কন্যা আসমা (রা)-র নিফাস হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন। (ইবন মাজাহ-হাদীস : ২৯১১)

٢٤٨. عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ (رضى) اَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَتَى اَبُوْبَكْرٍ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّاْمُرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ اِلاَّ اَنَّهَا لاَ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ .

২৪৮. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে (তার স্ত্রী) উমাইস-কন্যা আসমা (রা)-ও ছিলেন। তিনি শাজারা নামক স্থানে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর-কে প্রসব করলেন। আবু বকর রাসূল ﷺ-এর নিকট গেলেন। আবু বকর (রা) বলেন নবী ﷺ তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাকে গোসল করার পর হজ্জের ইহরাম বাঁধার এবং লোকদের অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি পালনের নির্দেশ দেন, কিন্তু সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৯১২)

٢٤٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يُحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ

بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَاَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوْا اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ (وَاحِدًا) بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا ـ

২৪৯. নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে নবী ﷺ-এর সাথে যাত্রা করলাম। আমরা সবাই উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলাম। কিন্তু নবী ﷺ বললেন, যাদের কাছে কোরবানীর পশু আছে তারা হজ্জের জন্যও ইহরাম বেঁধে নাও এবং হজ্জ ও উমরা সমাপন না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলবে না। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপনীত হলাম। তাই আমি বাইতুল্লার তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করলাম না। আমি এ বিষয়ে নবী ﷺ এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি আমাকে বলেন, চুলের বেনী খুলে ফেল এবং চিরুনী করে উমরার নিয়্যত পরিত্যাগ করে শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম।

অত:পর আমাদের হজ্জ সমাপ্ত হলে নবী ﷺ আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (অর্থাৎ আমার ভাই) এর সাথে তানঈমে পাঠালেন। আমি সেখানে থেকে (ইহরাম বেঁধে) উমরা আদায় করলাম। এরপর নবী ﷺ বললেন, এটিই তোমার উমরার ইহরাম বাঁধার স্থান, আয়েশা (রা) বলেন যারা উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বেঁধেছিল তারা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করল, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করল এবং মিনা থেকে ফিরে আসার পর আর একবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করল। আর যারা হজ্জ ও উমরা এক সাথে আদায় করল তারা শুধুমাত্র একবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করল। (বুখারী-হাদীস : ১৫৫৩)

ইহরামকারী মহিলাদের মুখমণ্ডলে নিকাব পরা

٢٥٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ أَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِنَا فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا .

২৫০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। কোন কাফেলা আমাদের কাছাকাছি হলে আমরা নিজেদের মাথার সামনে দিয়ে (মুখমণ্ডলে) কাপড় নিকাব) ঝুলিয়ে দিতাম। তারা আমাদের অতিক্রম করে যাওয়ার পর আবার তা মুখমণ্ডল থেকে তুলে ফেলতাম। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৯৩৫)

পুরুষদের সাথে মহিলাদের তাওয়াফ

٢٥١. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنِّيْ أَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّيْ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ .

২৫১. নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার পীড়ার অভিযোগ করলে (এবং এ কারণে তাওয়াফ করার অসুবিধার কথা বললে) তিনি বলেন, তুমি সওয়ারীতে আরোহণ করে লোক পেছনে পেছনে থেকে তাওয়াফ কর। সুতরাং আমি লোকদের পেছনে পেছনে থেকে তাওয়াফ করলাম। আর সেই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহর এক পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং তিনি সালাতে 'ওয়াত তূরে ওয়া কিতাবিম মাসতূর' সূরাটি পড়ছিলেন। (বুখারী-হাদীস : ৪৬৪)

হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের জন্য বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠান

٢٥٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ

ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ افْعَلِىْ كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِىْ ـ

২৫২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (হজ্জের যাত্রা করে) আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপনীত হওয়ায় বায়তুল্লাহ কিংবা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করতে পারলাম না। তিনি (আয়েশা) বলেছেন, এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, হাজীদের করণীয় সব কিছুই তুমি পালন কর তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহ তাওয়াফ কর না। (বুখারী-হাদীস : ১৬৫০)

তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন মহিলার হায়েয হলে

٢٥٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَابِسَتُنَا هِىَ قَالُوْا اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ قَالَ فَلَا اِذَنْ ـ

২৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর স্ত্রী হুয়াই এর কন্যা সাফিয়্যার হায়েয শুরু হলে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বলা হলে তিনি বললেন, সে (সাফিয়্যা) কি আমাদের যাত্রার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে? সবাই বলল, তিনি তো তাওয়াফে যিয়ারতের কাজ সেরে নিয়েছেন। নবী ﷺ বললেন, তাহলে তার (বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়াই স্বদেশে ফিরে যেতে) বাধা নেই। বুখারী-হাদীস : ৪৪০১

٢٥٤. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ اَنْ تَنْفِرَ اِذَا اَفَاضَتْ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعْدُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ ـ

২৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাওয়াফে যিয়ারত করার পর কোন স্ত্রীলোকেরা যদি হায়েয দেখা দেয় তাহলে [নবী ﷺ কর্তৃক] তাকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণনাকারী (তাউস) বলেন, আমি (এ বিষয়ে) ইবনে উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, ঋতুবতী রওয়ানা হয়ে যাবে না। পরে আবার তাঁকে বলতে শুনেছি, হায়েযগ্রস্তাদের (ঋতুবতী) রওয়ানা হয়ে যাওয়ার জন্য নবী ﷺ অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী-হাদীস : ১৭৬০, ১৭৬১)

ইহরাম বাঁধা অবস্থায় বিয়ে করা মাকরূহ

٢٥٥. عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ (رضى) قَالَ أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ أَرَاهُ إِلاَّ أَعْرَابِيًّا جَافِيًا إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكِحُ أَوْ كَمَا قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ .

২৫৫. নুবাইহ ইবনে ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে মা'মার তাঁর (ইহরামধারী) পুত্রকে বিয়ে করানোর ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি আমীরুল হজ্জ আবান ইবনে উসমানের কাছে আমাকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, আপনার ভাই তাঁর পুত্রকে বিবাহ করাতে চান। এই বিষয়ে তিনি আপনাকে সাক্ষী রাখতে চান। তিনি বললেন, আমি দেখছি সে তো এক মূর্খ বেদুঈন! ইহরামধারী ব্যক্তি না নিজে বিয়ে করতে পারে না অন্যকে বিয়ে করাতে পারে, অথবা অনুরূপ বলেছেন, নুবাহ বলেন, এরপর তিনি উসমান (রা)-র বরাতে হাদীসটি মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী-হাদীস : ৮৪০)

٢٥٦. عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ (رضى) قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلاَلٌ وَبَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُوْلُ فِيْمَا بَيْنَهُمَا .

২৫৬. আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় ইহরামমুক্ত অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিয়ে করেন এবং ইহরামমুক্ত অবস্থায়ই তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। আমি ছিলাম তাঁদের উভয়ের মধ্যকার দূত (ঘটক)। তিরমিযী-হাদীস : ৮৪১)

পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলার হজ্জ

٢٥٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَتْ اِمْرَأَةٌ مِّنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَقَالَتْ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ـ

২৫৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। ফযল রাসূল ﷺ-এর সওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসেছিলেন। খাসআম গোত্রের একজন স্ত্রীলোক এই সময়ে নবী ﷺ-এর কাছে আসলে ফযল তার দিকে তাকায় আর স্ত্রীলোকটিও তার দিকে তাকায়। নবী ﷺ ফযলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। স্ত্রীলোকটি [নবী ﷺ-কে] বলল, আল্লাহর ফরয (হজ্জ) এমন অবস্থায় আমার পিতার উপর বাধ্যতামূলক হয়েছে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং সওয়ারীর ওপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ। এটা বিদায় হজ্জের সময়ের ঘটনা (বুখারী-হাদীস : ৩৩১৫)

মহিলাদের হজ্জ

٢٥٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا نَغْزُوْا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَكُنَّ اَحْسَنُ الْجِهَادِ وَاَجْمَلُهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَا اَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ اِذْ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

২৫৮. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আমরা কি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? নবী ﷺ বললেন, তোমাদের জন্য সবচাইতে সুন্দর ও উত্তম জিহাদ হল মকবুল (মাবরুর) হজ্জ। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে একথা শুনার পর থেকে আমি কখনও হজ্জ করা বাদ দেইনি। (বুখারী-হাদীস : ১৮৬১)

হজ্জ এবং উমরার সময় মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছেঁটে খাট করা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। উমরাকারীকে সাফা-মারওয়ান সাঈ করার পর এবং হজ্জ পালনকারীকে কোরবানীর পর মিনায় কর্তব্য পালন করতে হয়। স্ত্রীলোকেরা মাথার চুল সামান্য খাট করবে। হজ্জ বা উমরা ছাড়া অন্য কোন সময়ে মহিলাদের মাথার চুল কাটা বা ছেঁটে ফেলা জায়েয নয়।

বিয়ের গুরুত্ব ও ফযীলত

٢٥٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلنِّكَاحُ سُنَّتِىْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَتَزَوَّجُوْا فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَاِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ.

২৫৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, বিয়ে করা আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল না করে সে আমার দলভূক্ত নয়। তোমরা বিয়ে কর, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করব। অতএব যার সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে এবং যার সামর্থ্য নেই যে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা দমনকারী। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৪৬)

٢٦٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) يَقُوْلُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ اِلَى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْاَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا وَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ، قَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاِنِّىْ اُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا، وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ اُفْطِرُ وَقَالَ اٰخَرُ وَاَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ اَتَزَوَّجُ اَبَدًا، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ اَمَّا

وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ـ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ـ

২৬০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তির একটি দল নবী কারীম ﷺ-এর স্ত্রীগণের কাছে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আগমন করে। তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তাদের কাছে এ ইবাদতের পরিমাণ কম মনে হল এবং তারা বলল, আমরা নবীর সমকক্ষ হব কি করে, যাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যকার একজন বলল, আমি প্রতিদিন রাতভর সালাত আদায় করব। অপরজন বলল, আমি সারা বছর রোযা পালন করব এবং কখনো বেরোযাদার থাকব না (বিরতি দেব না)। তৃতীয়জন বলল, আমি সর্বদা নারীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকব এবং কখনো বিয়ে করব না। অতঃপর নবী কারীম ﷺ তাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমরাই কি এ কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশি অনুগত এবং তাঁকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি। তা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি আবার বিরতিও দেই, রাতে সালাতও আদায় করি, ঘুমও যাই এবং নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ ভাজন থাকবে, তারা আমার অনুসারী নয়। বুখারী-হা : ৫০৬৩

সর্বোত্তম মহিলা

٢٦١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَىْءٌ اَفْضَلُ مِنَ الْمَرْاَةِ الصَّالِحَةِ ـ

২৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সারা দুনিয়াই হলো সম্পদ। আর দুনিয়ার মধ্যে পুণ্যবতী স্ত্রীলোকের চেয়ে অধিক উত্তম কোন সম্পদ নেই। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৫৫)

٢٦٢. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ ـ

২৬২. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলতেন, কোন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ্ ভীতির পর উত্তম যা অর্জন করে তা হলো পুণ্যবতী স্ত্রী। স্বামী তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা পালন করে; সে তার দিকে তাকালে (তার রূপ-সৌন্দয) তাকে আনন্দিত করে এবং তাকে শপথ করে কিছু বললে সে তা পূর্ণ করে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার সম্ভ্রম ও স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। (ইবনে মাজাহ্-হাদীস : ১৮৫৭)

বিয়ের জন্য ধর্মপরায়ণা নারীর অগ্রাধিকার

٢٦٣. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

২৬৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, চারটি বিষয় বিচার বিবেচনায় রেখে নারীদের বিবাহ করা হয়। ১. সম্পদ, ২. বংশ মর্যাদা, ৩. রূপ-সৌন্দর্য এবং ৪. ধর্মপরায়ণতা। অতএব তুমি ধর্মপরায়ণা নারীর সন্ধান কর। অন্যথায় তোমাদের দুই হাত ধূলি ধুসরিত হোক। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৫৮)

কুমারী, স্বাধীন ও সন্তান দানে সক্ষম নারী বিয়ের জন্য উত্তম

٢٦٤. عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيْرِ.

২৬৪. উতবা ইবনে উওয়াইম ইবনে সাইদা আল-আনসারী (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেছেন, তোমাদের কুমারী মেয়ে বিবাহ করা উচিত। কেননা তারা মিষ্টিমুখী, নির্মল জরায়ুধারী এবং অল্পতেই তুষ্ট হয়। (ইবনে মাজাহ-হাদীস: ১৮৬১)

١٦٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ.

২৬৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভ করতে চায় সে যেন স্বাধীন নারীকে বিয়ে করে। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৬২)

٢٦٦. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْكِحُوْا فَاِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمْ.

২৬৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা বিয়ে কর। আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গৌরন্বিত হব।

(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৬৩)

٢٦٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) يَقُوْلُ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ مَالَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ فَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ.

২৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কোন ধরনের মেয়ে বিয়ে করেছ? আমি বললাম, বয়স্কা (সায়্যিবা) নারী বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী মেয়ে এবং তাদের ক্রীড়ার প্রতি কি তোমার আকর্ষণ নেই? আমি (অধঃস্তন রাবী) এ ঘটনা আমর ইবনে দীনারকে জানালে তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলতে শুনেছি, নবী কারীম ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি কেন কুমারী মেয়ের পাণি গ্রহণ করলে না, যাতে তুমি তার সাথে খেল-তামাশা করতে পারবে এবং সেও তোমার সাথে খেলা করতে পারত। (বুখারী-হাদীস : ৫০৮০)

প্রস্তাবিত বিয়ের পূর্বে পাত্রী দেখা

٢٦٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ أَحْرٰى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.

২৬৮. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) এক নারীকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, তুমি গিয়ে তাকে দেখে নাও, কেননা তা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। অত:পর তিনি তাই করলেন এবং তাকে বিয়ে করলেন। পরে তাঁর কাছে তাদের দাম্পত্য সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করা হয়। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৬৫)

٢٧٩. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ اِمْرَاَةً اَخْطُبُهَا فَقَالَ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَجْدَرُ اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَاَتَيْتُ اِمْرَاَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا اِلَى اَبَوَيْهَا وَاَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ كَاَنَّهُمَا كَرِهَا ذٰلِكَ قَالَ فَسَمِعَتْ ذٰلِكَ الْمَرْاَةُ وَهِىَ فِىْ خِدْرِهَا فَقَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَكَ اَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ وَاِلاَّ فَاَنْشُدُكَ كَاَنَّهَا اَعْظَمَتْ ذٰلِكَ قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.

২৬৯. মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী কারীম ﷺ-এর নিকট এসে এক নারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ করলাম। তিনি বলেন, তুমি যাও এবং তাকে দেখে নাও। হয়তো তাতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। সে মতে আমি এক আনসার মহিলার মাধ্যমে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলাম এবং সাথে সাথে নবী ﷺ-এর হাদীসও তাদের অবহিত করলাম। কিন্তু মনে হলো তার পিতা-মাতা এটা অপছন্দ করলো। রাবী বলেন, মেয়েটি পর্দার আড়াল থেকে উক্ত হাদীস শুনে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে পাত্রী দেখার আদেশ দিয়ে থাকলে আপনি দেখে নিন। অন্যথায় আমি আপনাকে শপথ দিচ্ছি (না দেখার জন্য) সে যেন ব্যাপারটিকে অভিনব মনে করল। রাবী বলেন, আমি তাকে দেখে নিলাম এবং তাকে বিয়ে করলাম। পরে মুগীরা (রা) তার সাথে সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৬৬)

বিয়ের জন্য কুমারী ও বিধবা মহিলার মতামত গ্রহণ

٢٧٠. عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلٰى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا اَهْلُهَا اَتُسْتَاْمَرُ اَمْ لاَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ تُسْتَاْمَرُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَاِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذٰلِكَ اِذْنُهَا اِذَا هِيَ سَكَتَتْ.

২৭০. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিধবা স্ত্রীলোকের পরামর্শ ও প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতীত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী স্ত্রীলোককে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। সবাই জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! তার (কুমারী) অনুমতি কিভাবে নেয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নীরব থাকাই তার সম্মতির লক্ষণ অর্থাৎ সেটাই তার অনুমতি। (মুসলিম-হাদীস : ৩৫৪০)

٢٧١. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ وَمُجَمِّعِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَجُلاً مِّنْهُمْ يُدْعٰى خِذَامًا اَنْكَحَ اِبْنَةً لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ اَبِيْهَا فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ اَبِيْهَا فَنَكَحَتْ اَبَا لُبَابَةَ ابْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَذَكَرَ يَحْيٰى اَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا.

২৭১. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ও মুজাম্মে ইবনে ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। খিযাম নামক এক ব্যক্তি তার মেয়েকে বিয়ে দেন। সে তার পিতার এই বিয়ে অপছন্দ করে। মেয়েটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পিতার দেয়া তার এই

বিয়ে বাতিল করে দেন। পরে সেই মেয়ে আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির (রা)-কে বিবাহ করে। ইয়াহইয়া (র) বলেন, সে ছিল সায়্যিবা (বিধবা)।
(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৭৩)

٢٧٢. عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (رضى) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اَبِىْ زَوَّجَنِىْ اِبْنَ اَخِيْهِ لِيَرْفَعَ بِىْ خَسِيْسَتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْاَمْرَ اِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ اَجَزْتُ مَا صَنَعَ اَبِىْ وَلَكِنْ اَرَدْتُ اَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ اَنْ لَيْسَ اِلَى الْاَبَاءِ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ.

২৭২. আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুবতী নবী কারীম ﷺ-এর কাছে হাজির হয়ে বললো, আমার পিতা তার ভ্রাতৃষ্পুত্রকে তার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য আমাকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি মেয়েটির এখতিয়ার ছেড়ে দেন। মেয়েটি বলল, আমার পিতা যা করেছেন তা আমি বহাল রাখলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েরা জানুক যে, বিয়ের ব্যাপারে পিতাদের কোন এখতিয়ার নেই। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৭৪)

٢٧٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِىُّ ﷺ.

২৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একটি কুমারী মেয়ে নবী কারীম ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে অবগত করলেন যে, তার পিতা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দিয়েছে। নবী কারীম ﷺ তাকে (বিয়ে প্রত্যাখ্যানের) অবাধ স্বাধীনতা দিলেন। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৭৫)

অভিভাবক ও সাক্ষী ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়

٢٧٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَّنْ لَا وَلِىَّ لَهُ.

২৭৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে কোন নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তার এ বিয়ে বাতিল, তার এ বিয়ে বাতিল, তার এ বিয়ে বাতিল। কিন্তু তার স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে, তবে সে তার লজ্জাস্থান হালাল মনে করে সংগম করার কারণে তার কাছে মোহরের অধিকারী হবে। অভিভাবকরা যদি বিবাদ করে তবে যার অভিভাবক নেই তার ওলী হবে দেশের শাসক। (তিরমিযী-হাদীস : ১১০২)

٢٧٥. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِىَ الَّتِىْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ـ

২৭৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন কোন মহিলা ওপর কোন নারীকে বিয়ে দেবে না এবং কোন নারী নিজেকেও বিয়ে দেবে না। কেননা যে নারী নিজ উদ্যোগে বিয়ে করে সে যিনাকারিণী।
(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৮২)

٢٧٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْبَغَايَا اللَّاتِىْ يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ـ

২৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, যেসব নারী সাক্ষী ছাড়া নিজেদেরকে বিয়ে দেয় তারা ব্যভিচারিণী, যিনাকারিণী।
(তিরমিযী-হাদীস : ১১০৩)

বিয়েতে নারীদের মোহর প্রাপ্তির অধিকার

٢٧٧. عَنْ أَبِى الْعَجْفَاءِ السُّلَمِىِّ (رضى) قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا لَا تُغَالُوْا صَدَقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْكَانَتْ مَكْرُوْمَةً فِى الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللّٰهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِّنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِّنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوْقِيَةً ـ

২৭৭. আবুল আজফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, সাবধান! তোমরা উচ্চহারে নারীদের মোহর বৃদ্ধি কর না। কেননা তা যদি দুনিয়াতে সম্মানের বস্তু অথবা আল্লাহর কাছে তাকওয়ার বস্তু হত তবে তোমাদের চেয়ে আল্লাহর নবী এ ব্যাপারে বেশি উদ্যোগী হতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বার উকিয়ার বেশি মোহরে তার কোন স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন অথবা তার কোন কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। (তিরমিযী-হাদীস : ১১১৪)

ব্যাখ্যা : আলেমদের মতে এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান এবং বার উকিয়া চার শত আশি দিরহামের সমান।

٢٧٨. عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رضى) عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِىُّ ﷺ نِكَاحَهُ.

২৭৮. আমের ইবনে রবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি এক জোড়া পাদুকার বিনিময়ে বিয়ে করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বিয়ে অনুমোদন করেন। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৮৮)

٢٧٩. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَّتَزَوَّجُهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ لَيْسَ مَعِىْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

২৭৯. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাজির হলে তিনি বলেন, কে তাকে বিয়ে করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি। নবী কারীম ﷺ বলেন, তাকে একটি লোহার আংটি হলেও তা (মোহরস্বরূপ) দাও। সে বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি বলেন, তোমরা কাছে কুরআনের যে অংশ আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৮৯)

٢٨٠. عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيْمَتُهُ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا.

২৮০. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ আয়েশা (রা)-কে একটি ঘরের আসবাবপত্রের বিনিময়ে বিয়ে করেন, যার মূল্য ছিল পঞ্চাশ দিরহাম। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৯০)

বিয়ের পর মোহর ধার্য করার আগেই স্বামীর মৃত্যু হলে

٢٨١. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلاَ وَكَسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْاَشْجَعِىُّ فَقَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَاَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِىْ قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ.

২৮১. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করার পর তার মোহর নির্ধারণ না করে এবং তার সাথে সহবাস করার পূর্বে মারা গেল, তার বিধান কি? ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, স্ত্রীলোকটি তার পরিবারের অপর মেয়েদের সম-পরিমাণ মোহর পাবে, তার কমও নয় বেশিও নয়। সে তার স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালন করবে এবং (তার) ওয়ারিসও হবে। তখন মাকিল ইবনে সিনান আল-আসজাই (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, আপনি যেরূপ ফয়সালা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আমাদের বংশের মেয়ে এবং ওয়াশিকের কন্যা বিরওয়াআ সম্পর্কে অনুরূপ ফয়সালা করেছেন। এটা শুনে ইবনে মাসউদ (রা) খুবই আনন্দিত হন। (তিরমিযী-হাদীস : ১১৪৫)

٢٨٢. عَنْ عَبْدِ (رضى) اللّٰهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ مَعْقِلُ ابْنُ سِنَانٍ الْاَشْجَعِىُّ شَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِىْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذٰلِكَ.

২৮২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে এক মহিলাকে বিয়ে করার পর তার সাথে সহবাস ও

মোহর ধার্য করার পূর্বে মারা গেছে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বললেন, সেই মহিলা মোহর পাবে, উত্তরাধিকারও পাবে এবং তাকে ইদ্দতও পালন করতে হবে। মাকিল ইবনে সিনান আল-আশজাঈ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, তিনি বিরওয়া বিনতে ওয়াশিকের ক্ষেত্রেও এইরূপ অভিমত দিয়েছেন। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৯১)

নারী নিজেকে বিয়ের জন্য পেশ করতে পারে

٢٨٣. عَنْ هِشَامٍ (رضى) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ مِنَ الأَّتِى وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَمَا تَسْتَحْىِ الْمَرْأَةُ اَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَرَى رَبَّكَ اِلاَّ يُسَارِعُ فِىْ هَوَاكَ ـ

২৮৩. হিশাম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওলা বিনতে হাকীম (রা) ঐ মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নিজেদেরকে নবী কারীম ﷺ-এর সামনে বিয়ের জন্য হেবা করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, পুরুষের কাছে নিজেকে হেবা করতে কোন মহিলার কি লজ্জা হয় না? যখন কুরআনের আয়াত "তুরজী মানে তাশাউ মিনহুন্না" অবতীর্ণ হলো, তখন আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনার রব আপনাকে খুশী করার জন্য আপনার মর্জি মাফিক (বিধান অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে) তাড়াতাড়ি করেছেন। (বুখারী-হাদীস : ৫১১৩)

কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা খালার সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না

٢٨٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّاتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ـ

২৮৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, কোন মহিলাকে তার ফুফুর সাথে (বিয়ে বন্ধনে) একত্র করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন মহিলাকে তার খালার সাথেও একত্র করা যাবে না। (মুয়াত্তা-হাদীস : ১১০৮)

٢٨٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا اَوِ الْعَمَّةُ عَلَى اِبْنَةِ اَخِيْهَا اَوِ الْمَرْاَةُ عَلَى خَالَتِهَا اَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ اُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الصُّغْرٰى عَلَى الْكُبْرٰى وَلاَ الْكُبْرٰى عَلَى الصُّغْرٰى ـ

২৮৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মহিলাকে তার ফুফুর সাথে, কোন ফুফুকে তার ভাইঝির সাথে অথবা কোন মহিলা তার খালার সাথে অথবা খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে, ছোট-এর সাথে বড়োকে এবং বড়ো-এর সাথে ছোটকে একত্রে (সতীনরূপে) বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

(তিরমিযী-হাদীস : ১১২৬)

স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম

٢٨٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَى رَجُلٍ جَامَعَ اِمْرَاَتَهُ فِىْ دُبُرِهَا ـ

২৮৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে, আল্লাহ তার দিকে (দয়ার) দৃষ্টিতে তাকান না।

(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৯২৩)

٢٨٧. عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لاَ تَاْتُوا النِّسَاءَ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ ـ

২৮৭. খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। কথাটি তিনি তিনবার বলেন। (অতঃপর বলেন) তোমরা মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করো না।

(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৯২৪)

সহবাস করার সময় যে দোয়া পড়া চাই

٢٨٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاْتِىَ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اَنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا .

২৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চাইল বলবে, "আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতানা ও জান্নিবিশ শাইতানা মা রাযাকতানা।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছ সে ব্যাপারে শয়তান থেকে আমাদেরকে দূরে রাখ এবং শয়তানকেও আমাদের থেকে দূরে রাখ।" এ সহবাসে তাদের মধ্যে যদি কোন সন্তান নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। (মুসলিম-হাদীস : ৩৬০৬)

স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে বা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে স্ত্রীর রাত কাটানো হারাম

٢٩٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ اَنْ تَجِىْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ .

২৮৯. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তার সাথে বিছানায় (শোয়ার জন্য) ডাকে আর স্ত্রী আসতে অস্বীকার করে, তবে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে। (বুখারী-হাদীস : ৩২৩৭)

٢٩٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ .

২৯০. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেছেন, স্ত্রী যখন স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে রাতযাপন করে তখন ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে। (মুসলিম-হাদীস : ৩৬১১)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট হয়ে স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে আলাদা বিছানায় রাত কাটানো স্ত্রীর জন্য হারাম। তবে কোন শরীয়তসম্মত কারণ থাকলে তা ভিন্ন কথা। হায়েয অবস্থায়ও স্বামীর বিছানা থেকে আলাদা থাকার কোন দরকার নেই।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী অন্য কাউকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না

٢٩١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَلاَ تَاْذَنُ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ غَيْرِ اَمْرِهِ فَاِنَّهُ يُوَدّىْ اِلَيْهِ شَطْرَهُ وَرَوَاهُ اَبُو الزِّنَادِ اَيْضًا عَنْ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الصَّوْمِ ـ

২৯১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন নারীর জন্য (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয় এবং কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ছাড়া তার সম্পদ ব্যয় করে, তাহলে স্বামী তার অর্ধেক সাওয়াব পাবে। হাদীসটি সিয়াম অধ্যায়েও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। (বুখারী-হাদীস : ৫১৯৫)

স্ত্রীর গোপন সহবাসের কথা প্রকাশ করা হারাম

٢٩٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِىْ اِلَى امْرَاَتِهِ وَتُفْضِىْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ـ

২৯২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে ঐ লোক যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়, অতঃপর সে স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ ও প্রচার করে দেয়।

(মুসলিম-হাদীস : ৩৬১৫ ও মুসনাদে আহমদ)

٢٩٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْاَمَانَةِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِىْ اِلَى امْرَاَتِهِ وَتُفْضِىْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ـ

২৯৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমানতগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া এবং স্ত্রীরও তার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া; (এবং এর খেয়ানত হচ্ছে) স্ত্রীর এই গোপনীয় ব্যাপারে প্রকাশ করা। (মুসলিম-হাদীস : ৩৬১৬)

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় যেসব কথাবার্তা হয় এবং একে অপরের প্রতি যেসব প্রেমপূর্ণ আচরণ করে থাকে তা বাইরে অন্য পুরুষের কাছে প্রকাশ করা হারাম। এটাকে আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বড় আমানত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এতে লজ্জা ও সম্ভ্রমের দিকগুলো উন্মোচিত হয়ে যায়। সমাজের কল্যাণের জন্যই ইসলাম এগুলোকে গোপন রাখতে নির্দেশ দিয়েছে।

স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষক

٢٩٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ـ

২৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (অভিভাবক) এবং নিজ অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে সে দায়ী। শাসক একজন অভিভাবক এবং কোন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের অভিভাবক (দায়িত্বশীল)। কোন মহিলা তার স্বামী গৃহের ও তার সন্তানদের অভিভাবক (রক্ষক)। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং নিজ অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী-হাদীস : ২৪০৯)

স্ত্রীদেরকে প্রহার করা ঘৃণিত কাজ

٢٩٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ ـ

২৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন নিজ স্ত্রীকে দাসদের মত প্রহার না করে, অত:পর দিনের শেষে তার সাথে সংগমে লিপ্ত হয় (এটা শোভনীয় নয়)। (বুখারী-হাদীস : ৫২০৪)

٢٩٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَّهُ وَلاَ اِمْرَاَةً وَّلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا ـ

২৯৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও তাঁর কোন খাদেমকে অথবা তাঁর কোন স্ত্রীকে মারপিট করেন নি এবং নিজ হাতে অপর কাউকেও প্রহার করেননি। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৯৮৪)

স্ত্রী তার স্বামীর কাছে অন্য মহিলার দৈহিক বর্ণনা দেবে না

٢٩٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْاَةُ الْمَرْاَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَاَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا ـ

২৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, কোন নারী অপর মহিলার সাথে একত্রে থাকার পর তার স্বামীর কাছে এমনভাবে তার দৈহিক বর্ণনা পেশ করবে না, যেন সে তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে। (বুখারী-হাদীস : ৫২৪০/৫২৪১)

ব্যভিচারিণীর উপার্জন হারাম

٢٩٨. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ (رضى) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ـ

২৯৮. আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের বিক্রয় মূল্য, ব্যভিচারিণীর উপার্জন এবং গণক ঠাকুরের আয় নিষিদ্ধ করেছেন। (তিরমিযী-হাদীস : ১২৭৬)

আযল সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম

٢٩٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ اَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَوَ اِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ قَالَهَا ثَلاَثًا مَّا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ هِىَ كَائِنَةٌ ـ

২৯৯. আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা যুদ্ধের গনীমত হিসেবে ক্রীতদাসী পেতাম, আমরা (তাদের সাথে সংগমের সময়) আযল করতাম। আমরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমরা কি বাস্তবকিই তা (আযল) কর। একথা তিনি তিনবার বলেন এবং পরে বলেন, যে আত্মা (প্রাণসমূহ) কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার আসা নির্ধারিত রয়েছে তা অবশ্যই আসবে (অর্থাৎ আযল করা বা না করায় তা প্রতিহত হবে না। (বুখারী-হা: ৫২১০)

٣٠٠. عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ رَجُلاً اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً هِىَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَاَطُوْفُ عَلَيْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اَعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهُ سَيَاْتِيْهَا مَاقُدِّرَلَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ اَخْبَرْتُكَ اَنَّهُ سَيَاْتِيْهَا مَاقُدِّرَلَهَا ـ

৩০০. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমার একটি ক্রীতদাসী রয়েছে। সে আমাদের খেদমত করে এবং পানি এনে দেয়। আমি তার সাথে মিলিত হয়ে থাকি। তবে সে গর্ভবতী হোক তা আমি পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হলে তার সাথে (সহবাসের সময়) আযল কর। তবে তার তকদীরে যা নির্দিষ্ট আছে তা অবশ্যই ঘটবে। কিছুদিন পর লোকটি পুনরায় এসে বলল, ক্রীতদাসীটি গর্ভবতী হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অমি তোমাকে আগেই বলেছি যে, তাকদীরে তার জন্য যা নির্দিষ্ট হয়ে আছে তা অবশ্যই ঘটবে। মুসলিম-হা: ৩৬২৯

٣٠١. عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ ـ

৩০১. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়া অব্যাহত থাকা অবস্থায় আযল করতাম।
(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৯২৭)

٣٠٢. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ اَنْ يُّعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ اِلاَّ بِاِذْنِهَا ـ

৩০২. উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে তার সম্মতি ছাড়া আযল করতে নিষেধ করেছেন।
(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৯২৮)

ব্যাখ্যা : স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গমকালে স্ত্রীর লিঙ্গের বাইরে বীর্যপাত ঘটানোকে আযল বলে।

সহবাসের সময় পর্দা করা

٣٠٣. عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ ـ

৩০৩. উতবা ইবনে আবদ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর কাছে এসে যেন (নির্জন মিলনে) পর্দা (গোপনীয়তা) রক্ষা করে এবং গর্দভের মতো বিবস্ত্র না হয়।
(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৯২১)

٣٠٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ مَا نَظَرْتُ اَوْ مَا رَاَيْتُ فَرْجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ ـ

৩০৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিনি বা তা দেখি নি।
(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৯২২)

দুধপানজনিত কারণে যাদের বিয়ে করা হারাম

٣٠٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ـ

৩০৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বংশীয় সম্পর্কের কারণে যারা হারাম হয়, দুধপানজনিত কারণেও তারা হারাম হয়।
(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৯৩৭)

٣٠٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَاِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

৩০৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর মেয়ের বিয়ে প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি বলেন, সে তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। বংশীয় সম্পর্কের কারণের যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম দুধপানজনিত সম্পর্কের দরুণও অনুরূপ নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৯৩৮)

٣٠٧. عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ (رضى) حَدَّثَتْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ انْكِحْ اُخْتِىْ عَزَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَقُّ مَنْ شَرَكَنِىْ فِىْ خَيْرٍ اُخْتِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَحِلُّ لِىْ قَالَتْ فَاِنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِىْ فِىْ حَجْرِىْ مَا حَلَّتْ لِىْ اِنَّهَا لاِبْنَةُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِىْ وَاَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ اَخَوَاتِكُنَّ وَلاَ بَنَاتِكُنَّ.

৩০৭. উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আপনি আমার বোন আয্যাকে বিয়ে করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি কি পছন্দ কর? তিনি বললেন, হাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর আমি তো আপনার জন্য একা নই। কল্যাণ লাভে আমার শরীক হওয়ার ব্যাপারে আমার বোন আমার কাছে অধিক অগ্রগণ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে আমার জন্য বৈধ নয়। তিনি বলেন, আমরা

তো পরস্পর আলাপ-আলোচনা করছিলাম যে, আপনি আবু সালামা (রা)-এর কন্যা দুররাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। তিনি বলেন, উম্মে সালামার কন্যা? উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে যদি আমার অধীন আমার স্ত্রীর পূর্ব-স্বামীর কন্যা নাও হতো তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কারণ সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। সুয়াইবা (রা) আমাকে এবং তাঁর পিতাকে দুধ পান করিয়েছে। তাই তোমরা তোমাদের বোনদের ও মেয়েদেরকে আমার সাথে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব কর না। (ইবনে মাজাহ-হাদীস :১৯৩৯)

٣٠٨. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ اِلاَّ مَا فَتَقَ الْاَمْعَاءَ فِى الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ـ

৩০৮. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুধ ছাড়ানোর বয়সের পূর্বে স্তনের বোঁটা থেকে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ না গেলে দুধপানজনিত নিষিদ্ধতা কার্যকর হয় না (অর্থাৎ দুধপানের কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয় না)। (তিরমিযী-হাদীস :১১৫২)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী এবং অন্যরা এ হাদীস অনুসারে আমল করার কথা ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, শিশু দুই বছরের কম বয়সে দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে। কিন্তু দুই বছরের পর দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হিসেবে গণ্য হবে না।

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

٣٩. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ـ

৩৯. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, আমি যদি কাউকে অপর কোন ব্যক্তিকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ করতাম তার স্বামীকে যেন সিজদা করে। (তিরমিযী-হাদীস : ১১৫৯)

নোট : আমাদের দেশে প্রচলিত হাদীস বলে স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশত তা হাদীস নয়।

٣١٠. عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَاْتِهِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ ـ

৩১০. তলক ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের প্রয়োজনে ডাকলে সে যেন সাথে সাথে তার কাছে চলে আসে, এমনকি সে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও।
(তিরমিযী-হাদীস : ১১৬০)

٣١١. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا
اِمْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

৩১১. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন মহিলা তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যু বরণ করলে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী-হাদীস : ১১৬১)

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

٣١٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ
الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

৩১২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান। তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।
(তিরমিযী-হাদীস : ১১৬২)

٣١٣. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ (رضى) قَالَ حَدَّثَنِىْ
اَبِىْ اَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ
وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ فَذَكَرَ فِى الْحَدِيْثِ قِصَّةً فَقَالَ اَلَا
وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ
تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ

مُبَرِّحٍ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً اَلاَ اِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَاَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَاْذَنَّ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ اَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ـ

৩১৩. সুলাইমান ইবনে আমর ইবনুল আহ্ওয়াস (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন এবং ওয়াজ-নসীহত করলেন। রাবী এ হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, (তিনি) রাসূল ﷺ বললেন, স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। তারা তোমাদের কাছে বন্দীতুল্য। তাছাড়া তাদের উপর তোমাদের আর কিছু অধিকার নেই, কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতায় লিপ্ত হয় (তবে ভিন্ন কথা)। যদি তারা তাই করে তবে তাদের বিছানা আলাদা করে দাও এবং হালকা প্রহার কর, মারাত্মক প্রহার নয়। যদি তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তবে তাদেরকে নির্যাতন করার অহেতুক অজুহাত অনুসন্ধান কর না। জেনে রাখ! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরও তাদের তেমনি অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল, যেসব ব্যক্তিকে তোমরা পছন্দ কর না তাদেরকে দিয়ে তারা যেন তোমাদের বিছানা পদদলিত না করায় এবং যাদেরকে তোমরা নিকৃষ্ট মনে কর তাদেরকে যেন অন্দর মহলে প্রবেশের অনুমতি না দেয়। জেনে রাখ! তোমাদের উপর তাদের অধিকার, তোমরা তাদের উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। (তিরমিযী-হাদীস : ১১৬৩)

স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষেধ এবং দেবর মৃত্যুতুল্য

٣١٤. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ .

৩১৪. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাবধান! তোমরা মেয়ে লোকের সাথে অবাধে দেখা-সাক্ষাত করবে না। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বলেন, সে তো মৃত্যুতুল? (তিরমিযী-হাদীস : ১১৭১)

ব্যাখ্যা : স্ত্রীলোকদের সাথে অবাধে মেলামেশা করার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে মহানবী ﷺ এর অনুরূপ আরও হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন, "একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোকের সাথে একাকী অবস্থান করলে শয়তান তাদের সাথে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে যোগ দেয়"। "হাম্উ" শব্দের অর্থ 'স্বামীর ভাই'। রাসূল ﷺ দেবরকেও ভাবীর সাথে একাকী অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন।

٣١٥. عَنْ جَابِرٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ قَالَ وَمِنِّىْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ .

৩১৫. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ বলেন, যেসব মহিলার স্বামী অনুপস্থিত, তোমরা তাদের কাছে গমন কর না। কেননা শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের ভেতর (প্রবাহিত) রক্তের মতো বিচরণ করে। আমরা বললাম, আপনার মধ্যেও কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার মধ্যেও। কিন্তু আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন, ভাই সে (আমার) অনুগত (মুসলমান) হয়ে গেছে। (তিরমিযী-হাদীস : ১১৭২)

স্বামীকে কষ্ট দেয়া নিষেধ

٣١٦. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتُؤْذِىْ اِمْرَاَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لاَ تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ اَنْ يُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا .

৩১৬. মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, যখনই কোন স্ত্রীলোক পৃথিবীতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখনই (জান্নাতের) আয়তলোচনা হূরদের মধ্যে তার (ভাবী) স্ত্রী বলেন, হে অভাগিনী! তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! তিনি তো তোমার কাছে ক্ষণস্থায়ী মেহমান। অচিরেই তিনি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। (তিরমিযী-হাদীস : ১১৭৪)

স্ত্রীদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ

٣١٧. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَاِذَا شَهِدَ اَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ اَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَّاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلْعِ اَعْلَاهُ اِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا .

৩১৭. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার কর্তব্য হলো, কোন অপছন্দনীয় অবস্থা বা ঘটনার সম্মুখীন হলে উত্তম কথা বলা অথবা নীরবতা অবলম্বন করা। আর তোমরা মেয়েদের সাথে সৎ ও উত্তম আচরণ কর। কেননা, তাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় (বক্র স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের উপরের দিককার হাড় সবচেয়ে বেশি বাঁকা। যদি তুমি তা সোজা করতে চাও তাহলে তা ভেঙে ফেলবে। আর যদি যেমন আছে তেমনি রাখ তাহলে তা বাঁকাই হতে থাকবে। অতএব তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। (মুসলিম-হা : ৩৭২০)

স্ত্রীর একটি কাজ পছন্দনীয় না হলেও অন্যটি পছন্দনীয় হবে

٣٢٨. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ اَوْ قَالَ غَيْرَهُ .

৩১৮. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারীর প্রতি (স্বামী স্ত্রীর প্রতি) ঘৃণা-বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ না করে, কারণ তার একটি স্বভাব পছন্দনীয় না হলেও অন্য একটি স্বভাব অবশ্যই পছন্দনীয় হবে। (মুসলিম-হাদীস : ৩৭২১)

উত্তম স্ত্রীর গুণাবলি

٣١٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا أَنْظَرَ وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيْمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ .

৩১৯. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, কোন স্ত্রীলোক উত্তম? উত্তরে রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, যে স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট করে দেবে যখন সে তার দিকে তাকাবে, অনুসরণ ও আদেশ পালন করবে যখন সে তাকে কোন কাজের হুকুম করবে এবং স্ত্রীকে নিজের ব্যবহারে এবং নিজের ধন সম্পদের ব্যাপারে সে যা অপছন্দ করে তাতে সে স্বামীর বিরুদ্ধচারণ করবে না। (মুসনাদে আহমদ-হাদীস : ৭৪১৫)।

স্ত্রী যেমন হওয়া উচিত

٣٢٠. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَقُوْلُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَّهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ .

৩২০. আবূ উমামা (রা) থেকে, তিনি নবী কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি প্রায়ই বলতেন, মু'মিনের তাকওয়ার পক্ষে অধিক কল্যাণকর ও কল্যাণ লাভের উৎস হল সচ্চরিত্রবতী এমন একজন স্ত্রী, যাকে সে কোন কাজের আদেশ করলে সে তা অমান্য করে না, তার দিকে তাকালে সে তাকে সন্তুষ্ট করবে। সে যদি তার উপর কোন শপথ প্রদান করে, তবে সে তাকে শপথমুক্ত করবে। সে যদি স্ত্রী কাছ থেকে দূরে চলে যায়, তবে সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে তার কল্যাণ কামনা করবে। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৮৫৭)

٣٢١. أَبُوْا هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ .

৩২১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, একজন স্ত্রীলোক যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথাযথভাবে আদায় করে, রমযান মাসের রোযা রাখে, স্বীয় যৌনাঙ্গ সুরক্ষিত রাখে এবং তার স্বামীর আনুগত্য প্রকাশ করে, তাহলে সে জান্নাতের যে কোন দ্বারপথে ইচ্ছে হবে প্রবেশ করতে পারবে। (ইবনে হিব্বান-হাদীস : ৪১৬৩)

٣٢٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ ـ

৩২২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলে আকরাম ﷺ এরশাদ করেছেন, দুনিয়াটাই জীবন-উপকরণ। আর দুনিয়ার সর্বোত্তম জীবনোপকরণ হল নেককার-সচ্চরিত্রবান স্ত্রী। (মুসলিম-হাদীস : ৩৭১৬)

নারী-পুরুষের বেশ ধারণ ও পুরুষের নারীর বেশ ধারণে অভিসম্পাত

٣٢٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ ـ

৩২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারীদের এবং নারীর সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষদের উপর অভিশাপ করেছেন। (বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ-হাদীস : ৪০৯৯, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : ইবনে জরীর তাবারী এ হাদীসের ভিত্তিতে লিখেছেন, পোশাক ও নারীদের জন্য নির্দিষ্ট অলংকারাদি ব্যবহারের দিক দিয়ে স্ত্রীলোকদের সাথে পুরুষদের সাদৃশ্যকরণ সম্পূর্ণ হারাম। স্ত্রীলোকদের পক্ষেও জায়েয নয় এ সব দিক দিয়ে পুরুষদের সাদৃশ্য করা। এ সাদৃশ্য করার অর্থ, যে সব পোশাক ও অলংকারাদি কেবলমাত্র মেয়েরাই সাধারণত ব্যবহার করে তা পুরুষদের ব্যবহার করা, অনুরূপভাবে যে সব পোশাক ও বেশ-ভূষণ সাধারণত পুরুষেরা ব্যবহার করে থেকে তা স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করা আদৌ জায়েয নয়।

ইবনুল হাজার আসকালানী বলেছেন, কেবলমাত্র পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়েই এ সাদৃশ্য নিষিদ্ধ নয়। চলন-বলনেও একের পক্ষে অপরের সাথে সাদৃশ্য করা, মেয়েদের পুরুষদের মত চলাফেরা করা, কথা বলা এবং পুরুষদের মেয়েদের মত চলাফেরা করা, কথা বলা অবাঞ্ছনীয়। এ ধরণের নারী-পুরুষদের উপর এটিই রাসূলে কারীম ﷺ-এর অভিশাপের তাৎপর্য।

সদ্যজাত শিশুর প্রতি কর্তব্য

٣٢٤. عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ (رضى) قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذَّنَ فِىْ اُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ (رضى) بِالصَّلاَةِ -

৩২৪. আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলে কারীম ﷺ-কে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) পুত্র হাসান-এর কানে সালাতের আযান দিতে দেখেছি, যখন ফাতিমা (রা) তাঁকে প্রসব করেছিলেন।

(তিরমিযী-হাদীস : ১৫১৪ ও আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : সন্তান প্রসব হওয়ার পরই তার প্রতি নিকটাত্মীয়দের কর্তব্য কি, তা এ হাদীসটি হতে আকাত হওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, ফাতিমা (রা) যখন হাসান (রা)-কে প্রসব করেন ঠিক তখনই নবী কারীম ﷺ তার দুই কানে আযানের ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন। এই আযান পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আযানেরই মত ছিল, তা থেকে ভিন্নতর কিছু ছিল না। এ থেকে সদ্যজাত শিশুর কানে এরূপ আযান দেয়া সুন্নত বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

এটি ইসলামী সংস্কৃতিরও একটি জরুরি কাজ। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মানব শিশু যাতে তওহীদবাদী ও আল্লাহর অনন্যতায় বিশ্বাসী ও দ্বীন-ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হয়ে গড়ে উঠতে পারে, সে লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওজিয়া বলেছেন–

وَالْحِكْمَةُ مِنْهُ اَنْ يَّكُوْنَ اَوَّلَ مَا يَطْرُقُ سَمْعَهُ تَكْبِيْرُ اللّٰهِ وَشَهَادَةُ الْاِسْلَامِ -

সদ্যজাত শিশুর কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর তাকবীর-নিরংকুশ শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইলাহ বা মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল– এই উদাত্ত সাক্ষ্য ও ঘোষণার ধ্বনি সর্বপ্রথম যেন ধ্বনিত হতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

٣٢٥. عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَاَذَّنَ فِىْ اُذُنِهِ الْيُمْنَى وَاَقَامَ فِىْ اُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ.

৩২৫. হোসাইন ইবনে আলী (রা) নবী কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কারো কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, পরে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত উচ্চারিত হলে 'উম্মুস্‌সিব্‌ইয়ান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসনাদে আবু ইয়ালা-হাদীস : ৬৭৮০)

ব্যাখ্যা : হাসান (রা) বর্ণিত হাদীসটিতে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত বলার কথা হয়েছে, যদিও এর পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসটিতে কানে শুধু আযান দেয়ার কথা বলা হয়েছে। বাহ্যত দুটি হাদীসের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য মনে হয়। কিন্তু মূলত, এ দুটির মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই।

প্রথম হাদীসটিতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিজের আমল বা কাজের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদীসটিতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিজের কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, সদ্যজাত শিশুর এক কানে আযান ও অপর কানে ইক্বামতের শব্দগুলো উচ্চারিত ও ধ্বনিত হলে তার উপর ইসলামী জীবন গঠনের অনুকূল প্রভাব বিস্তার করবে। এ আযান দুনিয়ায় তার জীবনের প্রথম সূচনাকালের 'তালকীন' বিশেষ। যেমনিভাবে মুমূর্ষাবস্থায় তার কানে অনুরূপ শব্দ ও বাক্যসমূহ তালকীন করা হয়। এতে জীবনের সূচনা ও শেষ–এর মধ্যে একটা পূর্ণ মিল সৃষ্টি হয়।

সন্তানের নামকরণ

٣٢٦. عَنْ اَبِىْ مُوْسَى (رضى) قَالَ وُلِدَ لِىْ غُلاَمٌ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ اِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَكَانَ اَكْبَرَ وَلَدُ اَبِىْ مُوْسَى.

৩২৬. আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী কারীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটি খেজুর দিয়ে তিনি তার

'তাহ্নীক' করলেন। আর তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। অতঃপর তাকে আমার কোলে ফিরিয়ে দিলেন। ইবরাহীম ছিল আবু মূসার বড় সন্তান।

(বুখারী-হাদীস : ৫৪৬৭)

ব্যাখ্যা : খেজুর মুখে চিবিয়ে নরম করে সদ্যজাত শিশুর মুখের উপরের তালুতে লাগিয়ে দেয়াকে পরিভাষায় 'তাহ্নীক' (تَحْنِيْكٌ) বলা হয়।

এ হাদীসটিতে দুটি কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হল, সদ্যজাত শিশুর নামকরণ। আর দ্বিতীয়টি হল, সদ্যজাত শিশুর 'তাহ্নীক' করা।

নামকরণ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা ভঙ্গি হতে স্পষ্ট বুঝা যায়, সদ্যজাত শিশুর নামকরণে দেরী করা বাঞ্ছনীয় নয়। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, সদ্যজাত শিশুর নামকরণ পর্যায়ে দুধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক পর্যায়ের হাদীস হতে জানা গেছে, সপ্তম দিনে আকীকাহ্ করার সময় নামকরণ করতে হবে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীসে বলা হয়েছে, শিশুর জন্মের পর-পরই অবিলম্বে নাম রাখতে হবে। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীসসমূহ অধিক সহীহ।

٣٢٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا .

৩২৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ হাসান ও হুসাইন (রা)-এর আকীকাহ্ করলেন জন্মের সপ্তম দিনে এবং তাদের দুজনের নাম রাখলেন। (ইবনে হাব্বান-হাদীস : ৫৩১১)

আকীকাহ্

٣٢٨. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضى) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْعُقُوْقَ وَكَانَّهُ كَرِهَ الْاِسْمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا نَسْئَلُكَ عَنْ اَحَدِنَا يُوْلَدُ لَهُ قَالَ مَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّنْسُكَ عَنْ وَلَدِهٖ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَّاَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ .

৩২৮. আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা এবং দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ-কে 'আকীকা' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন 'উকূক্' পছন্দ করেন না। ... সম্ভবত তিনি এ নামটাকে অপছন্দ করেছেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কি করতে হবে, তখন নবী কারীম ﷺ বললেন, যদি কেউ নিজের সন্তানের নামে যবেহ করা পছন্দ করে, তাহলে তা যবেহ করা উচিত। পুত্র সন্তান জন্মিলে দুটি সমান সমান আকারের ছাগী এবং কন্যা সন্তান জন্মিলে তার পক্ষ থেকে একটি ছাগী যবেহ করতে হয়। (মুসনাদে আহমদ-হাদীস : ৬৮২২)

ব্যাখ্যা : اَلْعَقِيْقَةُ শব্দের মূল হল اَلْعَقُّ-এর অর্থ কর্তন করা বা কেটে ফেলা। আসমায়ী বলেছেন, সন্তান মাথায় যেসব চুল নিয়ে জন্মে মূলত তাকেই 'আকীকাহ্' বলা হয়। সন্তানের জন্মগ্রহণের পর তার নামে যে জন্তু যবেহ করা হয়, প্রচলিত কথায় এর নাম রাখা হয়েছে 'আকীকাহ্'। এর কারণ হল, এ জন্তু যবেহ করার সময় সদ্যজাত শিশুর প্রথমে মাথা মুণ্ডন করা হয়। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, أَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذٰى 'তাঁর কষ্টদায়ক ও ময়লাযুক্ত চুল দূর করে দাও।'

٣٢٩. عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى .

৩২৯. সালমান ইবনু আমির যব্বী (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ছেলের (জন্মের সাথে সাথে) আক্বীক্বাহ করা আবশ্যক। তাই তার পক্ষ থেকে তোমরা রক্ত প্রবাহিত কর অর্থাৎ পশু জবেহ কর এবং তার থেকে কষ্ট দূর কর।" (বুখারী-হাদীস : ৫৪৭২)

٣٣٠. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ .

৩৩০. মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, হে মুয়ায! দাস মুক্তি বা বন্দী মুক্তি অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় কাজ আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে আর কিছু সৃষ্টি করেননি। অনুরূপভাবে তালাক অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয় কাজ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে আর কিছুই সৃষ্টি করেন নি। (দারে কুত্নী)

٣٣١. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَلْعَبُوْنَ بِحُدُوْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَحَدُهُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ .

৩৩১. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, লোকদের কি হলো যে, তারা আল্লাহর বিধান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে? তোমাদের কেউ বলে, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে আবার ফিরিয়ে নিলাম, তোমাকে আবার তালাক দিলাম। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ৩৯৮৪)

ব্যাখ্যা : 'তালাক' শব্দের আভিধানিক অর্থ ছেড়ে দেয়া, বন্ধনমুক্ত করা' বিচ্ছেদ ঘটানো। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, 'স্ত্রীকে বিয়ে-বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়া।' আল্লাহ তাআলা যেসব জিনিস হালাল করেছেন, তালাক তার মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য হালাল জিনিস।

"ইসলামী শরীআতে তালাক দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে একটি অপরিহার্য প্রয়োজন ও নিরুপায়ের উপায় হিসেবে। তাই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার পর এর প্রয়োগ করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে বিভিন্ন পন্থায় তার সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। এমনকি উভয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনবোধে সালিশও নিযুক্ত করা যেতে পারে, কুরআনে যার সরাসরি প্রস্তাব রয়েছে। (সূরা নিসা : ৩৫)

স্বামী-স্ত্রী যদি দেখে যে, উভয়ের একত্রে বসবাসের আর কোন সুযোগ নেই, কেবল তখনই তালাকের পথ বেছে নেয়া যেতে পারে। তাও একই সময় তিন তালাক দিয়ে একই আঘাতে দাম্পত্য সম্পর্কে ছিন্ন করতে কঠোরভাবে নিষেধ

করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তিন মাসে তিন তালাক অথবা মাত্র এক তালাক দিয়ে ইদ্দত পালনের জন্য রেখে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এর মধ্যেও যদি সম্পর্ক উন্নয়নের একটা পথ সৃষ্টি হয়ে যায়।

কিন্তু অধিকাংশ লোক তালাকের সুষ্ঠু পন্থা সম্পর্কে অবহিত নয়। অনেকেই রাগের বশে স্ত্রীর মুখে একই সময় তিন তালাক প্রদান করে সর্বশেষ সুযোগটুকুও হাতছাড়া করে ফেলে। অতঃপর এর মারাত্মক পরিণতি সামনে উপস্থিত দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুফতীদের কাছে গিয়ে মিথ্যা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয় এবং বৈধ স্ত্রীকে অবৈধ করে হারাম পন্থায় ঘর-সংসার করে।

তালাক দেয়ার যথার্থ নিয়ম (ইদ্দত অনুযায়ী)

٣٣٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدُ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

৩৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তিনি তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে নির্দেশ দাও সে যেন তার স্ত্রীকে 'রুজু' করে (ফিরিয়ে নেয়) এবং ঋতু থেকে পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুবতী হয়ে (পুনরায়) পাক না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী হিসেবে রেখে দেয়। এই ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে আদেশ করেছেন। (বুখারী-হাদীস : ৫২৫১)

٣٣٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ اَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

৩৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহবাসমুক্ত পবিত্র অবস্থায় (তুহরে) তালাক প্রদান হচ্ছে যথার্থ নিয়মের (সুন্নাত) তালাক। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২০২০)

٣٤٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ فِىْ طَلَاقِ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِقَةً فَاِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ حَيْضَةٌ -

৩৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সুন্নত (যথার্থ নিয়মের) তালাক সম্পর্কে বলেন, স্বামী স্ত্রীকে তার (সহবাসমুক্ত) প্রতি তুহরে এক তালাক দেবে এবং সে তৃতীয় তুহরে (পবিত্রতা) পৌঁছলে তাকে শেষ তালাক দেবে। এরপর সে এক হায়েযকাল পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

(ইবনে মাজাহ-হা: ২০২১

ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া তালাক দেয়া হারাম

٣٣٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ اِمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِيُرَا جِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ فَمَهُ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَقَالَ اَبُوْمَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَىَّ بِتَطْلِيْقَةٍ -

৩৩৫. আনাস ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। উমর (রা) নবী কারীম ﷺ-এর নিকট গিয়ে তা বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ বললেন, সে তার স্ত্রীকে রুজু করুক। আমি বললাম, এই তালাক কি গণনা করা হবে? তিনি বলেন, অবশ্যই। অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে তার স্ত্রীকে রুজু করার নির্দেশ দাও। আমি বললাম, (এটা কি তালাক) গণ্য হবে? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর কোন ব্যক্তি যদি অসহায় ও নির্বোধ হয়? অন্য একটি সনদে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেছেন, আমার এ ব্যাপারটি এক তালাক হিসেবে গণ্য হয়েছিল। (বুখারী-হাদীস : ৫২৫২)

পবিত্র অবস্থায় কিংবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক প্রদান

٣٣٦. عَنِ ابْنَ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَسَاَلَ عُمَرُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَا جِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا اَوْ حَامِلاً ۔

৩৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বিষয়টি নবী কারীম ﷺ-এর কাছে জানালেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহকে তার স্ত্রীকে 'রুজু' করতে বল। পরে যেন সে তাকে পবিত্র অবস্থায় কিংবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেয়। (মুসলিম-হাদীস : ৩৭৩২)

এক সাথে তিন তালাক দিলে

٣٣٧. عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ (رضى) قَالَ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ طَلاَقِكِ قَالَتْ طَلَّقَنِىْ زَوْجِىْ ثَلاَثًا وَهُوَ خَارِجٌ اِلَى الْيَمَنِ فَاَجَازَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ۔

৩৩৭. আমের আশ্‌শাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা)-কে বললাম, আপনার তালাকের ঘটনাটি আমাকে বলুন। তিনি বলেন, আমার স্বামী ইয়ামানে থাকা অবস্থায় আমাকে তিন তালাক দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে জায়েয গণ্য করেন। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২০২৪)

٣٣٨. عَنْ طَاوُسٍ (رضى) اَنَّ اَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ اَلَمْ يَكُنِ الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِى الطَّلاَقِ فَاَجَازَهُ عَلَيْهِمْ ۔

৩৩৮. তাউস (র) থেকে বর্ণিত। আবু সাহ্‌বা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনার জানা তথ্য সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করুন। রাসূল ﷺ-এর পবিত্র যুগে এবং আবু বকরের খেলাফতকালে কি একই সময় দেয়া তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো না? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন,

হ্যাঁ, তাই ছিল। কিন্তু উমর ইবনুল খাত্তাবের খেলাফতকালে লোকেরা অনবরত একসাথে তিন তালাক দিতে থাকলে তিনি এর অনুমতি প্রদান করলেন। (অর্থাৎ তখন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, কেউ এক সাথে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করলে তা তিন তালাক বলেই গণ্য করা হবে।'

(মুসনাদে আবু আওয়ানাহ -হাদীস : ৪৫৩৫)

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল (রা) এবং জমহুরের মতে, একই সময় তিন তালাক দিলে তা তিন তালাক বলেই গণ্য হবে।

তালাকপ্রাপ্তা এবং স্বামী মরে যাওয়া গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসবের পর পরই বিয়ে ভেঙে যায় এবং সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে

٣٣٩. عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ (رضى) اَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ اُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ عُقْبَةَ فَقَالَتْ لَهُ وَهِىَ حَامِلٌ طَيِّبْ نَفْسِى بِتَطْلِيْقَةٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ فَقَالَ مَا لَهَا خَدَعَتْنِىْ خَدَعَهَا اللّٰهُ ثُمَّ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ سَبَقَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ اُخْطُبْهَا اِلٰى نَفْسِهَا ـ

৩৩৯. যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু কুলসুম বিনতে উকবা (রা) ছিলেন তার স্ত্রী। তিনি তার গর্ভাবস্থায় যুবাইর (রা)-কে বলেন, আমাকে এক তালাক দিয়ে সন্তুষ্ট করুন। তিনি তাকে এক তালাক দিলেন, অতঃপর সালাত পড়তে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখেন যে, তার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেছে। যুবাইর (রা) বললেন, সে কেন আমাকে প্রতারিত করল! আল্লাহ যেন তাকেও প্রতারিত করেন। এরপর তিনি নবী কারীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাবের বর্ণনানুযায়ী তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। তাকে (অন্যরা) বিয়ের প্রস্তাব দাও। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২০২৬)

٣٤٠. عَنْ اَبِى السَّنَابِلِ (رضى) قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيْبَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ اَمْرُهَا لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضٰى اَجَلُهَا ـ

৩৪০. আবুস সানাবিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসলাম গোত্রের হারিসের কন্যা সুবাইআ তার স্বামীর মৃত্যুর বিশাধিক দিন পর একটি সন্তান প্রসব করেন। তিনি নিফাস (সন্তান প্রসবজনিত ঋতু) হওয়ার পর নতুন পোশাক পড়তে লাগলেন (অর্থাৎ সাজগোজ করতে লাগল)। এতে তার প্রতি দোষারোপ হতে থাকলে বিষয়টি নবী কারীম ﷺ-কে অবহিত করা হয়। তিনি বলেন, সে তা করতে পারে, কারণ তার ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়েছে। (ইবনে মাজাহ-হা: ২০২৭)

٣٤١. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (رضى) اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاتِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ اٰخِرَ الْاَجَلَيْنِ وَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِيْنَ تَضَعُ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَا مَعَ ابْنِ اَخِيْ يَعْنِيْ اَبَا سَلَمَةَ فَاَرْسَلُوْا اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاتِ زَوْجِهَا بِيَسِيْرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَتَزَوَّجَ .

৩৪১. সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) গর্ভবতী ও বিধবা স্ত্রীলোকের ইদ্দত সম্পর্কে আলোচনা করলেন, যে স্ত্রী স্বামী মারা যাওয়ার পরপর সন্তান প্রসব করে (তার ইদ্দত কখন পূর্ণ হবে)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দুই মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদই হবে তার ইদ্দতকাল। আবু সালামা (রা) বলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে তার বিয়ে করা জায়েয হবে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আমার ভ্রাতুষ্পত্র আবু সালামার সাথে একমত। তারা বিষয়টি মীমাংসার জন্য নবী কারীম ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে (লোক) পাঠান। তিনি বলেন, সুবাইয়া আসলামিয়া তার স্বামীর মৃত্যুর কিছু দিন পরই সন্তান প্রসব করে। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফতোয়া জানতে চাইলে তিনি তাকে বিয়ের অনুমতি দেন। (তিরমিযী-হাদীস : ১১৯৪)

٣٤٢. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ سُبَيْعَةَ اَنْ تَنْكِحَ اِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا .

৩৪২. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ সুবাইআ (রা)-কে তার নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পরপরই বিয়ে করার অনুমতি দেন।
(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২০২৯)

তিন তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দত চলাকালে বাসস্থান ও খোরপোষ পাওয়া প্রসঙ্গে

٣٤٣. عَنِ الشَّعْبِيِّ (رضى) قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِى زَوْجِى ثَلاَثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ نَفَقَةَ قَالَ مُغِيْرَةُ فَذَكَرْتُهُ لاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ اِمْرَأَةٍ لاَ نَدْرِى اَحَفِظَتْ اَمْ نَسِيَتْ وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.

৩৪৩. শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কায়েসের কন্যা ফাতিমা (রা) বলেন, আমার স্বামী নবী কারীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় আমাকে তিন তালাক প্রদান করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাকে) বলেন, তুমি বাসস্থান এবং ভরণ-পোষণও পাবে না। মুগীরা (রা) বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈর কাছে একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, একজন মহিলার কথায় আমরা আল্লাহ্র কিতাব ও আমাদের নবী কারীম ﷺ-এর সুন্নাত ত্যাগ করতে পারি না। সে কি স্মরণ রাখতে পেরেছে না ভুল করেছে তা আমাদের জানা নেই। উমর (রা) তিনি তালাকপ্রাপ্তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যবস্থা করেছেন।
(তিরমিযী-হাদীস : ১১৮০)

٣٤٤. عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاَرْسَلَتْ عَائِشَةُ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ اِتَّقِ اللّٰهَ وَارْدُدْهَا اِلَى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِىْ

حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِىْ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَوْمَا بَلَغَكِ شَاْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لاَ يَضُرُّكَ اَلاَّ تَذْكُرَ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ اِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ -

৩৪৪. কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ ইবনুল আস আবদুর রহমান ইবনুল হাকেমের কন্যাকে (তার স্ত্রীকে) তালাক দেন। আবদুর রহমান তার মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) মদীনার গভর্নর মারওয়ানকে বলে প্রেরণ করেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং তাকে তার ঘরে ফেরত পাঠাও।

মারওয়ান বলল, আবদুর রহমান ইবনুল হাকাম, যুক্তিতে আমাকে পরাজিত করেছে। কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেন, মারওয়ান আয়েশা (রা)-কে বলল, আপনার কি ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা স্মরণ নেই? তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণনা না করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। মারওয়ান বলল, আপনি যদি মনে করেন, ফাতিমার ঘটনায় একটা অসুবিধা ছিল, তাহলে এ দম্পতির ক্ষেত্রেও ঐ জাতীয় কিছু অসুবিধা রয়েছে। বুখারী-হাদীস : ৫৩২২, ৫৩২১

ব্যাখ্যা : স্বামী সঙ্গমপ্রাপ্ত স্ত্রীর যে হায়েয হয়, তালাকের পর তিনবার হায়েয হওয়ার সময়টাই তার 'ইদ্দত'। রিজয়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী স্বামীর ঘরেই ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত পালনকালে সে স্বামীর কাছ থেকে বসবাসের ঘর ও খরচপাতি পাওয়ার অধিকারী। গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তার এটা পাওয়ার অধিকার থাকবে না।

স্বামী যদি তাকে বের করে দেয় তবে সে গুনাহগার হবে। বায়েন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তালাকদাতা স্বামীর কাছে বসবাসের ঘর ও খরচপাতি পাবে কি না– এ সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে সে খোরপোষ পাবে না। উমর (রা) ও আবু হানীফা (রা)-এর মতে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে। ইমাম মালেক ও শাফিয়ীর মতে সে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর বাড়ি পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ বাসস্থান পাবে; কিন্তু ভরণপোষণ পাবে না।

٣٤٥- عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا قَالَتْ مَالِفَاطِمَةَ اَلاَّ تَتَّقِى اللّٰهَ تَعْنِىْ فِىْ قَوْلِهَا لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ -

৩৪৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমার কি হল, সে কি আল্লাহকে ভয় করে না? অর্থাৎ তার এ কথা বলার সময় যে, (তালাকপ্রাপ্ত নারী) খোরাপোষ ও বাসস্থানের অধিকারী নয়। (বুখারী-হাদীস : ৫৩২৩, ৫৩২৪)

ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা : ফাতেমা বিনতে কায়েস ছিলেন সর্বপ্রথম হিজরতকারিণী নারীদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি খুব বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী রমণী ছিলেন। আবু আমর ইবনে হাফস-এর সাথে তার পরিণয় সূত্র ঘটে। নবী কারীম ﷺ যখন আলী (রা)-কে ইয়ামেন প্রেরণ করেন, তখন আবু আমরও তার সাথে সেখানে গমন করেন। সেখান থেকেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে পাঠান। তিনি তার দুই চাচাত ভাইকে খোরপোষ বাবদ তাকে কিছু খেজুর ও যব দেয়ার জন্য বলে দেন। খোরপোষের পরিমাণটা কম হওয়ায় তিনি নবী কারীম ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করেন।

তিনি তাকে বলেন, তুমি বাসস্থান ও খোরপোষ পাওয়ার অধিকারী নও। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, এটা ছিল তার জন্য শাস্তি স্বরূপ। কারণ তিনি স্বামীর স্বজনদের সাথে দূর্ব্যবহার করতেন বলে কথিত আছে।

যে সব তালাকপ্রাপ্ত নারীকে ইদ্দত পালন করতে হয় না তারা তালাকদাতা স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষ ও বাসস্থান প্রাপ্তির অধিকারী হয় না। কারণ তারা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পরপরই অপর পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু যে সব তালাকপ্রাপ্ত নারীকে ইদ্দত পালন করতে হয় তারা ইদ্দতের মেয়াদকালের জন্য তাদের তালাকদাতা স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ط وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ ـ

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বসবাস করা ঠিক, তাদেরকে তথায় বসবাস করার অনুমতি দাও। তাদেরকে সংকটে ফেলবার জন্য উত্যক্ত করা ঠিক নয়। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে। তারা যদি তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায় তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দিবে।" (সূরা তালাক : ৬)।

মহানবী ﷺ বলেন, তালাকপ্রাপ্ত নারী ইদ্দতকাল পর্যন্ত খোরপোষের অধিকারী হবে। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

উমর ফারুক (রা) তার খেলাফতকালে এই আদেশ জারি করেন যে, তালাকপ্রাপ্ত নারী তার ইদ্দতকাল পর্যন্ত তার তালাকদাতা স্বামীর কাছে থেকে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবার অধিকারী হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) মাযহাব মতে তালাকপ্রাপ্ত নারী তার ইদ্দতকাল পর্যন্ত খোরপোষ ও বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী হবে। (কুরতুবীর আহ্কামুল কুরআন, ১ম, পৃ. ১৬৭)

যে সব বাক্যে তালাক সংঘটিত হয়

٣٤٦. عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ (رضى) قَالَ سَاَلْتُ الزُّهْرِيَّ اَىُّ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا اُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ اَلْحِقِى بِاَهْلِكَ.

৩৪৬. (আবদুর রহমান) আল আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মুহাম্মদ ইবনে আসলাম) যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী কারীম ﷺ-এর কোন স্ত্রী তাঁর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন? তিনি (যুহরী) বলেন, উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল জাওনের কন্যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আনলে এবং তিনি তার নিকটবর্তী হলে সে বলল, আমি আপনার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন তিনি রাসূল ﷺ তাঁকে বলেন, যিনি সবচেয়ে বড়, তুমি তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেছ। তাই তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। (বুখারী-হাদীস : ৫২৫৪)

স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিলে

٣٤٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا.

৩৪৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল ﷺ-কে (তাঁর স্ত্রীত্বে থাকা বা তাঁকে পরিত্যাগ করার) এখতিয়ার প্রদান করেন। আমরা তাঁকেই গ্রহণ করি। তাই রাসূল ﷺ একে তালাক গণ্য করেননি। (ইবনে মাজাহ-হা : ২০৫২)

ব্যাখ্যা : স্বামী যদি নিজের তালাকের অধিকার স্ত্রীর উপর ন্যস্ত করে থাকে এবং স্ত্রী যদি এই অধিকার প্রয়োগ করে, তবে এ ধরনের তালাককে আইনের পরিভাষায় 'তালাকে তাফবীয' (طَلَاقٌ تَفْوِيْضٌ) বলে। ইমাম মালেকের মতে,

তাফবীয তালাকের মাধ্যমে তিন তালাক পতিত হয় এবং ইমাম শাফিঈর মতে এক রিজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক পতিত হয়। ইমাম আহমদও শাফিঈর অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

হানাফী মাযহাবের ফিক্হ গ্রন্থ হিদায়ায় উল্লেখ রয়েছে, তাফবীয তালাকের মাধ্যমে এক রিজঈ তালাক পতিত হয়। কেউ বলেছেন, এটা ভুলবশত: বলা হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, এ সম্পর্কিত দু'টি অভিমত রয়েছে। একটি হচ্ছে, তাতে রিজঈ তালাক হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এক বায়েন তালাক হয়। এই শেষোক্ত মতটিই অধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। কেননা 'শারহুল-বিকায়া' নামক ফিকহ্ গ্রন্থে এক বায়েন তালাকের কথা উল্লেখ রয়েছে।

খোলা তালাক

٣٤٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِىْ دِيْنٍ وَلَا خُلُقٍ اِلَّا اَنِّىْ اَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَاَمَرَهُ فَفَارَقَهَا .

৩৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের স্ত্রী নবী কারীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সাবেতের দ্বীনদারী বা চরিত্রগত কারণে তার সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি কুফরীর (অকৃতজ্ঞ হয়ে যাওয়ার) ভয় করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি কি তার বাগান তাকে ফেরত দেবে? সে বলল, হ্যাঁ। সে তার বাগান তার কাছে হস্তান্তর করল। তিনি সাবেতকে নির্দেশ দিলেন তার স্ত্রীকে আলাদা করে দেয়ার জন্য। ফলে সে তাকে আলাদা (তালাক) করে দিল। (বুখারী-হাদীস : ৫২৭৬)

ব্যাখ্যা : সূরা বাকারার ২২৯ নং আয়াতের মর্ম অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে তার কাছ থেকে যে তালাক আদায় করে, আইনের পরিভাষায় তাকে 'খোলা' বলে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে ঘরোয়াভাবে কোন চুক্তি হয়ে গেলে তদনুযায়ী মীমাংসা হবে। অন্যথায় ইসলামী আদালত এ ব্যাপারে যে মীমাংসা প্রদান করবে উভয়েই তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। খোলার মাধ্যমে বাইন তালাক হয়। তারা আবার বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তা জায়েয।

খোলার পর স্ত্রীলোকটিকে মাত্র এক হায়েযকাল পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হয়। এটা মূলত ইদ্দত নয়, বরং স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জন্য।

٣٤٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ اِمْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ .

৩৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাবিত ইবনে কায়েস (রা)-এর স্ত্রী নবী কারীম ﷺ-এর যুগে তার স্বামীর কাছ থেকে খোলা (তালাক) আদায় করে। নবী কারীম ﷺ তাকে এক হায়েযকাল পর্যন্ত ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন। (তিরমিযী-হাদীস : ১১৮৫)

ব্যাখ্যা : খোলা তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ইদ্দতের মেয়াদ সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। রাসূল ﷺ-এর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলেম বলেছেন, খোলা (তালাক) গ্রহণকারী মহিলাকেও তালাকপ্রাপ্ত মহিলার অনুরূপ তিন হায়েযকাল পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, কূফাবাসী আলেমগণ, আহমদ ও ইসহাক (র)ও এই অভিমত ব্যক্ত করেন। অপর একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, খোলা গ্রহণকারিণীর ইদ্দত এক হায়েযকাল।

খোলা তালাক দাবি করা নিন্দনীয়

٣٥٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَسْاَلُ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِىْ غَيْرِ كُنْهِهٖ فَتَجِدَ رِيْحَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا .

৩৫০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, যে স্ত্রীলোক একান্ত অনন্যোপায় অবস্থা ছাড়া, স্বামীর কাছে তালাক দাবি করে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের (পথের) দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২০৫৪)

٣٥١. عَنْ ثَوْبَانَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ سَاَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِىْ غَيْرِ مَا بَاْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ .

৩৫১. সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে নারী তার স্বামীর কাছে একান্ত অসুবিধা ব্যতীত তালাক দাবি করে থাকে, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২০৫৫)

তালাকের পর সন্তান লালন

৩৫২. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ اِنَّ اِمْرَأَةً اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اِبْنِىْ هٰذَا كَانَ بَطْنِىْ لَهُ وِعَاءً وَحُجْرِىْ لَهُ حِوَاءً وَثَدْىَّ لَهُ سِقَاءً وَاِنَّ اَبَاهُ طَلَّقَنِىْ وَزَعَمَ اَنْ يَّنْتَزِعَهُ مِنِّىْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِىْ -

৩৫২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একজন স্ত্রী লোক নবী কারীম ﷺ-এর নিকট আগমন করল। অতঃপর বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এই পুত্রটি আমার সন্তান। আমার গর্ভই ছিল তার গর্ভাধার, আমার কোলই ছিল তার আশ্রয়স্থল, আর আমার স্তনদ্বয়ই ছিল তার পানপাত্র। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে এবং তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার পরিকল্পনা করছে। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি যতদিন বিয়ে না করবে ততদিন তার লালন পালনের ব্যাপারে তোমার অধিকার অগ্রগণ্য।

(আবু দাউদ-হাদীস : ২২৭৮, আহমদ-হাদীস : ৬৭০৭)

৩৫৩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَاَرَادَتْ اَنْ تَاْخُذَ وَلَدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْهِمَا فَقَالَ الرَّجُلُ مَنْ يَّحُوْلُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَبِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلاِبْنِ اِخْتَرْ اَيُّهُمَا شِئْتَ فَاخْتَارَ اُمَّهُ فَذَهَبَتْ بِهِ -

৩৫৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন স্ত্রীলোক রাসূল ﷺ-এর কাছে আগমন করল, যাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিল, সে তার সন্তানকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। নবী কারীম ﷺ বললেন, তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন 'কোরয়া' (লটারী) কর। তখন পুরুষটি বলল, আমার ও আমার পুত্রের মধ্যে কে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে? তখন নবী কারীম ﷺ পুত্রটিকে বললেন, তোমার পিতা ও মাতা দু'জনের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুমি গ্রহণ কর। অতঃপর ছেলেটি তার মাকে গ্রহণ করল এবং মা তার পুত্রকে নিয়ে চলে গেল।

(মুসনাদে আহমদ-হাদীস : ৯৭৭০)

যিহার ও যিহারের কাফফারা

٣٥٤. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ (رضى) أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِّنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلاً فَأَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لاَ أَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ أَجِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو أَعْطِهِ ذٰلِكَ الْعَرَقَ (وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا) أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا .

৩৫৪. আবু সালামা ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। বায়াদা গোত্রের সালমান ইবনে সাখর আনসারী তার স্ত্রীকে তার মায়ের পিঠের সাথে সাদৃশ্য করল (যিহার করল)। তখন ছিল রমযান মাস। এই মাসের অর্ধেক চলে যাওয়ার পর এক রাতে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি অবগত করল। রাসূল ﷺ তাকে বলেন, একটি ক্রীতদাস মুক্ত কর। সে বলল, তা করার সামর্থ্য আমার নেই। তিনি বলেন, একাধারে দু'মাস রোযা রাখ। সে বলল, তা করারও সামর্থ্য আমার নেই। তিনি বলেন, ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে বলল, আমার এই সামর্থ্যও নেই। তখন রাসূল ﷺ ফারওয়া ইবনে আমর (রা)-কে বলেন, তাকে খেজুরের এই থলেটা দাও যাতে সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাতে পারে।
(তিরমিযী-হাদীস : ১২০০

ব্যাখ্যা : যিহারের কাফফারা নির্ধারণের ব্যাপারে আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

٣٥٥. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (رضى) قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ تَبَارَكَ الَّذِيْ وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ إِنِّيْ لَأَسْمَعُ كَلاَمَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ

وَيَخْفَى عَلَىَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ تَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَلَ شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى اِذَا كَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَشْكُوْ اِلَيْكَ فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيْلُ بِهٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ (قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي اِلَى اللّٰهِ ...)

৩৫৫. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, বরকতময় সেই সত্তা যাঁর শ্রবণশক্তি সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। আমি সালাবার কন্যা খাওলা (রা)-এর কিছু কথা শ্রবণ করলাম এবং কিছু কথা আমার অজানা থেকে যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন।

তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমার যৌবন উপভোগ করেছে এবং আমি আমার পেট থেকে তাকে অনেক সন্তান উপহার দিয়েছি। অবশেষে আমি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলাম এবং সন্তানদানে অক্ষম হলাম, তখন সে আমার সাথে যিহার (তুলনা) করেছে। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে আমার অভিযোগ পেশ করছি। অতঃপর বেশি সময় অতিবাহিত না হতেই জিবরাঈল (আ) এই আয়াতগুলো নিয়ে হাজির হলেন, "আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে নিজের স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্র দরবারেও ফরিয়াদ করছে ...।" [সূরা মুজাদালা : ১] (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২০৬৩)

ব্যাখ্যা : যিহার' (ظِهَارٌ) শব্দটি যাহ্র (ظَهْرٌ) শব্দ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ সওয়ারী– যা উপর সওয়ার হওয়া যায়। জন্তুযানকে আরবি ভাষায় যাহ্র বলা হয়। কেননা এর পিঠের উপর সওয়ার হওয়া যায়, আরোহণ করা হয়। আইনের পরিভাষায় কোন মাহ্রাম স্ত্রীলোকের বা তার দেহের বিশেষ অংশের সাথে নিজের স্ত্রীকে তুলনা করাকে যিহার বলে। যেমন, 'তুমি আমার মায়ের মত' বা 'কন্যার মত' বা 'তুমি আমার জন্য এমন– যেমন আমার মায়ের পিঠ' ইত্যাদি। এর অর্থ হচ্ছে, তোমার সাথে সহবাস করা আমার জন্য হারাম। যিহার করা সুস্পষ্টভাবে কবীরা গুনাহ।

যিহারের আইনগত অবস্থা এই যে, যিহার করার সাথে সাথেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় না। স্ত্রী পূর্বের মত স্ত্রীই থেকে যায়, তবে সাময়িকভাবে স্বামীর জন্য

হারাম হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত যিহারের কাফ্ফারা আদায় হিসেবে–

১. একটি দাস মুক্ত করে। এই সামর্থ্য না থাকলে বা দাস না পাওয়া গেলে।

২. একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। এই সামর্থ্যও না থাকলে।

৩. ষাটজন মিসকীনকে (দুই বেলা) আহার করাতে হবে (সূরা মুজাদালা : ৩ ও ৪; আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জারীর ইবনে আবু হাতিম)

ঈলা প্রসঙ্গে

٣٥٦. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ (رضى) كَانَ يَقُوْلُ فِى الْاِيْلاَءِ الَّذِىْ سَمَّى اللّٰهُ تَعَالَى لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعْدَ الْاَجَلِ اِلاَّ اَنْ يُّمْسِكَ بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يَعْزِمَ الطَّلاَقَ كَمَا اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اِذَا مَضَتْ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ يُوْقَفُ حَتّٰى يُطَلِّقَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتّٰى يُطَلِّقَ وَيُذْكَرُ ذٰلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِىٍّ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً مِنَ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ.

৩৫৬. নাফে (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রা) 'ঈলা' সম্পর্কে বলতেন, যার উল্লেখ আল্লাহ করেছেন, এর সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে প্রসঙ্গটি (অমীমাংসিত অবস্থায় ফেলে রাখা) হালাল নয়। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হয় স্ত্রীকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে অথবা তালাকের ব্যবস্থা করবে। ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, চার মাস অতীত হয়ে গেলে তালাক দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। স্বামী যতক্ষণ তালাক না দেবে, ততক্ষণ এমনিতেই তালাক হবে না। উসমান, আলী, আবু দারদা, আয়েশা এবং নবী কারীম ﷺ-এর আরো বারোজন সাহাবী থেকে এ অভিমত বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী-হাদীস : ৫২৯১/৫২৯০)

٣٥٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ اٰلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلاً وَجَعَلَ فِى الْيَمِيْنِ كَفَّارَةً.

৩৫৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে একটি হালাল বিষয়কে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন এবং পরে শপথের কারণে কাফফারা আদায় করলেন। (তিরমিযী-হাদীস : ১২০১)

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি চার মাস বা তার অধিক কাল নিজ স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার (সঙ্গম না করার) শপথ করলে তাকে 'ঈলা' বলে। চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এবং এর মধ্যে স্ত্রীর কাছে না গেলে তার ফলাফল কি হবে তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মহানবী ﷺ-এর একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে বিরত হবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে, হয় তাকে ফেরত নেবে অথবা তালাক দেবে।

মালেক ইবনে আনাস, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকের এই অভিমত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপর একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আপনা আপনিই এক বায়েন তালাকে পরিণত হবে। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী ফকীহগণের এটাই প্রসিদ্ধ মত।

লি'আনে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়

٣٥٨. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ (رضى) قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فِىْ اِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا اَقُوْلُ فَقُمْتُ مَكَانِىْ اِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ لِىْ اَنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ كَلاَمِىْ فَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ اُدْخُلْ مَاجَاءَبِكَ اِلاَّ حَاجَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ فَاِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةَ رَحْلٍ لَهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلاَعِنَانِ اَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ نَعَمْ اِنَّ اَوَّلَ مَنْ سَاَلَ عَنْ ذٰلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْاَنَّ اَحَدَنَا رَاَى امْرَاَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ اِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِاَمْرٍ عَظِيْمٍ وَاِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى اَمْرٍ عَظِيْمٍ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ سَاَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ اُبْتُلِيْتُ بِهِ فَاَنْزَلَ هٰذِهِ الاٰيَاتِ الَّتِىْ فِىْ سُوْرَةِ

النُّوْرِ (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ حَتّٰى خَتَمَ الْاٰيَاتِ فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلاَ الْاٰيَاتِ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَاَخْبَرَهُ اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ فَقَالَ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاكَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ ثَنّٰى بِالْمَرْاَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَاَخْبَرَهَا اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ فَقَالَتْ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا صَدَقَ قَالَ فَبَدَاَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ثُمَّ ثَنّٰى بِالْمَرْاَةِ فَشَهِدَتْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا -

৩৫৮. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসআব ইবনে যুবাইয়ের শাসনামলে আমাকে এক জোড়া লি'আনকারী (দম্পতি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তাদেরকে বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে কি না। এই বিষয়ে আমি কি বলব তা বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি আমার ঘর থেকে উঠে সরাসরি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর ঘরের দরজায় আসলাম এবং তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমাকে বলা হল, তিনি দুপুরের আহার করে বিশ্রামে আছেন।

তিনি ভেতর থেকে আমার কথার শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন, হে ইবনে জুবাইর! ভিতরে এসো। নিশ্চয়ই তুমি কোন জরুরি বিষয় নিয়ে এসেছ। রাবী বলেন, আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। তিনি তার বাহনের হাওদার নিচের মোটা কাপড় বিছিয়ে তার উপর শুয়ে ছিলেন। আমি বললাম, হে আবদুর রহমানের পিতা! লি'আনকারী দম্পতিকে কি পরস্পর পৃথক করে দিতে হবে? তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ! হ্যাঁ, এ সম্পর্কে অমুকের পুত্র অমুক সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করেন। তিনি নবী কারীম ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল!

আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে (যিনায়) লিপ্ত দেখে তখন সে কি করবে, এ ব্যাপারে আপনার কি মত? যদি সে মুখ খোলে তবে একটা ভয়ানক কথা বলবে, আর যদি সে নীরব থাকে তবে একটা গুরুতর ব্যাপারে নীরব থাকল।

রাবী (ইবনে উমর) বলেন, একথা শুনে নবী কারীম ﷺ নীরব থাকলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। তিনি (ফিরে যাওয়ার পর) আবার নবী কারীম ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, ইতোপূর্বে যে বিষয় সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি নিজেই তাতে নিপতিত। এ সময় মহান আল্লাহ্ সূরা নূরের আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۙ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ـ

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী না থাকে তবে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে সে (নিজে) মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর লান'ত পড়ুক। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে স্ত্রী যদি চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে তার স্বামী মিথ্যাবাদী পঞ্চমবারে বলে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর অভিশাপ। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না; যদি সে সত্যবাদী হয়।"

(সূরা নূর : আয়াত-৬-১০)

তিনি লোকটিকে ডেকে তাকে এ আয়াতগুলো পড়ে শুনান, তাকে উপদেশ দিয়ে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন, না, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দেইনি। অতঃপর তিনি স্ত্রীলোকটির প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং তাকেও উপদেশ দিয়ে ভালোভাবে

বুঝালেন, আখেরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি খুবই হালকা। স্ত্রীলোকটি বলল, না, শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! সে সত্য কথা বলেনি।

রাবী (ইবনে উমর) বলেন, অত:পর মহানবী ﷺ প্রথমে পুরুষ লোকটিকে শপথ করালেন। তিনি চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি (অভিযোগের ব্যাপারে) সত্যবাদী। পঞ্চম বারে তিনি বলেন যে, তিনি যদি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হন তবে তার উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। অত:পর তিনি স্ত্রীলোকটিকে লি'আন করান। সে আল্লাহর নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগে সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী। পঞ্চম বারে সে বলল, যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয় তবে তার নিজের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয়ের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিলেন। (তিরমিযী-হাদীস : ১২০২)

٣٥٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ لاَعَنَ رَجُلٌ اِمْرَاَتَهُ وَفَرَّقَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالاُمِّ -

৩৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লি'আন করল। নবী কারীম ﷺ তাদের বিয়ে বন্ধন ছিন্ন করে দেন এবং সন্তানটিকে তার মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। (তিরমিযী-হাদীস : ১২০৩)

ব্যাখ্যা : স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে; অথবা সন্তানকে এই বলে অস্বীকার করে যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত নয়; কিন্তু এ অভিযোগের স্বপক্ষে কোন চাক্ষুষ প্রমাণও না থাকে; অপরদিকে স্ত্রীও যদি এ অভিযোগ অস্বীকার করে, তবে এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অথবা তাদের যে কোন একজনকে নিজ নিজ দাবির সমর্থনে আদালতে উপস্থিত হয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে শপথ করতে হয়। এ শপথকে কুরআনের পরিভাষায় 'লি'আন' (অভিশাপযুক্ত শপথ) বলে।

লি'আন করার পর বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে ইমাম শাফিঈর মতে, স্বামী যে মুহূর্তে লিআন করা শেষ করবে– ঠিক তখনই বিয়ে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, স্ত্রী লি'আন করুক আর নাই করুক। ইমাম মালেক (রা)-এর মতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের লি'আন দ্বারা সরাসরি বিয়ে-বিচ্ছেদ হয় না। বরং আদালত কর্তৃক বিচ্ছেদ করলেই কেবল বিচ্ছেদ হয়। স্বামী নিজে তালাক দিলেই উত্তম। অন্যথা বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন।

ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল ও আবু ইউসুফের মতে, যে স্বামী-স্ত্রী লি'আনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়েছে– তারা চিরদিনের জন্য পরস্পরের প্রতি হারাম। তারা পুনরায় কখনো পরস্পর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদের মতে, স্বামী যদি নিজের অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করে নেয় এবং "যিনার মিথ্যা অপবাদের" শাস্তি ভোগ করে, তাহলে তারা আবার বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। অন্যথা পুনর্বার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা তাদের জন্য হারাম।

পরিবারের ভরণ-পোষণের ফযীলত

٣٦٠. عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً۔

৩৬০. আদী ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারীদের কাছে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ আনসারীকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণিত? তিনি বলেন, হ্যাঁ। নবী কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করে এবং তা থেকে সওয়াবের আশা পোষণ করে, এ খরচ তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়। (বুখারী-হাদীস ; ৫৩৫১)

ব্যয় করতে উৎসাহিতকরণ

٣٦١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ۔

৩৬১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমরা খরচ কর। তাহলে তোমার জন্যও খরচ করা হবে। (বুখারী-হাদীস : ৫৩৫২)

আল্লাহর পথে ব্যয়কারী

٣٦٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلِ وَالصَّائِمِ النَّهَارِ.

৩৬২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, বিধবা ও মিসকীনদের জন্য চেষ্টা-তদবীরকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর সাওম পালনকারী ব্যক্তির সমতুল্য। (বুখারী-হাদীস : ৫৩৫৩)

সন্তানকে অন্যের মুখাপেক্ষী না করে যাওয়া চাই

٣٦٣. عَنْ سَعْدٍ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُنِىْ وَاَنَا مَرِيْضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِىْ مَالٌ اُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَمَهْمَا اَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِىْ فِىْ امْرَاَتِكَ وَلَعَلَّ اللّٰهُ يَرْفَعُكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيَضُرُّ بِكَ اٰخَرُوْنَ.

৩৬৩. সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে নবী ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। আমি তখন তাঁকে বললাম, আমার যে সম্পদ আছে; আমি কি সবটুকু সম্পদ ওসিয়াত করতে পারি? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক মাল? তিনি বলেন, না। আমি আবার বললাম, এক-তৃতীয়াংশের জন্য? তিনি বলেন, এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়াত করতে পার। তবে এটাও বেশি। প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের ওয়ারিসগণ অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হবে– এরূপ অবস্থায় তাদেরকে রেখে যাওয়ার পরিবর্তে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক ভাল।

তুমি তাদের জন্য যখনই যা কিছু খরচ কর, তা তোমার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়, এমনকি তুমি তোমর স্ত্রীর মুখে খাবারের যে গ্রাসটি তুলে দাও তাও সদকা হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহর তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। সম্ভবত তোমার দ্বারা এক শ্রেণীর লোক উপকৃত এবং আর এক শ্রেণীর লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(বুখারী-হাদীস : ৫৩৫৪)

নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ বাধ্যতামূলক

٣٦٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ . تَقُوْلُ الْمَرْاَةُ اِمَّا اَنْ تُطْعِمَنِىْ وَاِمَّا اَنْ تُطَلِّقَنِىْ وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ اَطْعِمْنِىْ وَاسْتَعْمِلْنِىْ وَيَقُوْلُ الاِبْنُ اَطْعِمْنِىْ اِلٰى مَنْ تَدَعُنِىْ قَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ هٰذَا مِنْ كِيْسِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

৩৬৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান-খয়রাত করা হয় তা-ই উত্তম। নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত শ্রেষ্ঠ। নিকটআত্মীয়দের থেকে (দান খয়রাত) শুরু কর। এটা কি ভালো কথা যে, স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও নতুবা তালাক দাও। চাকর বলবে, আগে খাবার দাও পরে কাজ নাও। সন্তান বলবে, আমাকে খাবার না দিয়ে কার কাছে ছেড়ে যাচ্ছ? লোকেরা বলল, হে আবু হুরায়রা! আপনি কি এ কথাগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুনেছেন? তিনি বলেন, না। এ কথাগুলো আবু হুরায়রার (রা) নিজ প্রজ্ঞা থেকে (বলছি)। (বুখারী-হাদীস : ৫৩৫৫)

পরিবারের জন্য এক বছরের খরচ সঞ্চয় রাখা

٣٦٥. عَنْ عُمَرَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَبِيْعُ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَيَحْبِسُ لاَهْلِهٖ قُوْتَ سَنَتِهِمْ .

৩৬৫. উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নযীরের (বাগানের) খেজুর বিক্রি করে দিতেন এবং নিজ পরিবারের এক বছরের (পরিমাণ) খোরাক সঞ্চয় করে রাখতেন। (বুখারী-হাদীস : ৫৩৫৭)

স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ থেকে সন্তানের জন্য ব্যয়

٣٦٦. عَنْ عُرْوَةَ (رضى) أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِّيْكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِىْ لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لاَ اِلاَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

৩৬৬. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, হিন্দ বিনতে ওতবা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। আমি যদি তার মাল থেকে সন্তানদের খাবারের ব্যবস্থা করি তাহলে এতে কি আমার কোন দোষ হবে? তিনি বললেন, না, তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। (বুখারী-হাদীস : ৫৩৫৯)

স্বামীর সংসারে স্ত্রীর কাজ কর্মের মর্যাদা

٣٦٧. عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضى) اَنَّ فَاطِمَةَ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ تَشْكُوْ اِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِىْ يَدِهَا مِنَ الرَّحَى وَبَلَغَهَا اَنَّهُ قَدْ جَاءَ رَقِيْقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى بَطْنِىْ فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِّمَّا سَاَلْتُمَا اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا اَوْ اَوَيْتُمَا اِلٰى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَاَحْمَدَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَكَبِّرَا اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ -

৩৬৭. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা (রা) তাঁর হাতে যাঁতা ঘুরানোর ফলে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি জানতে পেরেছেন যে, তাঁর কাছে কিছু গোলাম এসেছে। কিন্তু তাঁর সাথে ফাতিমার দেখা হলো না। তিনি আয়েশাকে ঘটনা বলে গেলেন। তিনি বাড়ীতে আসলে আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করলেন। আলী (রা) বলেন, রাসূল ﷺ

আমাদের কাছে এমন সময় আসলেন, যখন আমরা ঘুমোতে বিছানা শুয়েছি। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম, তিনি বললেন, উভয়ে নিজ স্থানে থাক। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। আমি আমার পেটে তাঁর পদদ্বয়ের স্পর্শ অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছে আমি তার চেয়েও অধিক কল্যাণকর জিনিসের কথা কি তোমাদের বলে দেবে না? যখন তোমরা বিছানায় ঘুমোতে যাবে তখন তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' (আল্লাহ অতীব পবিত্র), তেত্রিশবার 'আলহামদুলিলাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহ আকবার' (আল্লাহ মহান) পড়বে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য খাদেমের চেয়ে উত্তম। (বুখারী-হাদীস : ৫৩৬১)

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ উত্তম কাজ

٣٦٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْاٰخَرُ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلٰى وَلَدٍ فِىْ صِغَرِهٖ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِىْ ذَاتِ يَدِهٖ وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৩৬৮. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, উটের পিঠে আরোহী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম। অপর এক বর্ণনায় আছে, কুরাইশ মহিলাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা নিজেদের ছোট বাচ্চার প্রতি অধিকতর স্নেহময় এবং স্বামীর সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণকারিণী। মুয়াবিয়া ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও নবী কারীম ﷺ-এর এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।
(বুখারী-হাদীস : ৫৩৬৫)

সন্তান লালন-পালনে স্ত্রী স্বামীকে সাহায্য করা

٣٦٩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ هَلَكَ اَبِىْ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ اَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا اَوْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا

وَتُضَاحِكُكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَاِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْ قَالَ خَيْرًا ـ

৩৬৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা সাত অথবা ন'টি কন্যা সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর আমি এক প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে বিবাহ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবের! তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী না প্রাপ্তবয়স্কা? আমি বললাম, প্রাপ্তবয়স্কা। তিনি বললেন, তুমি কেন কুমারী বিয়ে করলে না, যাতে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে আমোদ-আহলাদ করতে পারতে। জাবের (রা) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আবদুল্লাহ (রা) কয়েকটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। আমি ওদেরই বয়সী কুমারী মেয়ে আনা পছন্দ করিনি। তাই আমি এক বয়স্কা মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছি, যেন সে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করতে পারে। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন অথবা কল্যাণ দান করুন। (বুখারী-হাদীস : ৫৩৬৭)

স্বামীর সন্তান লালন-পালন সওয়াবের কাজ

٣٧٠. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِىْ مِنْ اَجْرٍفِىْ بَنِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا اِنَّمَاهُمْ بَنِىَّ قَالَ نَعَمْ لَكِ اَجْرُمَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ـ

৩৭০. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সালামার সন্তানদের ভরণ-পোষণ করাতে আমার কি সওয়াব হবে? আমি তাদেরকে এভাবে এ অবস্থায় (দরিদ্র) ছেড়ে দিতে পারছি না। এরা আমরাই সন্তান। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য যা ব্যয় করছ, তার সওয়াব তুমি পাবে। (বুখারী-হাদীস : ৫৩৬৯)

ফারাইয (উত্তরাধিকার বণ্টন) শিক্ষা করা অতীব জরুরি

٣٧١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَىْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِىْ .

৩৭১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আবু হুরায়রা! ফারায়েয (মীরাস বণ্টননীতি) শিক্ষা গ্রহণ কর এবং (অন্যদের) তা শিক্ষা দান কর। কেননা তা জ্ঞানের অর্ধাংশ। আর এটা ভুলিয়ে দেয়া হবে এবং এটাই প্রথম জিনিস যা আমার উম্মত থেকে (শেষ যুগে) ছিনিয়ে নেয়া হবে। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৭১৯)

কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার স্বত্ব

٣٧٢. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ (رضى) قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِى النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُنِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِىْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِىْ إِلاَّ ابْنَتِىْ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ فَقَالَ لاَ قَالَ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ اَلثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلٰى فِىْ إِمْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِىْ فَقَالَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِىْ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَّدَرَجَةً وَّلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِىْ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ أٰخَرُوْنَ وَلٰكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُبْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ .

৩৭২. সাদ ইবনে আবু ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় আমি এমনভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, তা থেকে মৃত্যুর আশংকা করেছিলাম। নবী ﷺ আমার পরিচর্যার জন্য আমার কাছে আগমন করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আমি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক, অথচ একটি কন্যাসন্তান ছাড়া আমার অন্য কোনো ওয়ারিস নেই। তাই আমি আমার সম্পদের তৃতীয়াংশ সাদকা করতে পারি কি? তিনি বললেন, না। সে বলল, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ?

তিনি বললেন, হাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। এটাও খুব বেশি। বস্তুত : তুমি তোমার সন্তানদেরকে রিক্তহস্ত পরোমুখোপেক্ষী অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে বিত্তবান সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া অনেক উত্তম। কেননা তুমি তাদের জন্য যা কিছুই খরচ করবে এর উপর তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি যে খাদ্য গ্রাসটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দেবে সে জন্যও।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আমার হিজরত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। (অর্থাৎ আমি তো আমার সাথীদের থেকে পেছনে থেকে যাচ্ছি)। তিনি বললেন, তুমি কখনো আমার পেছনে পড়ে থাকবে না।

বস্তুত : তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে কাজ করবে তার জন্য তোমার সম্মান ও মর্যাদা উন্নত হবে এবং এটিও হতে পারে যে, তুমি আমার পরে জীবিত থাকবে এবং তোমার মাধ্যমে এক জাতি বিরাট উপকৃত হবে। আর অন্যরা হবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু সা'দ ইবনে খাওলার জন্য চরম বিপর্যয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। কেননা মক্কাতেই তিনি ইনতেকাল করেছেন। সুফিয়ান বলেন, সা'দ ইবনে খাওলা বনী আমের লূয়াঈ সম্প্রদায়ের কন্যা ও ভগ্নির অংশ লোক ছিল। (তিরমিযী-হাদীস : ২১১৬)

٣٧٣. عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ (رضى) قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا أَوْ أَمِيْرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الْابْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ.

৩৭৩. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়া'য ইবনে জাবাল (রা) শিক্ষক অথবা শাসক হয়ে ইয়ামন দেশে আমাদের কাছে গমন করলেন। তখন আমরা তাঁকে এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে এক কন্যা ও এক বোন রেখে গেছে। (অর্থাৎ তার পরিত্যক্ত সম্পদ কিভাবে বণ্টন হবে?) তিনি (মুয়ায) কন্যাকে অর্ধেক এবং ভগ্নিকে অর্ধেক দিয়েছেন। (বুখারী-হাদীস : ৬৭৩৪)

দুই কন্যা স্ত্রী ও ভাইয়ের অংশ

٣٧٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قُتِلَ اَبُوْهُمَا مَعَكَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيْدًا وَاِنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلاَ تُنْكَحَانِ اِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِىَ اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَمِّهِمَا فَقَالَ اَعْطِ اِبْنَتَىْ سَعْدٍ اَلثُّلُثَيْنِ وَاَعْطِ اُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَهُوَلَكَ ـ

৩৭৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ ইবনুল রবী (রা)-এর স্ত্রী সা'দের ঔরসজাত তার দুই কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা সা'দ ইবনুল রবীর দুই কন্যা সন্তান। এদের পিতা আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন। এদের চাচা এদের সব ধন-সম্পদ নিয়ে নিয়েছে, এদের জন্য একটি কপর্দকও রাখেনি। এদের ধন-সম্পদ না থাকলে এদের বিয়েও হবে না। তিনি বলেন, আল্লাহই এ বিষয়ে উত্তম মীমাংসা করে দেবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মীরাস বণ্টন সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চাচাকে ডেকে এনে বললেন, সা'দের দুই কন্যাকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং তাদের মাকে এক-অষ্টমাংশ সম্পত্তি দিয়ে দাও, অতঃপর অবশিষ্ট যা থাকে তা তোমার। (মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন-হাদীস : ৭৯৫৪)

কন্যা পৌত্রী ও সহোদরা বোনের অংশ

٣٧٥. عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ (رضى) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى اَبِىْ مُوْسٰى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَسَاَلَهُمَا عَنِ الْاِبْنَةِ وَابْنَةِ الْاِبْنِ وَاُخْتٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ فَقَالاَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلاُخْتِ مِنَ الْاَبِ وَالْاُمِّ مَابَقِىَ وَقَالاَ لَهُ انْطَلِقْ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَاسْاَلْهُ فَاِنَّهُ سَيُتَا

بِعْثْنَا فَاَتَى عَبْدَ اللّٰهِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ وَاَخْبَرَهٗ بِمَا قَالاَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ وَلٰكِنْ اَقْضِيْ فِيْهِمَا كَمَا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِاِبْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْاُخْتِ مَابَقِىَ ـ

৩৭৫. যাইল ইবনে শুরাহবীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবু মূসা (রা) ও সালমান ইবনে রবীআ (রা)-এর আছে এসে কন্যা, পৌত্রী ও সহোদর বোনের মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তারা উভয়ে বলেন, কন্যা অর্ধেক সম্পত্তি পাবে এবং অবিশষ্ট অংশ পাবে সহোদর বোন। তারা আরো বলেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর। তিনিও আমাদের মতো এই রূপই অনুসরণ করবেন। লোকটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কাছে এসে তাকে ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং তারা উভয়ে যা বলেছেন তাও তাকে অবহিত করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি তাদের উভয়ের অনুসরণ করলে পথভ্রষ্ট হব এবং সঠিক পথে টিকে থাকতে পারব না। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ ফয়সালাই দান করব। কন্যা পাবে অর্ধেক সম্পত্তি এবং পৌত্রী পাবে এক-ষষ্ঠাংশ সম্পত্তি। এভাবে উভয়ের অংশ মিলে দুই-তৃতীয়াংশ হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে বোন। (তিরমিযী-হাদীস : ২০৯৩)

আসাবার উত্তরাধিকার

٣٧٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ ـ

৩৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নির্ধারিত অংশ তার প্রাপককে দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুরুষ নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন কর।

(তিরমিযী-হাদীস : ২০৯৮)

ব্যাখ্যা : যেসব লোকের মীরাসী অংশ কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাদেরকে যাবিউল ফুরূয বা 'আসহাবুল ফারাইয' বলে। তাদের সংখ্যা বার : চারজন পুরুষ আটজন মহিলা– ১. পিতা, ২. দাদা, ৩. বৈপিত্রেয় ভাই, ৪. স্বামী, ৫. স্ত্রী, ৬. কন্যা, ৭. পৌত্রী, ৮. সহোদর বোন, ৯. বৈমাত্রেয়

বোন, ১০. বৈপিত্রেয় বোন, ১১. মা এবং ১২. দাদী-নানী। যেসব লোকের অংশ কুরআন-হাদীসে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি, উক্ত যাবিউল ফুরুযদের মীরাস দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা এদের দিতে বলা হয়েছে, এ জাতীয় হকদারকে আসাবা বলে। আসাবা কেবলমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এবং 'আওলা রাজুলিন" বলতে আসাবাদের বোঝানো হয়েছে।

দাদী-নানীর উত্তরাধিকার স্বত্ব

٣٧٧. عَنِ ابْنِ ذُوَيْبٍ (رضى) قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا فقَالَ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ مَالَكِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ شَىْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِىْ حَتّٰى اَسْاَلَ النَّاسَ فَسَاَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَاَنْفَذَهُ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْاُخْرٰى مِنْ قِبَلِ الْاَبِ اِلَى عُمَرَ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَالَكِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ شَىْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِىْ قُضِىَ بِهِ اِلاَّ لِغَيْرِكِ وَمَا اَنَا بِزَائِدٍ فِى الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلٰكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَاِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَاَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

৩৭৭. ইবনে যুওয়াইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দাদী বা নানী আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট এসে তার ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। আবু বকর (রা) তাকে বললেন, তোমার জন্য আল্লাহর কিতাবে কিছু নির্ধারিত নেই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেও তোমার জন্য কিছু নির্ধারিত আছে বলে আমি জানি না। তুমি ফিরে যাও, আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই।

অতঃপর তিনি লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলে মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি তাকে (দাদী/নানী) এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ছাড়া তোমার সাথে আরো কেউ উপস্থিত ছিল কি? তখন মুহাম্মদ ইবনে সামলামা আল-আনসারী (রা) দাঁড়ালেন এবং মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-এর অনুরূপ কথা বললেন। আবু বকর (রা) তার জন্য এ হুকুম জারী করে দিলেন। এরপর উমর (রা)-এর নিকট এক দাদী বা নানী এসে তার ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

তিনি বলেন, তোমার জন্য আল্লাহর কিতাবে কোন স্বত্ব নির্ধারিত নেই এবং ইতোপূর্বেকার যে ফয়সালা, তা ছিল তুমি ব্যতীত ভিন্নজনের ব্যাপারে। আমি ফারায়েযে অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে রাজি নই, বরং সেই এক-ষষ্ঠাংশই নির্ধারিত থাকবে। যদি দাদী-নানী দু'জনই একত্র হয় তবে ঐ এক-ষষ্ঠাংশ স্বত্ব তোমাদের দুজনের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। আর তোমাদের দুজনের মধ্যে যদি একজন জীবিত থাকে তবে সে একাই এই স্বত্বের অধিকারী হবে।

(ইবনে মাজা-হাদীস : ২৭২৪)

٣٧٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا .

৩৭৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ ওয়ারিসী স্বত্ব প্রদান করেছেন।

(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৭২৫)

কন্যাদের সাথে বোনেরা অংশীদার হবে আসাবা হিসেবে

٣٧٩. عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ (رضى) قَالَ قَضَى فِيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلنِّصْفَ لِلْاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْاُخْتِ ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِيْنَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৩৭৯. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) আমাদের মাঝে এ ফয়সালা করেছেন যে, কন্যা অংশ হচ্ছে অর্ধেক এবং ভগ্নির জন্যও অর্ধেক। সুলাইমান বলেন, মূল হাদীসের মধ্যে 'আমাদের মাঝে ফয়সালা

করেছেন।' কেবল এ অংশটুকু বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" এ সময়ে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। (বুখারী)

٣٨٠. عَنْ هُزَيْلٍ (رضى) قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ لَأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ ـ

৩৮০. হুযাঈল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি এর মধ্যে সে ফয়সালাই করব যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন এবং তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কন্যার জন্যে অর্ধেক। আর পৌত্রী পাবে এক-ষষ্ঠমাংশ। অতঃপর অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে ভগ্নি। (বুখারী-হাদীস : ৬৭৪১)

বোনদের মীরাস ও কালালার (পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) বিধান

٣٨١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَأَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ هُوَ وَأَبُوْ بَكْرٍ مَعَهُ وَهُمَا مَا شِيَانِ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ أَصْنَعُ كَيْفَ أَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ فِيْ اٰخِرِ النِّسَاءِ «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلاَلَةً» اَلْاٰيَةَ وَ «يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ» اَلْاٰيَةَ ـ

৩৮১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে আমাকে দেখতে এলেন। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করলেন, অতঃপর তাঁর অযুর পানি আমার গায়ে ছিঁটিয়ে দিলেন। (হুঁশ ফিরে এলে) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার সম্পদের ব্যাপারে কী করতে পারি, আমি এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি? শেষে সূরা নিসার শেষভাগে মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হলো,

"লোকে তোমার কাছে মীরাস সম্পর্কে ব্যবস্থা জানতে চায়। হে রাসূল! পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি (কালালো) সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিধান জানিয়ে দিচ্ছেন। কোন পুরুষ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে এবং তার এক বোন থাকলে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তি অর্ধাংশ এবং সে (বোন) নিঃসন্তান হলে তার ভাই তার ওয়ারিস হবে। আর দুই বোন থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ তাদেরই প্রাপ্য। আর ভাই-বোন থাকলে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা যাতে পথভ্রষ্ট না হও সেজন্য আল্লাহ্ তোমাদের পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

[সূরা নিসা : ১৭৬] (ইবনে মাজা-হাদীস : ২৭২৮)

স্বামীর স্ত্রীর দিয়াতে (রক্তমূল্য) ওয়ারিসী (উত্তরাধিকার) স্বত্ব

٣٨٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَالَمْ يَقْتُلْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَاِنْ قَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ ـ

৩৮২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন দাঁড়িয়ে বলেন, স্ত্রী তার স্বামীর দিয়াত ও পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিশ হবে এবং স্বামী স্ত্রীর দিয়াত ও পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিস হবে, যদি না একজন অপরজনকে হত্যা করে। তাদের একজন অপরজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে সে তার দিয়াত ও সম্পদ কিছুরই ওয়ারিস হবে না। অবশ্য একজন অপরজনকে ভুলবশত হত্যা করলে তার সম্পদের ওয়ারিশ হবে কিন্তু দিয়াতের ওয়ারিস হবে না। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৭৩৬)

মহিলাগণ বিশেষ তিন শ্রেণীর লোকের ওয়ারিস হতে পারে

٣٩٩. عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ تَحُوْزُ ثَلاَثَ مَوَارِيْثَ عَتِيْقَهَا وَلَقِيْطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِىْ لاَعَنَتْ عَلَيْهِ ـ

৩৮৩. ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহিলাগণ বিশেষ তিন শ্রেণীর লোকের ওয়ারিস হতে পারে।

১. তার আযাদকৃত দাস-দাসীর,

২. পরিত্যক্ত শিশুর যাকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে এবং

৩. সেই সন্তানের যার সম্পর্কে সে স্বামীর সাথে লি'আন (অভিশাপযুক্ত শপথ) করেছে। (মুসনাদে আহমাদ-হাদীস : ১৬০৫৪)

সদ্যজাত শিশুর উত্তরাধিকার স্বত্ব ও শিশু মৃত্যুর জানাযায়

٣٨٤. عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ.

৩৮৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সদ্যজাত শিশু চিৎকার দিলে তার (জানাযার) নামায পড়তে হবে এবং সে ওয়ারিস হবে। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ১৫০৮)

٣٨٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ والْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (رضى) قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتّٰى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا. قَالَ وَاسْتِهْلاَلُهُ اَنْ يَّبْكِيَ وَيَصِيْحَ اَوْ يَعْطِسَ.

৩৮৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও মিসওয়ারা ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সদ্যজাত শিশু সশব্দে চিৎকার না দেয়া পর্যন্ত ওয়ারিস হবে না। রাবী বলেন, তার সশব্দে চিৎকারের অর্থ হলো, ক্রন্দন করা, চিল্লানো বা হাঁচি দেয়া। ইবনে মাজাহ-হা : ২৭৫১

অনুমতি চাইতে হবে সালামের মাধ্যমে

٣٨٦. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ

لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ -

৩৮৬. "হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের বসতঘর ব্যতীত অন্যের বসতঘরে অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করবে না। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। যদি তোমরা তাতে কাউকে না পাও তবে তাতে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত না তোমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম ব্যাপার। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত রয়েছেন। যেসব ঘরে কেউ বাস করে না, সেরূপ ঘরে তোমাদের জিনিস-পত্র থাকলে তাতে প্রবেশ তোমাদেরকে কোন গোনাহ হবে না। আর যা তোমরা প্রবেশ কর এবং যা গোপন কর আল্লাহ সবই জানেন। -(সূরা আন-নূর : ২৭-২৯) (বুখারী-(বাব) ৮৩/২)

٣٨٧. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ اِسْتَاْذَنْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثًا فَاَذِنَ لِىْ -

৩৮৭. উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তিনবার অনুমতি চাইলাম। তারপর তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। (তিরমিযী-হাদীস : ২৬৯১)

٣٨٨. عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَثًا وَاِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلاَثًا -

৩৮৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম দিতেন, (উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত) তিনবার দিতেন এবং যখন কোন কথা বলতেন, তিনবার বলতেন। (বুখারী-হাদীস : ৯৪)

٣٨٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ كُنْتُ فِىْ مَجْلِسٍ مِّنْ مَجَالِسِ الْاَنْصَارِ اِذْ جَاءَ اَبُوْ مُوْسٰى كَاَنَّهُ مَذْعُوْرٌ فَقَالَ اِسْتَاْذَنْتُ عَلٰى عُمَرَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا

مَنَعَكَ قُلْتُ اِسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَتُقِيْمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً اَمِنْكُمْ اَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَاللّٰهِ لاَ يَقُوْمُ مَعَكَ اِلاَّ اَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَاَخْبَرْتُ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ وَعَنْ بُسْرٍ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ بِهٰذَا ـ

৩৮৯ আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনসারদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আবু মূসা (রা) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি উমর (রা)-এর কাছে যাওয়ার জন্য তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই আমি ফিরে আসলাম। অত:পর উমর (রা) বিষয়টি জেনে জিজ্ঞেস করলেন, (ভেতরে আসতে) তোমাকে কিসে বাধা প্রদান করেছিল। আমি বললাম, আমি তিনবার অনুমতি চেয়েছি কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই আমি ফিরে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও অনুমতি না পায়, তবে ফিরে আসবে (তাই আমিও ফিরে এসেছি)। উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই এসেছি)। উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে হবে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ এ কথা নবী কারীম ﷺ-এর কাছে শ্রবণ করেছে। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার পক্ষে (সাক্ষ্য দিতে) আমাদের মধ্যকার সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিটিই উঠবে। আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি। আমি আবু মূসা (রা) এর সাথে গেলাম এবং উমর (রা)-কে অবহিত করলাম যে, নবী কারীম ﷺ (এ কথা) বলেছেন। (বুখারী-হাদীস : ৬২৪৫)

٣٩٠. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ اِسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ثَلاَثًا فَاَذِنَ لِىْ ـ

৩৯০. উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তিনবার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। (তিরমিযী)

নিজের গৃহে প্রবেশের সময় সালাম প্রদান

٣٩١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بُنَىَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ تَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى أَهْلِ بَيْتِكَ۔

৩৯১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রবেশ কর, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিজনের কল্যাণ সাধিত হবে। (তিরমিযী-হাদীস : ২৬৯৮)

মহিলাদেরকে সালাম দেয়া

٣٩٢. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رضى) تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ فَأَلْوٰى بِيَدِهٖ بِالتَّسْلِيْمِ وَأَشَارَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بِيَدِهٖ۔

৩৯২. আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাচ্ছিলেন। সেখানে একদল স্ত্রীলোক উপবিষ্ট ছিল। তিনি হাত উঠিয়ে তাদের সালাম দিলেন। আবদুল হামীদ তার হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। (তিরমিযী-হাদীস : ২৬৯৭)

বিনা অনুমতিতে কারো ঘরের পর্দা উঠানো, উঁকি-ঝুঁকি মারা ও গোপনীয় বিষয় দেখা মহা অপরাধ

٣٩٣. عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ قَالَ مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُّؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهٖ فَقَدْ أَتٰى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ لَوْ أَنَّهُ حِيْنَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقَأَ عَيْنَيْهِ مَا غَيَّرْتُ عَلَيْهِ وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلٰى بَابٍ لَاسِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلَا خَطِيْئَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيْئَةُ عَلٰى أَهْلِ الْبَيْتِ۔

৩৯৩. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পর্দা উঠিয়ে কারো ঘরের ভেতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং অনুমতি লাভের পূর্বেই ঘরের গোপনীয় বিষয় দেখে ফেলে, সে শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হবে, যা করা তার পক্ষে জায়েয নয়। সে যখন ঘরের ভেতর দৃষ্টি দিয়েছিল, তখন কেউ যদি অগ্রসর হয়ে তার দুচোখ ফুঁড়ে বা উৎপাটন করে দিত তবে তাকে দোষী করা যেত না। আর কেউ যদি খোলা দরজার পাশ দিয়ে যায় যার পর্দা নেই, আর সে যদি এদিকে তাকায়, তবে তাতে তার কোন অপরাধ হবে না, বরং বাড়িওয়ালা অপরাধী হবে (পর্দা ঝুলানো তাদের দায়িত্ব)। (তিরমিযী-হাদীস : ২৭০৭)

٣٩٤. عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ بَيْتِهٖ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ فَتَاَخَّرَ الرَّجُلُ.

৩৯৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী কারীম ﷺ তাঁর কক্ষে ছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর কক্ষে উঁকি দিল। তিনি তীরের ফলা তার দিকে তাক করলে সে সরে পড়ল। (তিরমিযী-হাদীস : ২৭০৮)

٣٩٥. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ (رضى) اَنَّ رَجُلاً اِطَّلَعَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ جُحْرٍ فِىْ حُجْرِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِىِّ ﷺ مِدْرَاةٌ يَحُكُّ بِهَا رَاْسَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْعَلِمْتُ اَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِىْ عَيْنِكَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِيْذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ.

৩৯৫. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুমে একটি ছিদ্রপথে তাঁর দিকে উঁকি দিল। তিনি তখন একটি লোহার চিরুনী দিয়ে তাঁর মাথার চুল বিন্যাস করছিলেন। নবী ﷺ বলেন, আমি যদি জানতাম যে, তুমি উঁকি দিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছ, তাহলে এটা (চিরুনী) তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতাম। দৃষ্টিশক্তির কারণেই তো অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। (তিরমিযী-হাদীস : ২৭০৯)

অনুমতি প্রার্থী যেন 'আমি 'আমি' না বলে

٣٩٦. عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ وَاَنَا اَنَا كَاَنَّهٗ كَرِهَهَا.

৩৯৬. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ এর কাছে এসে দরজায় কড়া নাড়ালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি জবাব দিলাম, আমি। তিনি বললেন, আমি! আমি! যেন তিনি এ জবাব অপছন্দ করলেন এবং খারাপ মনে করলেন। (বুখারী-হাদীস : ৬২৫০)

٣٩٧. عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ (رضى) قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ ـ

৩৯৭. উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলাম। তিনি গোসল করছিলেন এবং ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এলো? আমি জাবাব দিলাম, আমি উম্মে হানী। (বুখারী-হাদীস : ২৮০)

দামী ও উন্নতমানের পোশাক ত্যাগ করা এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা

٣٩٨. عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِّلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا ـ

৩৯৮. মু'আয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বিনয় নম্রতাস্বরূপ উন্নতমানের পোশাক পরিহার করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকল সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দিয়ে তাকে আহ্বান করবেন। এমন কি তাকে ঈমানের (পোশাক বা) অলংকারসমূহ থেকে যেটি ইচ্ছা সেটিকেই পরিধান করার স্বাধীনতা দেয়া হবে। (তিরমিযী-হাদীস : ২৪৮১)

٣٩٩. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يَّرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ـ

৩৯৯. আমর ইবনে শু'আইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা, তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দার উপর নিয়ামত ও অনুগ্রহের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন। (তিরমিযী-হাদীস : ২৮১৯)

রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণালংকার কেবল নারীদের জন্য পুরুষের জন্য নাজায়েয

٤٠٠. عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِى وَأُحِلَّ لِأَنَاثِهِمْ ـ

৪০০. আবু মূসা আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য রেশমী বস্ত্র এবং সোনার অলংকার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং স্ত্রীলোকদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে। (তিরমিযী-হাদীস : ১৭২০)

নারী-পুরুষ সবার জন্য সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা হারাম

٤٠١. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ـ

৪০১. নবী কারীম ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সোনার পাত্রে পান করে সে নিজের পেটের মধ্যে গলগল করে দোযখের অগ্নি নিক্ষেপ করে। (মুসলিম-হাদীস : ৫৫০৬)

٤٠٢. عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ نَهَانَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ نَاْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَاَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ـ

৪০২. হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন রেশমী ও রেশম-সূতী মিশেল পোশাক পরিধান করতে এবং তাতে উপবিষ্ট হতে। (বুখারী-হাদীস : ৫৮৩৭)

মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল দীর্ঘ হবে

٤٠٣. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ شِبْرًا قُلْتُ اِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعًا لاَ تَزِيْدُ عَلَيْهِ ـ

৪০৩. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন নারী পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল কতখানি (নিচে) ঝুলিয়ে পরতে পারে? তিনি বলেন, (গোড়ালি থেকে) এক বিঘত পরিমাণ (উপরে রাখবে)। আমি বললাম, এতে তো তার পা খোলা হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, তাহলে সে এক হাত পরিমাণ নিচে ঝুলিয়ে রাখতে, তার বেশি নয়। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ৩৫৮০)

٤٠٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ ذُيُوْلِ النِّسَاءِ شِبْرًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِذًا تَخْرُجُ سُوْقُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعٌ ـ

৪০৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ নারীদের পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল সম্পর্কে বলেন, তা এক বিঘত পরিমাণ (গোড়ালির উপরে থাকবে) আয়েশা (রা) বললেন, তাহলে তো তাদের পায়ের নলা অনাবৃত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তবে এক হাত পরিমাণ (নিচের দিকে) লম্বা হবে।

(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ৩৫৮৩)

٤٠٥. عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ (رضى) اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِّنْ نِطَاقِهَا ـ

৪০৫. উম্মুল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সালামা তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম ﷺ ফাতিমা (রা)-এর জন্য তার কাপড়ের ঝুল এক বিঘত পরিমাণ নির্ধারিত করে দেন। (তিরমিযী-হাদীস : ১৭৩২)

ব্যাখ্যা : মূল শব্দ হল 'নিতাক'। এটা ঘাগরির অনুরূপ এক ধরনের পরিধেয় বস্ত্র। এর প্রস্থ অপেক্ষাকৃত দ্বিগুণ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা)-কে তার হাঁটুর নিচের মাংসপেশীর অর্ধাংশ থেকে নিচের দিকে এক বিঘত পরিমাণ এটা ঝুলিয়ে পরার অনুমতি প্রদান করেন। অর্থাৎ মহিলাদের পায়জামা বা শাড়ি বা বোরকা পায়ের গিরা থেকে ২ ইঞ্চি বার তার কম বেশি হবে।

মহিলাদের জন্য সোনার আংটি, নাকের বালা, গলার মালা, কানবালা পরা বৈধ

٤٠٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ ـ

৪০৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবাদানের আগে সালাত আদায় করেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, ইবনে ওয়াহব (র) ইবনে জুরাইজের সূত্রে আরো বর্ণনা করেছেন যে, সালাত শেষে নবী কারীম ﷺ মহিলাদের কাছে এলেন। তখন তারা বিলাল (রা) এর কাপড়ে তাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ আংটিগুলো খুলে রেখে দেন। (বুখারী-হাদীস : ৫৮৮০)

٤٠٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا ـ

৪০৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ ঈদের দিন বাইরে এসে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। এই সালাতের আগেও তিনি নফল সালাত পড়েননি এবং পরেও না। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে সদকা দান করার হুকুম দিলেন। তখন মহিলারা তাদের নাকের বালী ও গলার মালা খুলে দান করেন। (বুখারী-হাদীস : ৫৮৮১)

٤٠٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِىْ قُرْطَهَا ـ

৪০৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ ঈদের দিন দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। না তিনি এর আগে সালাত পড়লেন, না

এর পরে। অত:পর তিনি বিলাল (রা) সহ মহিলাদের কাছে যান এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করার হুকুম দেন। তখন তারা নিজেদের কানবালাগুলো খুলে দান করে দেন। (বুখারী-হাদীস : ৫৮৮৩)

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে সুগন্ধি লাগানো

٤٠٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِيَدِىْ لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ اَنْ يُّفِيْضَ .

৪০৯. আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিজ হাতে নবী কারীম ﷺ-কে ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি এবং তাওয়াফে ইফাদার আগে মিনায়ও সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি। (বুখারী-হাদীস : ৫৯২২)

٤١٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِىَّ ﷺ بِاَطْيَبِ مَا نَجِدُ حَتّٰى اَجِدَ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِىْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ .

৪১০. আয়েশা (রা) বলেন, সর্বোত্তম সুগন্ধি যা পেতাম, আমি তা নবী ﷺ-এর গায়ে লাগাতাম, এমনকি আমি তাঁর মাথা ও দাড়িতে খোশবুর চমক দেখতে পেতাম। (বুখারী-হাদীস : ৫৯২৩)

পরচুল লাগানো, উলকি আঁকানো ভ্রু বা চোখের পাতা ছেঁচে ফেলা হারাম

٤١١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَاَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَاَرَادُوْا اَنْ يَّصِلُوْهَا فَسَاَلُوا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

৪১১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার এক আনসার এক যুবতী নারীকে বিয়ে করার পর রোগাক্রান্ত হয়। ফলে তার মাথার চুল উঠে যায়। পরিবারের লোকেরা তার মাতায় পরচুলা লাগাতে চাইলেন এবং এ ব্যাপারে নবী কারীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে পরচুলা ব্যবহার করে, তাদের উভয়কে আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারী-হাদীস : ৫৯৩৪)

٤١٢. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضى) اَنَّ اِمْرَاَةً جَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ اَنْكَحْتُ اِبْنَتِىْ ثُمَّ اَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ (تَمَزَّقَ) رَاْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِىْ بِهَا اَفَاصِلُ رَاْسَهَا (شَعْرَهَا) فَسَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ـ

৪১২. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। অতঃপর সে রোগাক্রান্ত হলে তার মাথার চুলগুলো ঝরে যায়। এখন তার স্বামী তার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে না। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ মন্দ বললেন তাদেরকে, যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে তা ব্যবহার করে। (বুখারী-হাদীস : ৫৯৩৫)

٤١٣. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضى) قَالَتْ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ـ

৪১৩. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজে নিয়োজিত এবং সে নারী নিজে তা ব্যবহার করে, নবী কারীম ﷺ উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন (বুখারী-হাদীস : ৫৯৩৬)

٤١٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ـ

৪১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজে নিয়োজিত এবং যে নিজে তা লাগায়, যে অন্যের অঙ্গে উলকি আঁকে এবং যে নিজে উলকি আঁকায় আল্লাহ তাআলা সকলকে অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারী-হাদীস : ৫৯৩৭)

٤١٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُتَغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ

امْرَأَةٌ مِنْ بَنِىْ أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِىْ عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللّٰهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَمَالِىَ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ (وَمَا آتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا) اَلْآيَةَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّىْ أَرَى شَيْئًا مِنْ هٰذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ اذْهَبِىْ فَانْظُرِىْ قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذٰلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا ـ

৪১৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারী উলকি আঁকে এবং যে আঁকায়, যে নারী চোখের পাতা চেঁছে ফেলে এবং যে চাঁছায়, যে নারী সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য দাঁত চেঁছে সরু করে ফাঁক সৃষ্টি করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করে– এদের উপর আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করেছেন। বনু আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়াকুব নাম্নী এক মহিলার কাছে যখন এ সংবাদ পৌছল, তিনি তখন কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি আবদুল্লাহর (রা) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, শুনতে পেলাম, যে নারী উলকি আঁকে এবং যে আঁকায়, যে নারী চোখের পাতা চাঁছে এবং যে চাঁছায় এবং যে নারী সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য দাঁত চেঁছে সরু করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করে– এদের উপর আপনি নাকি অভিসম্পাত করেছেন?

আবদুল্লাহ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যার উপর অভিশাপ করেছেন আমি কেন তাকে অভিসম্পাত করব না? অথচ কুরআনেও এর উল্লেখ আছে। মহিলা

বললেন, আমিতো সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি। কিন্তু কোথাও তো এরকম পাইনি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যদি তুমি কুরআন পাঠ করতে তাহলে অবশ্যই তা পেতে। মহান আল্লাহ বলেছেন, "রাসূল তোমাদের যা কিছু করতে বলেন তা গ্রহণ কর আর যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" মহিলাটি বললেন, আপনার স্ত্রীও এর কিছু কিছু করে থাকে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, গিয়ে দেখ। মহিলাটি তার স্ত্রীর কাছে গেলেন কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পাননি। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহর নিকট ফিরে এসে বললেন, না, কিছুই দেখলাম না। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সে যদি এরূপ করত, তাহলে তাকে নিয়ে কখনো এক বিছানায় ঘুমাতাম না। (মুসলিম-হাদীস : ৫৬৯৫)

খেযাবের ব্যবহার

٤١٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبَغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ ـ

৪১৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, ইহূদী ও খ্রিস্টানরা খেযাব ব্যবহার করে না। সুতরাং তাদের বিপরীত করো।
(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ৩৬২১)

٤١٧. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ ـ

৪১৭. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেসব জিনিস দিয়ে তোমরা বার্ধক্যকে পরিবর্তন করতে পারো তার মধ্যে মেহেদি ও কাতাম হলো সর্বোত্তম। ইবনে মাজাহ-হাদীস : ৩৬২২

ব্যাখ্যা : কাতাম এক প্রকার ঘাস, যার রস কালো এবং যা খেযাবরূপে ব্যবহৃত হত। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) কাতাম (কালো রস নিঃসারী এক প্রকার ঘাস) ও মেহেদীর খেযাব ব্যবহার করতেন এবং উমর ফারুক (রা) কেবল মেহেদীর খেযাব ব্যবহার করতেন।

٤١٨. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ (رضى) قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ فَاَخْرَجَتْ اِلَىَّ شَعْرًا مِّنْ شَعْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَخْضُوْبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ـ

৪১৮. উসমান ইবনে মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে গেলাম। রাবী বলেন, তিনি আমার সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু চুল বের করলেন, যা মেহেদি ও কাতাম দ্বারা রঞ্জিত ছিল। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ৩৬২৩)

٤١٩. عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ جِيْءَ بِأَبِىْ قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكَاَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبُوْا بِهِ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ وَجَنِّبُوْهُ السَّوَادَ ـ

৪১৯. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে নবী কারীম ﷺ-এর সমীপে আনা হলো। তার মাথার চুল ছিল ধবধবে সাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তাকে তার কোন স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাও এবং যে যেন তার (চুলের) রং পরিবর্তন করে দেয়। তবে তোমরা তার জন্য কালো রং পরিহার করো।

(ইবনে মাজা-হাদীস : ৩৬২৪)

٤٢٠. عَنْ صُهَيْبِ الْخَيْرِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهٰذَا السَّوَادُ اَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيْكُمْ وَاَهْيَبُ فِىْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمْ ـ

৪২০. সুহাইব আল খায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যা দিয়ে চুল রঙিন করো তার মধ্যে এই কালো খেযাব খুবই উত্তম। তাতে তোমাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ আছে এবং জিহাদে তা তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টিকর। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ৩৬২৫)

নারীর বেশধারী পুরুষ ও পুরুষের বেশধারী নারীর উপর অভিসম্পাত

٤٢١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ـ

৪২১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারী-হাদীস : ৫৮৮৫)

٤٢٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ قَالَ فَاَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلَانًا (فُلَانَةً) وَاَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا .

৪২২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী কারীম ﷺ নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিস্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী কারীম ﷺ অমুককে (নারী/পুরুষ) এবং উমর (রা) অমুককে বের করে দিয়েছেন। (বুখারী-হাদীস : ৫৮৮৬)

٤٢٣. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَخْبَرَتْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِى الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اَخِىْ أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِنْ فُتِحَ (فَتَحَ اللّٰهُ) لَكُمْ غَدًا الطَّائِفُ فَاِنِّىْ اَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلْنَ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ .

৪২৩. উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, নবী কারীম ﷺ তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তখন সেই ঘরে মেয়েলী স্বভাবের এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল। সে উম্মু সালামার (রা) ভাই আবদুল্লাহকে বলল, হে আবদুল্লাহ! যদি আগামীকাল আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তায়েফে বিজয় দান করেন তাহলে আমি তোমাকে গাইলানের এক নারীকে দেখাব, যার সামনে যেতে পেটে চার ভাঁজ পড়ে এবং পেছনে যেতে আট ভাঁজ পড়ে। তখন নবী কারীম ﷺ বলেন, এরা যেন তোমাদের কাছে কখনো আসতে না পারে। (বুখারী-হাদীস : ৫২৩৫)

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী (র) বলেন, "চার ভাঁজে আবির্ভূত হয় এবং প্রস্থান করে" অর্থাৎ তার মেদবহুল পেটে চারটি ভাজ পড়ে এবং সে তা নিয়ে আবির্ভূত হয়। সে আট আট ভাঁজে প্রস্থান করে" অর্থাৎ ঐ চার ভাজের আটটি প্রান্তসহ প্রস্থান করে।

পর্দার নির্দেশ (কুরআন ও হাদীসের আলোকে)

٤٢٤. قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ ص وَلَاَيَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

৪২৪. ঈমানদারগণকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবগত রয়েছেন। ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিতে নত করে রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত : প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভূক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ,

তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। ঈমানদারগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।
(সূরা নূর ৩০-৩১)

٤٢٥. يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا . وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا .

৩২৫. হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বল না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা পোষণ করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবর্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানে করবে– মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চাহেন তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র করে রাখতে। (সূরা-আল-আহযাব : ৩২-৩৩)

٤٢٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ اٰيَةَ الْحِجَابِ لَمَّا اُهْدِيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ مَعَهُ فِى الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ قُعُوْدٌ يَتَحَدَّثُوْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ) اِلٰى قَوْلِهٖ (مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ) فَضُرِبَ الْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ .

৩২৬. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত অর্থাৎ হিজাবের আয়াত সম্পর্কে আমি লোকদের চেয়ে বেশি জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যয়নাবের যখন বিবাহ হলো এবং তিনি নবীর ঘরে পদার্পন করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার তৈরি করে লোকদের দাওয়াত দিলেন। (খাওয়া শেষে) লোকেরা বসে বসে গল্প করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে বাইরে গিয়ে ফিরে আসলেন, তখনও তারা বসে বসে গল্প করছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাণী অবতীর্ণ করলেন, "হে ঈমানদানারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করো না ... পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে।" (সূরা আহযাব : ৫৩) অতঃপর পর্দা টেনে দেয়া হলো এবং লোকেরা উঠে পড়ল।

(বুখারী ও মুসলিম-হাদীস : ৪৭৯২)

পর্দার অতি আবশ্যকীয় বিধান দৃষ্টি সংযত রাখা

٤٢٧. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ.

৪২৭. "আল্লাহ চোখের খিয়ানতকেও জানেন, আর বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গোপন কথাও জানেন। (মু'মিন : ১৯)

٤٢٨. قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ... وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ.

৪২৮. হে নবী! "মু'মিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবণত করে রাখে .... আর মু'মিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে ... (নূর : ৩০-৩১)

দৃষ্টি পড়তে সাথে সাথে ফিরিয়ে নেবে

٤٢٩. عَنْ جَرِيْرٍ (رضى) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظْرِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اِصْرِفْ بَصَرَكَ.

৪২৯. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ যদি কারো উপর নজর পড়ে যায়, তাহলে কি করব? উত্তরে তিনি বললেন, সত্তর দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিবে। (আবু দাউদ-হাদীস : ২১৫০)

প্রথম দৃষ্টি বা হঠাৎ দৃষ্টি গোনাহের নয়

٤٣٠. عَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لاَ تَتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَ لَكَ الْاٰخِرَةَ ـ

৪৩০. বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ আলীকে (রা) বললেন, হে আলী! প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার তাকাবে না। প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা করা হবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকালে তা ক্ষমার অযোগ্য। (আবু দাউদ-হাদীস : ২১৫১)

প্রত্যেক অঙ্গের যেনা

٤٣١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ اَوْ يُكَذِّبُهُ ـ

৪৩১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের উপর ব্যভিচারের একটি বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, অবশ্যই সে অপরাধে দণ্ডিত হবে। তা হচ্ছে, চক্ষুদ্বয়ের যিনা (ব্যভিচার) কামনাপূর্ণ দৃষ্টি, মুখের যিনা অশ্লীল কথাবার্তা, মনের যিনা অবৈধ কামন-বাসনা। পরে লজ্জাস্থান সে বাসনানুযায়ী তা (ব্যভিচার) বাস্তবায়ন করে অথবা তা থেকে বিরত থাকে। (আবু দাউদ-হাদীস : ২১৫৪)

٤٣٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُتِبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهُمَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوِىْ وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُهُ ـ

৪৩২. আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এর শাস্তি সে নিঃসন্দেহে পাবেই। দু'চোখের যিনা কামনা মিশ্রিত দৃষ্টিপাত করা, দু'কানের যিনা হল যৌন উত্তেজনা কথাবার্তা শ্রবণ করা, মুখের যিনা হলো অশ্লীল আলাপ-আলোচনা করা, হাতের যিনা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা ঐ উদ্দেশ্যে যাতায়াত করা। অন্তর ঐ কাজের প্রতি কুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে এবং তার আকাঙ্ক্ষা করে। আর যৌনাঙ্গ এমন অবস্থায় ব্যভিচারকে বাস্তবায়ন করে বা প্রত্যাখ্যান করে। (মুসলিম-হাদীস : ৬৯২৫)

٤٣٣. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُوْنَةُ فَاَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟

৪৩৩. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। মাইমুনাও তখন তাঁর কাছে ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম (রা) গমন করলেন। এটা আমাদেরকে পর্দার হুকুম দেয়ার পরবর্তী ঘটনা। নবী কারীম ﷺ বললেন, তোমরা তাঁর সামনে পর্দা কর। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদের দেখেতে পায় না, চিনতেও পারে না। নবী কারীম ﷺ বললেন, তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাও না?

(আবু দাউদ-হাদীস : ৪১১৪ ও তিরমিযী-হাদীস : ২৭৭৮)

٤٣٤. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْاَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْاَةِ وَلاَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَلاَ تُفْضِى الْمَرْاَةُ اِلَى الْمَرْاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

৪৩৪. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন পুরুষ কোন পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিবে না, কোন নারী অন্য কোন নারী গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিবে না। দু'জন পুরুষ লোক একত্রে একই কাপড়ে নীচে ঘুমাবে না। অনুরূপভাবে দু'জন মহিলাও একত্রে একই কাপড়ের মধ্যে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে না। (মুসলিম-হাদীস : ৭৯৪)

ব্যাখ্যা : কুরআনে হাকীমের غَضِّ بَصَرَ (গদ্দে বাসার) শব্দের অর্থ 'দৃষ্টি অবনমিত কর।' অর্থাৎ পুরুষ মহিলা কেউ কারো মুখমণ্ডলের উপর দৃষ্টিপাত না করে চোখ অবনমিত করে চলাফেরা করবে।

অপরিচিত নারী-পুরুষের রূপ ও সৌন্দর্যকে দেখে আনন্দ উপভোগ করাকে হাদীসের পরিভাষায় زِنَا الْعَيْنَيْنِ 'দু' চোখের ব্যভিচার' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই ব্যভচার নারী ও পুরুষ উভয়ের উপরই প্রযোজ্য। শরীয়তের বিচারে হঠাৎ সংঘটিত দৃষ্টি মার্জনীয়। কিন্তু আকর্ষণ অনুভূত দ্বিতীয় দৃষ্টিতে শরীয়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

নেকাব পরা বা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ

٤٣٥. يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ـ

৪৩৫. হে নবী! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার মহিলাদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদর দিয়ে নিজেদের উপর ঘোমটা টেনে দেয়। এতে তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে এবং তারা উত্যক্ত হবে না।" (সূরা আহযাব : ৫৯)

সামনে লোকজন আসলে মুখ ঢেকে দেবে চলে গেলে মুখ খুলে রাখবে

٤٣٧. عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ (رضى) قَالَتْ كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوْهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ فَلَا تُنْكِرُهُ عَلَيْنَا ـ

৪৩৭. ফাতেমা বিনতে মানজার বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতাম। আমাদের সঙ্গে আবু বকরের কন্যা আসমা (রা) ছিলেন। তিনি আমাদের এ কাজটি অপছন্দ করেননি। (মুয়াত্তা মালেক-হাদীস :৭১৮)

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ـ

إِدْنَاءٌ শব্দের অর্থ লটকানো বা ঝুলিয়ে দেয়া।

এর অর্থ, তারা যেন নিজেদের উপর চাদরের কিছুটা অংশ ঝুলিয়ে দেয়। এতে ঘোমটার অর্থও বোঝায়। এ ঘোমটার প্রকৃত উদ্দেশ্য মুখমণ্ডলসহ সারাদেহ আবৃতকরণ। প্রচলিত বোরকা এ চাদরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এ ঘোমটা বা পর্দার উপকারিতা হচ্ছে মুসলিম নারী এভাবে দেহ-মুখ আবৃত অবস্থায় ঘরের বাইরে গেলে পুরুষরা বুঝতে পারবে যে, এ এক সম্ভ্রান্ত মহিলা। এতে তার প্রতি কটুক্তি বা শ্লীলতাহানীর সাহস কেউ পাবে না এবং তার রূপও সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি পতিত হবে না। যাতে চোখের যেনা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

মহিলাদের জিহাদে অংশগ্রহণ

٤٣٨. عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِاُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْاَنْصَارِ يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى ـ

৪৩৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সুলাইম (রা) ও তার সাথের আনসার মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধে যেতেন। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পানি পান করাতেন এবং আহতদের জখমে ঔষধ প্রয়োগ করতেন। (তিরমিযী-হাদীস : ১৫৭৫)

٤٣٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّخْرُجَ اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا

النَّبِىُّ ﷺ فَاَقْرَعَ بَيْنَهَا فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِىْ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ ـ

৪৩৯. আয়েশা (রা) বলেন, নবী কারীম ﷺ সফরে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (একজনকে সাথে নেয়ার জন্য) বাছাই করার উদ্দেশ্যে লটারী করতেন এবং এতে যার নাম উঠত তাকেই (নিয়ম মাফিক) সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোন এক যুদ্ধে এভাবে লটারী করলে আমার নাম উঠল এবং আমি তাঁর সাথে গেলাম। এটা পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী ঘটনা। (বুখারী-হা : ২৮৭৯)

٤٤٠. عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ اِنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُوْنِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ـ

৪৪০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের (জিহাদের) দিন কিছু লোক যখন নবী কারীম ﷺ-কে ফেলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল তখন আমি দেখলাম, আবু বকর (রা) এর কন্যা আয়েশা (রা) ও উম্মে সুলাইম (রা) তাদের পরিধেয় বস্ত্র গুটাচ্ছেন, যে জন্য তাদের পায়ের পরিধেয় মল দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এ অবস্থায় তারা উভয়ে পানি ভর্তি মশক পিঠে করে এনে লোকদের মুখে তা ঢেলে দিচ্ছেন এবং মশক খালি হয়ে গেলে আবার ভর্তি করে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছেন।

(বুখারী-হাদীস : ২৮৮০)

নৌযুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ

٤٤١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِيِّ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بِنْتِ مِلْحَانَ فَاتَّكَاَ عِنْدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ اَوْ مِمَّا ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَلَسْتِ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ قَالَ قَالَ اَنَسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ.

৪৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ (উম্মে হারাম) বিনতে মিলহানের কাছে গমন করলেন এবং সেখানে তিনি বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসির কারণ কি? রাসূল ﷺ জবাব দিলেন, (আমি দেখতে পেলাম) আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) সবুজ সমুদ্রে (ভূমধ্য সাগর) (জাহাজে) আরোহণ করবে। তাদের দৃশ্য যেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহর মতো।

তিনি (বিনতে মিলহান) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। রাসূল ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত কর। তিনি পুনরায় ঘুমালেন এবং (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি (বিনতে মিলহান) আবার রাসূল ﷺ আগের মতো হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল ﷺ আগের মতোই জবাব দিলেন।

তিনি বললেন, আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি পরবর্তী দলে না হয়ে বরং সর্বপ্রথম দলেরই অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি পরবর্তী দলে না হয়ে বরং সর্বপ্রথম দলেরই অন্তর্ভূক্ত থাকবে। আনাস (রা) বলেছেন, অতঃপর তিনি উবাদাহ ইবনে সামেত (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কারাযার কন্যার সাথে (নৌযুদ্ধে) সমুদ্র যাত্রা করেন। অতঃপর ফিরে এসে যখন তিনি তাঁর (জন্য আনীত) সওয়ারীতে আরোহণ করেন, জন্তুটি তাঁকে ফেলে দিলে তাঁর ঘাড় মটকে যায় এবং ইন্তেকাল করেন। (বুখারী-হাদীস : ২৮৭৭, ২৮৭৮)

যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করা নিষেধ

٤٤٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ امْرَاَةً وُجِدَتْ فِىْ بَعْضِ مَغَازِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَقْتُوْلَةً فَاَنْكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ -

৪৪২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ-এর কোনো এক যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যায় ঘৃণা ও অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। [মুসলিম-হাদীস: ৪৬৪৫

ব্যাখ্যা : যদি নারীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তখন সে নারীকে হত্যা করা জায়েয, অন্যথায় সমস্ত আলেম একমত যে, ওদেরকে হত্যা করা হারাম। অথবা যে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তবে যুদ্ধ পরিচালনা করে কিংবা পরামর্শ দেয় তখন তাকে হত্যা করা জায়েয।

٤٤٣. عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ (رضى) قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ اَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُبَيَّتُوْنَ فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ هُمْ مِّنْهُمْ -

৪৪৩. সাব ইবনে জাসসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা মুশরিকদের মহল্লায় অতর্কিত আক্রমণ প্রসঙ্গে নবী কারীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, যাতে নারী ও শিশু নিহত হয়। তিনি বলেন, তারাও (নারী ও শিশু) তাদের অন্তর্ভূক্ত। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৮৩৯)

ব্যাখ্যা : রাতের আতর্কিত আক্রমণে নারী ও শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও পার্থক্য করা সম্ভব নয় বিধায় এ অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্যথা যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা নিষেধ।

٤٤٤۔ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ (رض) قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَاَةٍ مَقْتُوْلَةٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَاَفْرَجُوْا لَهُ فَقَالَ مَا كَانَتْ هٰذِهِ تُقَاتِلُ فِيْمَنْ يُّقَاتِلُ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ انْطَلِقْ اِلٰى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَقُلْ لَهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُكَ يَقُوْلُ لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيْفًا ۔

৪৪৪. হানজালা আল-কাতিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ করলাম। আমরা এক নিহত নারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যার নিকট লোকজন ভীড় জমিয়েছিল। লোকেরা তাঁর জন্য পথ করে দিল। তিনি বলেন, যারা যুদ্ধ করে, সে তো তাদের সাথে যুদ্ধ করত না! অত:পর তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে গিয়ে বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে এই বলে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা কখনো শিশু ও শ্রমিককে হত্যা করো না। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৮৪২)

গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে সঙ্গম করা নিষেধ

٤٤٥۔ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رضى) اَنَّ اَبَاهَا اَخْبَرَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُوْطَاَ السَّبَايَا حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِىْ بُطُوْنِهِنَّ ۔

৪৪৫. উম্মে হাবীবা বিনতে ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা (ইরবায) তাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গর্ভবতী যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে গর্ভমোচন না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী-হা : ১৫৬৪

ব্যাখ্যা : আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদের রুয়াইফে ইবনে সাবিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আওযাঈ বলেন, কোন ব্যক্তি গর্ভবতী বাদী বন্দিনী ক্রয় করলে

সে সম্পর্কে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, গর্ভমোচন না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম করা যাবে না। আওযাঈ আরো বলেন, আযাদ যুদ্ধ বন্দিনী সম্পর্কে বিধান হলো, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সঙ্গম করা যাবে না।

মহিলারাও জিম্মাদারী বা নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব নিতে পারে

٤٤٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَرْاَةَ لَتَاْخُذُ لِلْقَوْمِ يَعْنِىْ تُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

৪৪৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, স্ত্রীলোকেরাও স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে (কাউকে আশ্রয় দিতে পারে)। (তিরমিযী-হাদীস : ১৫৭৯)

٤٤٧. عَنْ اُمِّ هَانِىءٍ (رضى) قَالَتْ اَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ اَحْمَائِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَّنَّا مَنْ اَمَّنْتِ.

৪৪৭. আবু তালিবের কন্যা উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়দের মধ্যে দুই ব্যক্তিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়ে আমরাও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম। (তিরমিযী-হাদীস : ১৫৭৯)

ব্যাখ্যা : আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে নারীরাও কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। ইমাম আহ্‌মদ ও ইসহাকেরও এই মত। তারা উভয়ে নারী ও গোলামদের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান বৈধ বলেছেন। উপর্যুক্ত হাদীস অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবু মুররা (র) আকীল ইবনে আবু তালিবের মুক্ত দাস, তাকে উম্মু হানী (রা)-এর মুক্তদাসও বলা হয়। তার নাম ইয়াযীদ। উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোলাম কর্তৃক নিরাপত্তা দান অনুমোদন করেছেন। আলী ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا اَدْنَاهُمْ. "মুসলমানদের যিম্মা এক সমান, তাদের সাধারণ ব্যক্তিও (কাউকে) নিজ দায়িত্বে নিরাপত্তা প্রদানের অধিকারী।"

বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতে এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে কোনো মুসলমান ব্যক্তি যদি (শত্রু পক্ষের) কোনো ব্যক্তিকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় তবে তা সমগ্র মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে গণ্য হবে।

নেতৃত্বের উৎস ও গুরুত্ব

٤٤٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ .

৪৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, সাবধান! তোমাদের প্রত্যেককেই রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রাখালী (দায়িত্ব পালন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যিনি জনগণের নেতা তাকে তার রাখালী (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রাখাল (অভিভাবক)। তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রাখাল (ব্যবস্থাপিকা)। এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের রাখাল (পাহারাদার)। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব, সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (তিরমিযী-হাদীস : ১৭০৫)

নারী নেতৃত্ব অকল্যাণকর

٤٤٩. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضى) قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللّٰهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَمَا كِدْتُ اَنْ الْحَقَّ بِاَصْحَابِ الْجَمَلِ فَاُقَاتِلُ مَعَهُمْ قَالَ بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرٰى قَالَ لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً .

৪৪৯. আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে আমি যে কথা শুনেছি, তা থেকে আল্লাহ আমাকে অনেক ফায়দা দান করেছেন। অর্থাৎ জামাল যুদ্ধের সময়, আমি মনে করতাম যে, হক জামাল ওয়ালাদের অর্থাৎ আয়েশা (রা)-এর পক্ষে রয়েছে। কাজেই আমি তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই কথা, যা তিনি বলেছিলেন কিসরার কন্যার সিংহাসনে আরোহণের খবর শুনে। তিনি বলেছিলেন, সে জাতি কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না, যে তার (রাষ্ট্রীয়) গুরুদায়িত্ব কোনো মহিলার হাতে সোপর্দ করে। (বুখারী-হাদীস : ৪৪২৫)

হদ্দ (দণ্ডবিধি) কার্যকর করার গুরুত্ব

٤٥٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ مَطَرِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِىْ بِلاَدِ اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ .

৪৫০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দসমূহের মধ্য থেকে হদ্দ কার্যকর করা, চল্লিশ রাত মহান আল্লাহর জনপদে বৃষ্টিপাত হওয়ার চেয়ে উত্তম। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৫৩৭)

তিন শ্রেণীর লোক হত্যার যোগ্য

٤٥١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلاَّ اَحَدُ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ .

৪৫১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল" তার রক্তপাত বৈধ নয়। কিন্তু তিন শ্রেণীর লোক হত্যার যোগ্য–

১. জানের (হত্যাকারীর) বদলে জান (হত্যা),

২. বিবাহিত যেনাকারী এবং

৩. মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়ে দীন ত্যাগকারী। ইবনে মাজাহ-হা: ২৫৩৪

মুরতাদের (দ্বীন ত্যাগকারী) শাস্তি (পুরুষ বা মহিলা)

৪৫২. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ ـ

৪৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে (মুসলমান) ব্যক্তি নিজের দ্বীন পরিবর্তন করে, তাকে তোমরা হত্যা করো। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৫৩৫)

যিনা বা ব্যভিচারের দণ্ডবিধি

৪৫৩. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ـ

৪৫৩. উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার কাছ থেকে তোমরা (আল্লাহর বিধান) নিয়ে নাও, তোমরা আমার থেকে নিয়ে নাও, তোমরা আমার থেকে নিয়ে নাও। (তিনবার বলেছেন)। আল্লাহ তাদের (ব্যভিচারী নারীদের) জন্যে সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে দিয়েছেন। তা হলো এই : অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত নারীর যিনার শাস্তি হলো, একশ' দোররা (চাবুক) এবং এক বছরের জন্যে দেশান্তর করা। আর বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত নারীর যিনার শাস্তি হলো (প্রথমে) একশ' দোররা ও পরে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। (মুসলিম-হাদীস : ৪৫০৯)

ব্যাখ্যা : প্রথমে ব্যভিচারী নারীদের ব্যাপারে বিধান ছিল, যদি তাদের যিনা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন তাদেরকে গৃহের মধ্যে আটক করে রাখ, হয়তো সেখানে তাদের মৃত্যু হবে। অথবা আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে কোনো বিধান অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর রজমের আয়াত অবতীর্ণ করে উক্ত আয়াত 'মানসূখ' করে দিয়েছেন। এটাই সব আলেমের ঐকমত্য।

আর খারেজী ও মু'তাযিলী ছাড়া সব উম্মাতের অভিমত যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারীর যিনা করা প্রমাণিত হলে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে

হবে। কিন্তু তাদেরকে দোররাও মারার বিধান যা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, তা 'রজমের' আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর অবিবাহিত নারী-পুরুষকে এক বছরের জন্যে দেশান্তর করাটা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে ওয়াজিব। কিন্তু হানাফীদের মতে, যদি শাসক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে করেন তা করা যেতে পারে, তবে তা বাধ্যতামূলকভাবে নয়। অবশ্য নারীকে দেশান্তর করা কারো মতে জায়েয নেই।

সমকামীর শাস্তি (নারী-পুরুষ)

٤٥٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ.

৪৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যাকে লূত জাতির অপকর্মে (সমকামিতায়) লিপ্ত পাবে সেই অপকর্মকারীকে এবং যার সাথে অপকর্ম করা হয়েছে তাকে হত্যা করবে।

(তিরমিযী-হাদীস : ১৪৫৬)

যিনাকারী মহিলার শাস্তি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর

٤٥٥. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) اَنَّ امْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالزِّنَا فَقَالَتْ اِنِّىْ حُبْلٰى فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ اَحْسِنْ اِلَيْهَا فَاِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَاَخْبِرْنِىْ فَفَعَلَ فَاَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ اَمَرَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّىْ عَلَيْهَا فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ.

৪৫৫. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহাইনা গোত্রের এক নারী নবী কারীম ﷺ-এর কাছে নিজের যিনার স্বীকারোক্তি করে এবং বলে, আমি গর্ভবতী অবস্থায় আছি। নবী কারীম ﷺ তার অভিভাবককে ডেকে পাঠান এবং

বলেন, তার সাথে সদয় ব্যবহার কর এবং সে সন্তান প্রসব করার পর আমাকে সংবাদ দিও। তার অভিভাবক তাই করল। তিনি তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদানুযায়ী তার কাপড় তাঁর দেহে শক্ত করে বাঁধা হল। অতঃপর তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ করলেন।

অতএব তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়ান। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন আবার আপনিই তার জানাযা পড়ালেন। তিনি বলেন, সে এমন তওবা করেছে যদি তা মদীনার সত্তর ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়, তবে সেই তওবা তাদের সবার (গুনাহ মাফ হওয়ার) জন্য যথেষ্ট হবে। হে উমর! সে তার জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোরবানী দিয়েছে। তুমি কি এর চেয়েও উত্তম কিছু পেয়েছ। (তিরমিযী-হাদীস : ১৪৩৫)

যিনার মিথ্যা অপবাদের শাস্তি

٤٥٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِىْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ وَتَلاَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا نَزَلَ اَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَاَةٍ فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ -

৪৫৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলে পরে রাসূল ﷺ মসজিদের মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বিষয়টি উল্লেখ করে কুরআন (সেই আয়াত) তিলাওয়াত করেন, অতঃপর মিম্বার থেকে অবতরণ করে দু'জন পুরুষ ও একজন নারী সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাদের উপর হদ্দ (দণ্ডবিধি) কার্যকর করা হয়।

(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৫৩৭)

মাদক সেবনকারীর (নারী-পুরুষ) হদ্দ (শাস্তি)

٤٥٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْرِبُ فِى الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ -

৪৫৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদ্যপকে জুতা ও লাঠি দ্বারা প্রহার করতেন। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৫৭০)

٤٥٨. عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ (رضى) قَالَ لَمَّا جِيْءَ بِالْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ اِلَى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوْا عَلَيْهِ لِعَلِيٍّ دُوْنَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَاَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عَلِىٌّ وَقَالَ جَلَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعِيْنَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ .

৪৫৮. হুসাইন ইবনুল মুনযির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে উসমান (রা)-এর আদালতে আনা হলে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে তার (মদ্যপানের) অপরাধ প্রমাণিত হলে তিনি আলী (রা)-কে বলেন, এই নিন আপনার চাচাতো ভাইকে এবং তার উপর হদ্দ কার্যকর করুন। আলী (রা) তাকে বেত্রাঘাত করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদ্যপকে) চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন, আবু বকর (রা)-ও চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন এবং উমর (রা) আশি বেত্রাঘাত করেছেন। এ সবই সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৫৭১)

٤٥٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ فَاِنْ عَادَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ .

৪৫৯. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, কেউ মাদক গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত কর, সে পুনরায় মাদক গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত কর, সে পুনরায় মাদক গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত কর। চতুর্থবারে তিনি বলেন, সে পুনরায় মাদক গ্রহণ করলে তাকে হত্যা কর।

(ইবনে মাজাহ-হাদীস : ২৫৭২)

হদ্দ কার্যকর হলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়

٤٦٠. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُوْنِىْ عَلَى اَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا قَرَاَ عَلَيْهِمُ الْاٰيَةَ فَمَنْ وَفّٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ

كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللّٰهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ .

৪৬০. উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী কারীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে এই কথার উপর বাইআত কর, তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না ও যিনার কাজে লিপ্ত হবে না।

অতঃপর তিনি তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই বাইআত পূর্ণ করবে, আল্লাহ্র যিম্মায় তার পুরস্কার, আর কোন ব্যক্তি এর কোন একটি অপরাধে লিপ্ত হলে এবং তাকে এজন্য শাস্তিও দেয়া হলে তাতে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। আর কোন ব্যক্তি এর কোন একটি অপরাধ করলে এবং আল্লাহ্ তা লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে দিলে তার বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করতে পারেন। [তিরমিযী-হাদীস :১৪৩৯

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, "হদ্দ কার্যকর হলে তা অপরাধীর গুনাহের কাফফারা স্বরূপ"-এর চেয়ে উত্তম হাদীস এ বিষয়ে আমি কখনো শুনিনি। শাফিঈ (র) আরো বলেন, কোন ব্যক্তি গুনাহের কাজ করলে এবং আল্লাহ্ও তা গোপন রাখলে আমি তার জন্য এই নীতি উত্তম মনে করি যে, অপরাধীও তা গোপন রাখবে এবং তার ও প্রভুর মধ্যকার বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর কাছে তওবা করতে থাকবে। আবু বাকর ও উমর (রা) সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তারা উভয়ে এক ব্যক্তিকে নিজের গুনাহের কথা গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

চুরির অপরাধে পুরুষ-মহিলার হাত কর্তন

٤٦١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا .

৪৬১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) এক-চতুর্থাংশ মূল্য পরিমাণ চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে। (বুখার-হাদীস : ৬৭৮৯)

٤٦٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِىْ مِجَنٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ـ

৪৬২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ এক 'মিজান্নুন' (ঢাল) চুরির দায়ে (হাত) কেটেছেন, (অর্থাৎ কাটার নির্দেশ করেছেন)। যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম। (বুখারী-হাদীস : ৬৭৯৬)

শুধু ঘরের ভেতরে নয়, প্রয়োজনে ঘরের বাইরেও মহিলাদের কর্মের অনুমতি

٤٦٣. عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِىْ ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجِدُ نَخْلاً لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا اُخْرُجِىْ فَجُدِىْ نَخْلَكِ لَعَلَّكِ اَنْ تَصَدَّقِىْ مِنْهُ اَوْ تَفْعَلِىْ خَيْرًا ـ

৪৬৩. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা তিন তালাক প্রাপ্ত হলেন। অতঃপর তিনি খেজুর গাছ কাটার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তখন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে সে তাকে এ কাজ করতে বারণ করলো। তারপর মহিলাটি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে এ ব্যাপারটি (কাজটি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি বাইরের বাগানে যাও এবং নিজের খেজুর গাছ কাট (আর বিক্রি কর)। এই টাকা দিয়ে সম্ভবত তুমি দান-খয়রাত অথবা জীবিকা নির্বাহের মতো কোন ভাল কাজ করতে পারবে।
(আবু দাউদ-হাদীস : ২২৯৭)

٤٦٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَدْ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ فِىْ حَاجَتِكُنَّ ـ

৪৬৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেছেন, তোমাদেরকে প্রয়োজনে অবশ্যই বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হলো।
(বুখারী-হাদীস : ১৪৭)

মহিলাদের নার্সিং ও ডাক্তারী পেশা গ্রহণ

٤٦٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ أُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ الْعَرَقَةِ فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ لِيَعُدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ.

৪৬৫. আয়েশা (রা) বলেন, খন্দক যুদ্ধে সা'দ (রা) আহত হলেন। তাকে হিব্বান ইবনে ইরাকাহ নামক জনৈক কুরাইশ তীর নিক্ষেপ করেছিল। রাসূল ﷺ কাছে থেকে যাতে তার সেবা যত্নের তদারক করতে পারেন, সেজন্য মসজিদে তাঁবু খাটাতে বললেন। (বুখারী-হাদীস : ৪৬৩)

ব্যাখ্যা : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, তাঁবুটি রুফাইদা আসলামিয়া (রা)-এর উদ্দেশ্যে খাটানো হয়েছিল। তিনি একজন মহিলা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আহতদের চিকিৎসা সেবা করতেন। রাসূল ﷺ বললেন, তাকে রুফাইদার তাঁবুতে রাখ, যাতে আমি কাছে থেকে তার অবস্থা দেখা-শোনা করতে পারি। (ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড)

আয়-উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মহিলা

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

আর নারীরা যা উপার্জন করে, তাতে তাদের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। (নিসা-৩২)

٤٦٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِىْ غُلَامًا نَجَّارًا ... وَفِىْ رِوَايَةٍ (قَالَ) فَاَمَرَتْ عَبْدَهَا فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ مِنْبَرًا.

৪৬৬. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী মহিলা রাসূল ﷺ-কে বলল, আমার একজন কাঠমিস্ত্রী ক্রীতদাস রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে মহিলা তার ক্রীতদাসকে আদেশ করল, অতঃপর সে তারাফা বন থেকে কাঠ কেটে এনে একটি মিম্বর তৈরি করে দিল (বিক্রির উদ্দেশ্যে)। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : একান্ত প্রয়োজনের তাকিদে মহিলাগণ দৈহিক পর্দা ও মানসিক পরিচ্ছন্নতার ভেতরে থেকে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের যে কোন বিভাগে নিয়োজিত হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার্জনে অংশ নিতে পারে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসার কাজেও তারা নিয়োজিত হওয়ার অধিকারী। জীবিকার জন্য হস্তশিল্প, কল-কারখানা স্থাপন, পরিচালনা বা তাতে কাজ করার মহিলাদের অধিকার রয়েছে। আবু বকরের কন্যা আসমা (রা) নিজ বাড়ি থেকে দু'মাইল দূরে জমি থেকে খেজুর বীজ তুলে আনতেন। যাতায়াতের সময় পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখোমুখি হয়ে যেতেন প্রায়ই। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী নিজ ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় খরচ চালাতেন। একদিন তিনি নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন–

إِنِّىْ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ اَبِيْعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِىْ وَلاَ لِزَوْجِىْ وَلاَ لِوَلَدِىْ شَىْءٌ.

"আমি একজন কারিগর মহিলা। আমি তৈরি করা দ্রব্য বিক্রি করি। এছাড়া আমার, আমার স্বামী ও সন্তানদের জীবিকার জন্য অন্য কোন উপায় নেই।"

রাসূল ﷺ বললেন, 'এভাবে উপার্জন করে তুমি যে তোমার ঘর-সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছ, তার বিনিময়ে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।' (মুসনাদে আহমাদ-হাদীস : ১৪২৪৪)

হাদীসের উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পর্দা রক্ষা করে আয়-উপার্জনের জন্য কাজ করা এবং সেজন্য ঘরের বাইরে যাওয়া মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়, তবে সীমার মধ্যে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলাদের জন্য আলাদা কর্মক্ষেত্র হলে ভাল হয়। যেন তাদের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ সৃষ্টি না হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মহিলাদের পরামর্শ

٤٦٧. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ (رضى) يُصَدِّقُ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيْثَ صَاحِبِهِ قَالاَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ هَاتِ اُكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا

فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُكْتُبْ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَقَالَ سُهَيْلٌ اَمَّا الرَّحْمٰنُ فَوَ اللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا هُوَ وَلٰكِنَّ اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ وَاللّٰهِ لاَنَكْتُبُهَا اِلاَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى اَنْ تَخْلُوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوْفُ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللّٰهِ لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ اِنَّا اَخَذْنَا ضَغْطَةً وَّلٰكِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلٰى اَنَّهُ لاَ يَاْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلاَّ رَدَدْتَهُ اِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ كَيْفَ يُرَدُّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَاهُمْ كَذٰلِكَ ... قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اَلَسْتَ نَبِيَّ اللّٰهِ حَقًّا قَالَ بَلٰى فَقَالَ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِيْ دِيْنَهُ فِيْ دِيْنِنَا اِذًا قَالَ اَيُّهَا الرَّجُلُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ يَعْصِيْ رَبَّهُ وَهُنَا مُرْهُ فَاسْتَمْسِكْ بِغُرِّهٖ فَوَاللّٰهِ اِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ اَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا اِنَّا سَنَاْتِي الْبَيْتَ وَيَطُوْفُ بِهِ قَالَ بَلٰى اَفَاُخْبِرُكَ اَبِكَ تَاْتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّكَ تَاْتِيْهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ ... قَالَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصْحَابِهٖ قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ اَحْلِقُوْا قَالَ فَوَاللّٰهِ مَاقَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتّٰى قَالَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ اَحَدٌ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ لَهَا مَالَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ

يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَتُحِبُّ ذٰلِكَ اُخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ اَحَدًا مِّنْهُمْ كَلِمَةً حَتّٰى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوْ حَالِقَكَ فَيَحْلِقُكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَدًا مِّنْهُمْ حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَءَوْا ذٰلِكَ قَامُوْا فَنَحَرُوْا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا ـ

৪৬৭. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তাদের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনাকে সমর্থন করে। তারা উভয়ে বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে রাসূল ﷺ তাঁবু থেকে বের হয়ে আসলেন। এসময় সুহায়েল ইবনে আমর এসে বললেন, আপনি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লিখবার ব্যবস্থা করুন। রাসূল ﷺ লেখক ডাকলেন এবং বললেন লেখ, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

একথা শুনে সুহায়েল বলল, আল্লাহর কসম, রহমান কি আমি জানি না। আপনি বরং বিসমিকা আল্লাহুম্মা লিখতে বলুন। তখন মুসলমানরা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম ছাড়া কিছুই লিখব না। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা আমাদের ও বায়তুল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধক হবে না, যাতে আমরা তাওয়াফ করতে পারি।

সুহায়েল বলল, আল্লাহর কসম! এরূপ করলে আরবের লোকেরা বলবে, আমরা বাধ্য হয়ে এ শর্ত মেনে নিচ্ছি। রাসূল ﷺ তা-ই লিখলেন। সুহায়েল বলল, আমাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি আপনার কাছে (মদিনায়) চলে যায় এবং সে যদি আপনার দ্বীনের অনুসারী হয় তবে তাকে আমাদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। মুসলমানরা এ প্রস্তাব শুনে সুবহানাল্লাহ বলে উঠল। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে চলে আসবে তাকে কীভাবে প্রত্যার্পণ করা যাবে?

উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সত্যিই আল্লাহর নবী? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি সত্যিই আল্লাহর নবী। আমি বললাম, আমরা কি ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই এবং আমাদের শত্রুরা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তা হলে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এসব শর্ত মেনে নেবো।

তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল, আর আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না। তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন।

আমি বললাম, আপনি কি বলেন নি যে, আমরা অচিরেই বাইতুল্লাহ যাব এবং তাওয়াফ করব। তিনি বললেন, হ্যাঁ বলেছিলাম। তবে কি আমি বলেছিলাম যে, আমরা এ বছরেই তা করব? তিনি (উমর) বললেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই সেখানে যাবে এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে। চুক্তিপত্র লেখা শেষ করে তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, এখন গিয়ে তোমরা কুরবানী কর এবং মাথা মুণ্ডন করে নাও।

হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! কেউ উঠল না, এমনকি তিনি তিনবার একথা বললেন। যখন তাদের কেউ উঠল না, তখন তিনি উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং তাকে সাহাবাদের আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি এটি ভাল মনে করেন, তাহলে কারো সাথে কোন কথা না বলে প্রথমে গিয়ে নিজের কুরবানীর পশু যবেহ করুন এবং ক্ষৌরকারকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করে ফেলুন।

এরপর তিনি চলে গেলেন এবং কারো সাথে কোন কথা না বলে উম্মে সালামা যা বলেছিলেন তা করলেন। তিনি নিজের পশু কুরবানী করলেন এবং ক্ষৌরকারকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করলেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে নিজ নিজ পশু কুরবানী করলেন এবং পরস্পরের মাথা মুণ্ডন করতে শুরু করলেন।

(বুখারী-হাদীস : ২৭৩২, ২৭৩১)